গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩১, সংখ্যা ২ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮

সূচী

সম্পাদকীয় ৫৭

যুগান্তরের সূচনা : বিষয়ের রূপে
ছত্রিশ — ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা — বিমলকান্তি সেন

গ্রন্থাগারিকের ডায়েরী : প্রসঙ্গ এ এ সি আর দ্বিতীয় সংস্করণ
—জনৈক

গ্রন্থাগার সংবাদ ৬৫

পরিষদ কথা ৬৭

"গ্রন্থাগার"এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেবেন এইজন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। তাছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন্ পৃষ্ঠার কতটা		সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	শেষ প্রচ্ছদ	৩০০	৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ	২৫০	৩৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা :	ঐ	১২৫	২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা :	সাধারণ	২০০	৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা :	ঐ	১০০	১৫০
¼ পৃষ্ঠা :	ঐ	৫০	১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম.
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৬ সি. এম.

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

ফোন : ৪৯-৮৫৪৬

॥ পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ॥

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০
মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০
আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত—রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য—২·০০

ডঃ আদিত্য ওহদেদার—গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য—৪·০০

বাণী বসু (সঙ্কঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭·০০
১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৮২। মূল্য—৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]
খ্যাতিমান বুদ্ধিজীবী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩৫-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা
আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য—১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার

বার্ষিক সূচীপত্র

উনত্রিংশ বর্ষ : বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৮৩

(April-May, 1979 — March-April, 1980)

বৈশাখ — শ্রাবণ

সম্পাদক। অরুণ রায়

সহযোগী সম্পাদক। অসিতাভ দাশ

ভাদ্র — চৈত্র

সম্পাদক। প্রদীপ চৌধুরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

৩৪ ১৩৩, সি. আই. টি. স্কিম নং ৫২

কলিকাতা-৭০০ ০১৩

নির্দেশিকা

লেখক ও আখ্যা সূচী

লেখকের নাম ও আখ্যা বর্ণানুক্রমে সাজান হয়েছে। এগুলির মাসের নাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।

বিষয় সূচী

এখানে বিষয়গুলো নিম্নলিখিত ভাবে সাজান হয়েছে :

১। গ্রন্থাগার ও আলোচনা
২। গ্রন্থাগার বিষয়
৩। গ্রন্থাগার সংবাদ
৪। গ্রন্থাগারিক সংবাদ
৫। চিঠিপত্র
৬। পরিষদ কথা
৭। পুস্তক আলোচনা
৮। লোক সংবাদ
৯। সম্মেলন
১০। বিবিধ
১১। সম্পাদকীয়
১২। Circular
১৩। English Abstracts
১৪। Memorandum
১৫। Public Libraries Bill — West Bengal

বিষয়ের অন্তর্গত লেখকের নাম বা আখ্যাগুলি বর্ণানুক্রমে সাজান হয়েছে। তারপরে মাসের নাম ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে।

এই নির্ঘণ্টটি সঙ্কলন করেছেন কলীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যা শ্রীমতী বুলিকা দাস।

লেখক ও আখ্যা সূচী

১। অনুবাদ সেবা ও ভারত—অলক ভট্টাচার্য। ভাদ্র-আশ্বিন। ৭১-৭৩।

২। অভিনব গ্রন্থাগার, শিয়ালডাঙ্গা, হাওড়া। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১১।

৩। অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী
দ্র
সত্যব্রত ঘোষাল ও অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৪। অলক ভট্টাচার্য—অনুবাদ সেবা ও ভারত। ভাদ্র-আশ্বিন। ৭১-৭৩।

৫। অশোক বসু—লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট : উৎস ও বিকাশ। পৌষ-মাঘ। ১২১-১২৭।

৬। আজকের পাঠক ও তার রুচি—ভবানী কুমার ঘোষ। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৮৮-৮৯।

৭। আদিত্য ওহদেদার। পৌষ-মাঘ। ১৯৩।

৮। আনন্দ-নিকেতন কীর্তিশালা, পোঃ বাগনান, হাওড়া। জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবাঢ়। ৩১।

৯। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে শিশুগ্রন্থ প্রদর্শনী। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১২।

১০। ইতিহাসের বিকৃতি—সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। পৌষ-মাঘ। ১৪৯-১৫৫।

১১। ইন্দোনেশিয়ার অষ্টম আঞ্চলিক সেমিনার—সত্যব্রত ঘোষাল ও অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩৪-৩৬।

১২। এ. বি. এম. শামসুদ্দৌলা — গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গ্রন্থাগার। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৭৯-৮১।

১৩। উত্তরবঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন—রূপন বাগচী। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৮৩-৮৭।

১৪। উমেশচন্দ্র প্রণীত পাঠচক্র, কলিকাতা-৬৭। বৈশাখ। ২৪।

১৫। — — পৌষ-মাঘ। ১৯০-১৯৮।

১৬। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)। শ্রাবণ। ৪৩-৪৫।

১৭। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ. জি. সি. বেতনক্রম (সম্পাদকীয়)। বৈশাখ। ১।

১৮। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে ইউ.জি.সি. বেতনক্রম ও গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা (সম্পাদকীয়)। পৌষ-মাঘ। ১১৭-১১৮।

১৯। কাশীপুর ইনস্টিটিউট। ভাদ্র-আশ্বিন। ৭৪।

২০। কেন্দ্রীয় সভা। পৌষ-মাঘ। ১৫৬-১৫৮।

২১। কেরিয়ার গাইড—সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য। প্রদীপ চৌধুরী। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১৫।

২২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের গ্রন্থাগার — এ. বি এম. শামসুদ্দৌলা। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৭৯-৮১।

২৩। গ্রন্থাগার আইন (সম্পাদকীয়)। ভাদ্র-আশ্বিন। ৬০-৬১।

২৪। গ্রন্থাগার আন্দোলন (সম্পাদকীয়)। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ২৯।

২৫। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বাজেট সরকার (সম্পাদকীয়)। কার্তিক অগ্রহায়ণ। ৭৭-৭৮।

২৬। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রের রজতজয়ন্তি কর্মকেন্দ্রাগার — সুবোধযোগাল নন্দী। শ্রাবণ। ৪৬-৫১।

২৭। ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন। ফাল্গুন-চৈত্র। ১৬৮-১৬৯।

২৮। ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা। কার্তিক অগ্রহায়ণ। ১৮-১০১।

২৯। ৩৬তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (সম্পাদকীয়)। ফাল্গুন-চৈত্র। ১৭৯।

৩০। জয়ন্তী রায়
গ্র
বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩১। জাড়গ্রাম স্বাধীনতা পাঠাগার, বর্ধমান। বৈশাখ। ২৪।

৩২। — — জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়। ৩১

৩৩। — — কার্তিক—অগ্রহায়ণ ১১

৩৪। — — পৌষ—মাঘ। ১৯১

৩৫। জাতীয় গ্রন্থাগার কবি জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ১০।

৩৬। ডকুমেণ্টেশন অ্যাণ্ড ইনফরমেশন। সার্ভিসেস টেকনিকস্ অ্যাণ্ড সিস্টেমস। বি, গুহ। কিরণ কুমার ভট্টাচার্য। বৈশাখ। ২১-২২।

৩৭। ডেমজুক জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর। বৈশাখ। ২৩।

৩৮। — — জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়। ৩১।

৩৯। তারাদুর্গিয়া বীণাপানি পাঠাগার। পৌষ—মাঘ। ১৩৮—১৩৯।

৪০। দুবরাজপুর গ্রন্থনিকেতন, মেদিনীপুর। বৈশাখ। ২৩-২৪।

৪১। দুবরাজপুর গ্রন্থনিকেতন, শ্রীকৃষ্ণপুর, মেদিনীপুর। পৌষ—মাঘ। ১৬০।

৪২। দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। পৌষ—মাঘ। ১৯৩।

৪৩। দীপ্তিময় রায়—বৃটিশ গ্রন্থাগারের ইতিহাসের উপাদান। জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়। ৩১-৩৪।

৪৪। দেবনারায়ণ চক্রবর্তী। ফাল্গুন—চৈত্র। ১৯৭।

৪৫। ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। বৈশাখ। ২-১০।

৪৬। ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিবৃন্দের নাম। বৈশাখ। ১৫-১৭। জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়। ৪০।

৪৭। ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৩-১৫ এপ্রিল, ১৯৭৯। বাঁটরা, হাওড়া। গৃহীত প্রস্তাবাবলী। বৈশাখ। ১১-১৪।

৪৮। পরিষদের কলকাতা জেলা শাখার সভা। ভাদ্র—আশ্বিন। ৭৫।

৪৯। পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, ধানকল, বর্ধমান। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ১২।

৫০। পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া। বৈশাখ। ২৩।

৫১। — — । পৌষ—মাঘ। ১৯২।

৫২। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগারকর্মী সমিতি, হাওড়া। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ১১।

৫৩। পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার, "ছাত্রবন্ধু" রাজারাজাতলা, হাওড়া-৪। পৌষ—মাঘ। ১৯১।

৫৪। পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার। ভাদ্র-আশ্বিন।৭৫।

৫৫। প্রবোধ ভট্টাচার্য—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : একটি উজ্জ্বল সুবর্ণ জয়ন্তী সমীক্ষা। পৌষ—মাঘ। ১১৯-১২৮।

৫৬। বঙ্গভারতী পরিষদ। ভাদ্র—আশ্বিন। ৭৪।

৫৭। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। একটি উজ্জ্বল সুবর্ণ জয়ন্তী সমীক্ষা—প্রবোধ ভট্টাচার্য। পৌষ—মাঘ। ১১৯-১২৮।

৫৮। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোচবিহার জেলা শাখার ৬ষ্ঠ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন। জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়। ৩৮।

৫৯। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কোচবিহার জেলা শাখা। পৌষ—মাঘ। ১৫১।

৬০। —, দার্জিলিং জেলা শাখা। জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ়। ৩৭-৩৮।

৬১। —, নদীয়া জেলা শাখা। ফাল্গুন—চৈত্র। ১৮৯-১৯০।

৬২। —, পশ্চিম-দিনাজপুর জেলা শাখা সম্মেলন। জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়। ৩৭।

৬৩। —, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা। পৌষ-মাঘ। ১৫১।

৬৪। — — ফাল্গুন—চৈত্র। ১৬১।

৬৫। —, হুগলী জেলা শাখা। বৈশাখ। ২৩।

৬৬। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা, ১৯৭১। পৌষ মাঘ। ১৬৩-১৬৪।

৬৭। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমাবর্তন উৎসব, ১৯৭১। পৌষ-মাঘ। ১৬২।

৬৮। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'সেনসাস' গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পশ্চিম-দিনাজপুর। পৌষ-মাঘ। ১৬১।

৬৯। বড়িশা পাঠাগার (টাউন লাইব্রেরী) কলিকাতা-৮। পৌষ—মাঘ। ১৬১।

৭০। বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। পৌষ-মাঘ। ১৬০।

৭১। বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩৭।

৭২। বাড়বাসীপুর ছাত্রী সংঘ, হলদিয়া, মেদিনীপুর। ফাল্গুন-চৈত্র। ১৯০।

৭৩। বালিয়েড়িয়া সাধারণ পাঠাগার, হুগলী। বৈশাখ। ২৩।

৭৪। বি. দত্ত—ডকুমেণ্টেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন: সার্ভিসিসেস: টেকনিকস অ্যান্ড সিস্টেমস। কিরণকুমার ভট্টাচার্য। বৈশাখ। ২১-২২।

৭৫। বিগত পনের বছরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে — সত্যব্রত সেন। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৮২-৮৪।

৭৬। বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডা: জয়ন্তী রায়—মেডিসিনার কাম ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডেভেলপমেণ্ট অব লাইব্রেরী সার্ভিসেস ইন্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল। শ্রাবণ। ৫২-৫৭।

৭৭। বিবেকানন্দ পাঠাগার, হাসেড়িয়া, মেদিনীপুর। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩৯।

৭৮। বিবেকানন্দ পাঠাগার, কাঁসোয়া। ভাদ্র-আশ্বিন। ৭৪।

৭৯। বিরাটী সাধারণ পাঠাগার, ২৪ পরগণা। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১২।

৮০। বিশেষ সাধারণ সভা। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১০১-১০৩।

৮১। বিশ্বনাথ ঘোষ—সাহিত্যিককে পাঠের ভূমিকা, ফাল্গুন চৈত্র। ১৮১-১৮৭।

৮২। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই কেনার সমস্যা—মনোরঞ্জন চক্রবর্তী। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩০-৩১।

৮৩। বৃটিশ গ্রন্থাগারের ইতিহাসের উপাদান—দীপ্তিময় রায়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩১-৩৪।

৮৪। ভবানী কুমার ঘোষ—আজকের পাঠক ও তার রুচি। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৮৮-৮১।

৮৫। মন্মু ঘোষ:দিশারী ও অন্যান্য। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১৬।

৮৬। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী — বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই কেনার সমস্যা। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩০-৩১।

৮৭। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ও উষা গুহঠাকুরতা। ফাল্গুন-চৈত্র। ১৯৪।

৮৮। মার্কসবাদী সাহিত্যের গ্রন্থাগার। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১০।

৮৯। মানশ্রী তরুণ বাণী মন্দির, হাওড়া। পৌষ-মাঘ। ১৫৯।

৯০। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ প্রদর্শনী। পৌষ-মাঘ। ১৯০।

৯১। রাজা গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সমিতি। পৌষ মাঘ। ১৬৫।

৯২। রামকৃষ্ণ পাঠাগার, পলাশডাঙ্গা, মেদিনীপুর। বৈশাখ। ২৩।

৯৩। রামকৃষ্ণ সাহা—শিক্ষাব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও কলেজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমি। ভাদ্র-আশ্বিন। ৬২-৭০।

৯৪। লাইব্রেরী ম্যানেজমেণ্ট: উদ্ভব ও বিকাশ—অশোক বসু। পৌষ-মাঘ। ১২৯-১৪৭।

৯৫। পালবনী সংঘ গ্রন্থাগার, চালসা, জলপাইগুড়ি। বৈশাখ। ২৪।

৯৬। শিক্ষাব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও কলেজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমি—রামকৃষ্ণ সাহা। ভাদ্র-আশ্বিন। ৬২-৭০।

৯৭। শিক্ষায়তন ও বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতি। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ১০৩—১০৪।

৯৮। শিবসাধন চট্টোপাধ্যায়। বৈশাখ। ২৮।

৯৯। ডা শান্তনী কর্। পৌষ—মাঘ। ১১৩।

১০০। সত্যব্রত ঘোষাল ও অংশুমান চৌধুরী—ঐরাসলিক অফিস জাতীয় সেমিনার। জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়। ৩৩—৩৬।

১০১। সত্যব্রত সেন—বিভিন্ন পেশার বয়স্কদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ৮২—৮৪।

১০২। সত্যেন্দ্রনাথ আচার্য—কেরিয়ার গাইড। প্রদীপ চৌধুরী। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ১৫।

১০৩। সাম্প্রদায়িকতা ও ফ্যাসিজম্ এর বিরুদ্ধে সর্বস্তরের শিক্ষাকর্মী ও গ্রন্থাগার কর্মী সংগঠনসমূহের বিবৃতি। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ১৩—১৪।

১০৪। সারস্বত লাইব্রেরী, মাকড়দহ, হাওড়া। ফাল্গুন—চৈত্র। ১১০।

১০৫। সাহিত্যিকের পাঠের ভূমিকা—বিশ্বনাথ ঘোষ। ফাল্গুন—চৈত্র। ১৮১—১৮৭।

১০৬। সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ অন ডেভেলপমেন্ট অফ লাইব্রেরী সার্ভিসেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল—বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডা অরুন্ধতী রায়। শ্রাবণ। ৫২—৫৭।

১০৭। সুবোধ গোপাল মন্সী—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কেন্দ্রে ব্যবহারিক কর্ম কেন্দ্রাগার। শ্রাবণ। ৪৬—৪১।

১০৮। সুবোধ পাঠাগার, কালনা, বর্ধমান। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ১১।

১০৯। — — — — , পৌষ—মাঘ। ১৫১।

১১০। সুলেখা গুপ্ত। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ১৭।

১১১। সৈয়েদ্দ মোহেন গল্পোপাধ্যায়—ইতিহাসের বিকৃতি। পৌষ—মাঘ। ১৪৯—১৫৫।

১১২ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সম্মেলন। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ১০—১১।

১১৩। স্বপন বাক্ষী—উত্তরবঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ৮৫—৮৭।

১১৪। হাওড়া সেবাসদন, হাওড়া। বৈশাখ। ২৪।

১১৫। — — — । ভাদ্র—আশ্বিন। ৭৪।

১১৬। হায়দ্রাবাদে ব্রিটিশ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ১২।

১১৭। Circular for revision of Pay scales of Librarians of Government Colleges. কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ১১৫-১১৬।

১১৮। English Abstracts—
বৈশাখ, ২৫-২৭। জ্যৈষ্ঠ—আষাঢ়। ৪১ ৪৩। শ্রাবণ, ৫৮-৫৯। ফাল্গুন—চৈত্র, ১১৫-১১৮।

১১৯। Memorandum of Association of the Bengal Library Association.
পৌষ—মাঘ। ১১২।

১২০। Memorandum submitted to U. G. C. Chairman Satis Chandra regarding Problems of Library professionals working in Colleges and Libraries.
বৈশাখ। ১৮—২০।

১২১। The West Bengal Public Libraries Bill, 1979। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ১০৫-১১৩।

বিষয় সূচী

অনুবাদ সেবা—ভারত

১। অলক ভট্টাচার্য্য—অনুবাদ সেবা ও ভারত। ভাদ্র-আশ্বিন। ৭১-৭৩।

ইয়াসলিক—সেমিনার

২ সত্যব্রত ঘোষাল ও অমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—ইয়াসলিক অষ্টম জাতীয় সেমিনার। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩৪-৩৬।

কলেজ গ্রন্থাগার ভারত

৩। রামকৃষ্ণ সাহা—শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজ গ্রন্থাগারের ভূমিকা ও কলেজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমি। ভাদ্র-আশ্বিন। ৬২-৭০।

গ্রন্থাগার—বাংলাদেশ

৪। এ, বি, এম, শামসুদ্দৌলা—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশের গ্রন্থাগার। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৭৯-৮১।

গ্রন্থাগার আন্দোলন—উত্তরবঙ্গ

৫। স্বপন বাগচী—উত্তরবঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন। কার্তিক—অগ্রহায়ণ। ৮৬-৮৭।

গ্রন্থাগার আন্দোলন—পশ্চিমবঙ্গ

৬। সত্যব্রত সেন—বিগত পনের বছরের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৮২-৮৪।

৭। সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—ইতিহাসের বিকৃতি। পৌষ-মাঘ। ১৪৯-১৫৫।

গ্রন্থাগার উন্নয়ন—পশ্চিমবঙ্গ

৮। বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায় ও অঞ্জলী রায়—সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ অন ডেভলপমেণ্ট অব লাইব্রেরী সার্ভিসেস ইন গ্রেটার বেঙ্গল ব্যাবস্থ। ৫২—৫৭।

গ্রন্থাগার পরিচালনা

৯। অলোক বসু—লাইব্রেরী ম্যানেজমেণ্ট ঃ উদ্ভব ও বিকাশ। পৌষ-মাঘ। ১২৯-১৪৭।

গ্রন্থাগার পরিকল্পনা—পশ্চিমবঙ্গ

১০। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা সমিতি। পৌষ-মাঘ। ১৬৫।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

১১। সুবোধ গোপাল নন্দী—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণকেন্দ্রের ব্যবহারিক কর্ম কেন্দ্রশালা। শ্রাবণ। ৪৬-৫১।

পাঠক ও রুচি

১২। ভবানী কুমার ঘোষ—আজকের পাঠক ও তার রুচি। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৮৮ ৮৯।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

১৩। প্রবোধ ভট্টাচার্য—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : একটি উত্তর সূরী অন্তর্বর্তী সমীক্ষা। পৌষ-মাঘ। ১১৯-১২৮।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

১৪। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী—বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বই কেনার সমস্যা। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩০-৩১।

গ্রেট ব্রিটেন—গ্রন্থাগার

১৫। দীপ্তিময় রায়—ব্রিটিশ গ্রন্থাগারে ইতিহাসের উপাদান। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩১-৩৪।

সাহিত্যিক—জীবনীপঞ্জী

১৬। বিশ্বনাথ ঘোষ—সাহিত্যিকের পাঠের ভূমিকা। ফাল্গুন-চৈত্র। ১৮১-১৮৭।

গ্রন্থাগার দিবস

১৭। কেন্দ্রীয় সভা। পৌষ-মাঘ। ১৫৬-১৫৮।

১৮। তারাপদশিক্ষা বীণাপাণি পাঠাগার। পৌষ-মাঘ। ১৫৮-১৫৯।

১৯। দুবরাজ স্মৃতি গ্রন্থনিকেতন, শ্রীকৃষ্ণপুর, মেদিনীপুর। পৌষ-মাঘ। ১৬০।

২০। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোচবিহার জেলা শাখা। পৌষ-মাঘ। ১৫১।

২১। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা। পৌষ-মাঘ। ১৫৯।

২২। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পৌষ-মাঘ। ১৬০।

২৩। মাননীয় তরুণ বাবী লাইব্রেরী, হাওড়া। পৌষ-মাঘ। ১৫১।

২৪। সুভাষ পাঠাগার, কালনা, বর্ধমান। পৌষ-মাঘ। ১৫১।

গ্রন্থাগার সংবাদ

২৫। অভিনব গ্রন্থাগার, শিয়ালডাঙ্গা, হাওড়া। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৯১।

২৬। আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালা, পোঃ বাগনান, হাওড়া। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩১।

২৭। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে শিশুগ্রন্থ প্রদর্শনী। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৯২।

২৮। উল্টাডাঙ্গা প্রগতি পাঠচক্র, কলিকাতা-৬৭। বৈশাখ। ২৪।

২৯। — — — —, পৌষ-মাঘ। ১৯০-১৯৮।

৩০। কাশীপুর ইনষ্টিটিউট। ভাদ্র-আশ্বিন। ৭৪।

৩১। ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর। ফাল্গুন-চৈত্র। ৯০।

৩২। ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন। ফাল্গুন চৈত্র। ১৮৮-১৮৯।

৩৩। জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, বর্ধমান। বৈশাখ। ২৪।

৩৪। — — —। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩১।

৩৫। — — —। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৯১।

৩৬। — — —। পৌষ-মাঘ। ১৯১।

৩৭। জাতীয় গ্রন্থাগারে জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৯০।

৩৮। তমলুক জেলা গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর। বৈশাখ। ২৩।

৩৯। — — —। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩৯।

৪০। দুবরাজ স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতন, মেদিনীপুর। বৈশাখ। ২৩-২৪।

৪১। পরিষদের হুগলী জেলা শাখার সভা। ভাদ্র-আশ্বিন। ৭৫।

৪২। পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর, বর্ধমান। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৯২।

৪৩। পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া। বৈশাখ। ২৩।

৪৪। — — —। পৌষ-মাঘ। ১৯২।

৪৫। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগারকর্মী সমিতি, হাওড়া। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৯১।

৪৬। পাঠাপুস্তক গ্রন্থাগার, "জ্ঞানবন্ধু" রাজারহাটতলা, হাওড়া—৪। পৌষ-মাঘ। ১৯২।

৪৭। পুরুলিয়া জেলা। ভাদ্র-আশ্বিন। ৭৫।

৪৮। বঙ্গভারতী পরিষদ। ভাদ্র-আশ্বিন। ৭৪।

৪৯। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। নদীয়া জেলা শাখা। ফাল্গুন-চৈত্র। ১৮৯-১৯১।

৫০। — —। মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা। ফাল্গুন-চৈত্র। ১৮৯।

৫১। — —, হুগলী জেলা শাখা। বৈশাখ। ২৩।

৫২। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগারকর্মী সমিতি, পশ্চিম দিনাজপুর। পৌষ-মাঘ। ১৬১।

৫৩। ঘড়িশা পাঠাগার (টাউন-লাইব্রেরী) কলিকাতা-৮। পৌষ-মাঘ। ১৯১।

৫৪। বাড় বাসীপুর হুতীসঙ্ঘ, হলদিয়া, মেদিনীপুর। ফাল্গুন-চৈত্র। ১৯০।

৫৫। বাঁশবেড়িয়া সাধারণ পাঠাগার, হুগলী। বৈশাখ। ২৩।

৫৬। বিবেকানন্দ পাঠাগার, গ্রাম রামচন্দ্রপুর। জেলা মেদিনীপুর। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩৯।

৫৭। বিবেকানন্দ পাঠাগার, কাঁথোরা। ভাদ্র-আশ্বিন। ৭৪।

৫৮। বিরাটী সাধারণ পাঠাগার, ২৪ পরগণা। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১২।

৫৯। মার্কসবাদী সাহিত্যের গ্রন্থাগার। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১০।

৬০। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ প্রদর্শনী। পৌষ-মাঘ। ১৯০।

৬১। রামকৃষ্ণ পাঠাগার, পলাশচাবড়ী, মেদিনীপুর। বৈশাখ। ২৩।

৬২। শালবনী সংঘ গ্রন্থাগার, চালসা, জলপাইগুড়ি। বৈশাখ। ২৪।

৬৩। সারস্বত লাইব্রেরী, মাকড়দহ, হাওড়া। ফাল্গুন-চৈত্র। ১৯০।

৬৪। সুভাষ পাঠাগার, কালেনা, বর্ধমান। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১১।

৬৫। সর্বভারতীয় গ্রন্থাগারকর্মী সমিতির রাজ্য সম্মেলন। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১০-১১

৬৬। হাওড়া সেবা সংঘ, হাওড়া, বৈশাখ। ২৪।
— — —। ভাদ্র-আশ্বিন। ৭৪।

৬৭। হায়দ্রাবাদে বৃটিশ গ্রন্থাগারের উদ্বোধন। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১২।

গ্রন্থাগারিক সংবাদ

৬৮। ডঃ আশিস্ দত্ত। পৌষ-মাঘ। ১৯০।

৬৯। শ্রী অম্বিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পৌষ-মাঘ। ১৯৩।

৭০। ডঃ শ্যামলী বসু। পৌষ-মাঘ। ১৯৩।

চিঠিপত্র

৭১। দেবনারায়ণ চক্রবর্তী। ফাল্গুন-চৈত্র। ১৯৪।

৭২। মঞ্জু ঘোষ দস্তিদার ও অন্যান্য। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১৬।

৭৩। মনোরঞ্জন চক্রবর্তী ও উষা গুহঠাকুরতা। ফাল্গুন-চৈত্র। ১৯৪।

৭৪। সুলেখা গুপ্ত। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১৭।

পরিষদ কথা

৭৫। ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১৮-১০১।

৭৬। বিশেষ সাধারণ সভা। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১০১-১০৩।

৭৭। শিক্ষায়তন ও বিশেষ গ্রন্থাগার উপসমিতি। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১০৩-১০৪।

পুস্তক আলোচনা

৭৮। বি গুহ—ডকুমেন্টেশন এণ্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস, টেক্‌নিক্‌স অ্যান্ড সিস্টেমস। কিরণ কুমার ভট্টাচার্য। বৈশাখ। ২১-২২।

৭৯। সুধাংশুনাথ আচার্য—কোরিয়ার গাইড। প্রদীপ চৌধুরী। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১৫।

শোক সংবাদ

৮০। শিবসাধন চট্টোপাধ্যায়। বৈশাখ। ২৮।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—৩৪তম

৮১। ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। বৈশাখ। ২-১০।

৮২। ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। ১৩-১৫ এপ্রিল, ১৯৭৯ : বাঁকুড়া, হাওড়া গৃহীত প্রস্তাবাবলী। বৈশাখ। ১১-১৯।

৮৩। ৩৫তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অংশ

গ্রন্থাগারী প্রতিনিধিবৃন্দের নাম। বৈশাখ। ১৬-১৭। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৪০।

জেলা সম্মেলন

৮৪। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কোচবিহার জেলা শাখার ৬ষ্ঠ জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩৮।

৮৫। — , দার্জিলিং জেলা শাখা। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩৭-৩৮।

৮৬। — , পশ্চিম দিনাজপুর জেলা শাখা সম্মেলন। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩৭।

৮৭। — , বাঁকুড়া জেলা শাখা সম্মেলন। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ৩৭।

বিবিধ

৮৮। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের তালিকা। ১৯৭৯, পৌষ-মাঘ। ১৬৩-১৬৪।

৮৯। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সমাবর্তন উৎসব। ১৯৭৯, পৌষ-মাঘ। ১৬২।

৯০। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে সমস্তরের শিক্ষাকর্মী ও গ্রন্থাগার কর্মী সংগঠনসমূহের বিবৃতি। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ২৩-২৪।

সম্পাদকীয়

৯১। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। শ্রাবণ। ৪৪-৪৫।

৯২। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ, জি, সি, বেতনক্রম। বৈশাখ। ১।

৯৩। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ইউ, জি, সি, বেতনক্রম ও গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা। পৌষ-মাঘ। ১১৭-১১৮।

৯৪। গ্রন্থাগার আইন। তার দাবিদিন। ৬০-৬১।

৯৫। গ্রন্থাগার আন্দোলন। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়। ২৯।

৯৬। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বামফ্রন্ট সরকার। কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ৭৭-৭৮।

৯৭। ৩৬ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। ফাল্গুন-চৈত্র। ১৭১।

CIRCULAR

1. Circular for revision of payscales of Librarians of Govt. Colleges. কার্তিক-অগ্রহায়ণ। ১১৫-১১৬।

MEMORANDUM

2. Memorandum of Association of the Bengal Library Association। পৌষ-মাঘ। ১-১২।

3. Memorandum Submitted to U. G. C. Chairman Satis Chandra regarding problems of library professionals working in colleges and libraries। বৈশাখ। ১৮-২০।

PUBLIC LIBRARIES BILL, 1979—WEST BENGAL

4. (The) West Bengal Public Libraries Bill, 1979। কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১০৫-১১৩।

ENGLISH ABSTRACTS

Granthagar, Vol. 28, No. 4, বৈশাখ, ২৫-২৭।

— , — , No. 5-6, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ৪১-৪৩।

— , — , No. 9-10, শ্রাবণ, ৫৮-৫৯।

— , — , No. 11, শ্রাবণ, ৫১।

— , 29 , No. 1, ফাল্গুন-চৈত্র, ১১৫।

— , — , No. 2-3, ১১৫-১১৬।

— , — , No. 4, — ১১৬।

— , — , No. 5-6, — ১১৬।

— , — , No. 7-8, ১১৬-১১৭।

— , — , No. 9-10, ১১৭-১১৮।

॥ যুগান্তরের সূচনা ঃ বিষয়ের বয়স ছত্রিশ ॥

ডঃ ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী

(গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

সুকান্ত বলেছেন—

আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটার যার তুফান
• • • •
এ বয়সে তাই নেই কোন সংশয়
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।

অঙ্কের হিসাবে আঠারো দুদুণে ছত্রিশ। কিন্তু আঠারো বছর বয়সের গুণ দুগুণ হয়ে ছত্রিশে যতটা না। আঠারো বছরের উদ্দামতা, রক্তচঞ্চলা, প্রাণশক্তি ছত্রিশে এসে অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়ে। মানুষের জীবনে এ এক ধ্রুব সত্য। কিন্তু কোন বিষয়ের জীবনে এ হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের মতো বিষয়ের প্রাণশক্তি নুয়ে স্থবির হয়ে পড়ে না। বরং আরও প্রাণচঞ্চল, আরও পরিশীলিত হয়। মানুষ আর বিষয়ের জীবনে এ এক পরিক্রমণ প্রভেদ। এই প্রভেদ আছে বলেই কবি আঠারোর জয়গান করেছেন। কামনা করেছেন আঠারো নেমে আসুক জাতির জীবনে। স্তিমিত ছত্রিশকে চান নি।

তবু ছত্রিশ আসে কালের অমোঘ নিয়মে, যেমন এসেছে ৮১ সালে তথ্য বিজ্ঞানের (Information Science) জীবনে।

কোন বিষয়ের জন্মকোষ্ঠীর হদিশ সচরাচর পাওয়া যায় না। কোথায়, কোন মুহূর্তে এর জন্ম, কেই বা এর জনক? —এ সব প্রশ্নের উত্তর সহজে মেলে না। আবার মিললেও তা নিয়ে তর্ক, সংশয়ের শেষ থাকেনা। এসব ক্ষেত্রে অনেকটা আমেরিকান ডকুমেন্টেশনকে (American Documentation) নির্ভর করে বলা যায় (১)—তথ্য বিজ্ঞানের জন্ম ১৯৪৩ সালে, জন্মভূমি আমেরিকা আর জনক ডঃ ভ্যানেবার বুশ। এই জন্ম কোন সেমিনারে বা সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষিত হয় নি। প্রথমদিনের শুভ শঙ্খ বেজে উঠেছিল আটলান্টিক (Atlantic) পত্রিকার পাতায় (২)। আট পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধের ছত্রে ছত্রে বুশ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তথ্য সংগ্রহ, সংগঠন আর পরিবেশনের রূপরেখা নিয়ে। এ ব্যাপারে কম্পিউটার ও টেলিগ্রাফী কি ব্যাপক প্রভা। বিস্তার করবে তাঁরিশ বছর আগে তার ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। বুশের কল্পনার মেমেক্স সিস্টেম (Memex System) আজ বাস্তবে রূপ পেয়েছে পরিবর্তিত কম্পিউটার সিস্টেমে। (Computer System)। তথ্য পরিবেশনে কম্পিউটার আর টেলিগ্রাফীর ভূমিকা ইত্যাদি, অর্থাৎ আজকের তথ্য বিজ্ঞানের প্রায় সব দিকেই তিনি আলোকপাত করেছিলেন। বুশ কিন্তু এই নবজাতকের নামকরণ করেন নি। তবু অজ্ঞেয় নিশ্চিত ধ্বনিত হয়েছিল—

এই নব জাতকের
এই চিরজীবিতের।

পরিভাষা ও নামকরণ ঃ

দীর্ঘ বিবর্তনের পর তথ্য বিজ্ঞান এক নির্দিষ্ট রূপরেখা পেয়েছে। এই বিবর্তনের সাথে সাথে বিষয়ের নামেরও পরিবর্তন হয়েছে (৩)। প্রথম নাম ডকুমেন্টেশন (Documentation)। এই শতাব্দীর তিরিশের দশকের প্রথমেই যখন ইনটারন্যাশনাল

ইনস্টিটিউট অব্ বিবলিওগ্রাফী (IIB) ইনটারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্ ডকুমেন্টেশনে (IID) রূপান্তরিত হল, তখনই ডকুমেন্টেশন শব্দটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা পেল। কিন্তু এখনও ডকুমেন্টেশনের বিষয় পরিধি বর্তমানের মত এত ব্যাপক ও নির্দিষ্ট হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই শব্দটি আরও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। ইউনেস্কো (UNESCO) তার একটি কমিটির নামকরণ করলেন, Division of Documentation, Bibliotheques et Archive (DBA)। ইউনেস্কোর সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশে তথ্যবিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে যে সব জাতীয় সংস্থা গড়ে উঠল তাদের নামকরণ হল—ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টার (INSDOC), পাকিস্তান ন্যাশনাল সাইন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টার (PANSDOC), ইরানীয়ান ডকুমেন্টেশন সেন্টার (IRANDOC), ইত্যাদি। এরা জাতীয় স্তরে ডকুমেন্টেশনের কাজকর্মের ভারপ্রাপ্ত সংস্থা। ইনফরমেশন রিট্রিভাল (Information Retrieval) এবং ইনফরমেশন স্টোরেজ রিট্রিভাল (Information Storage Retrieval) নাম দুটিও কিছুদিন চললেও পরে এদের জনপ্রিয়তা চলে গিয়েছে। ইনফরমেশন সায়েন্স (Information Science) আর ইনফরমেটিকস্ (Informatics) শব্দ দুটির প্রচলন অনেক বেশী। প্রথম শব্দটির প্রতিষ্ঠা পশ্চিমী দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টির রাশিয়ায় ও তার মিত্র দেশগুলিতে। ১৯৬৬ সালে অ্যানুয়াল রিভিউ অব্ ইনফরমেশন সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজিতে (ARIST) এসে ইনফরমেশন সায়েন্স স্বীকৃত হল আমেরিকায়। ১৯৬৮ সালে আমেরিকান ডকুমেন্টেশন ইনস্টিটিউট (ADI) নাম পরিবর্তন করে আমেরিকান সোসাইটি অব্ ইনফরমেশন সায়েন্সে (ASIS) রূপান্তরিত হল এবং ১৯৭০ সালে তাদের মুখপত্র আমেরিকান ডকুমেন্টেশনের (American Documentation) নব নামকরণ হল জার্নাল অব্ আমেরিকান সোসাইটি অব্ ইনফরমেশন সায়েন্স (JASIS)—এলে ইনফরমেশন সায়েন্স প্রতিষ্ঠিত হল শেষতরে। মাঝে সায়েন্স ইনফরমেশন ওয়ার্ক (Science Information Work) নামটি চালু করার চেষ্টা হলেও ব্যাপক স্বীকৃতি মেলে নি। ঘটনা পরম্পরা আমেরিকার যেমন ডকুমেন্টেশন নিষ্প্রভ হয়ে ইনফরমেশন সায়েন্সে এসে ঠেকেছে, তেমনি রাশিয়াতেও একই ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এখানেও ডকুমেন্টেশন শব্দটি বর্জিত হল, তবে তার বদলে ইনফরমেশন সায়েন্স এল না, এল ইনফরমেটিকস্ (Informatics)। মিখাইলভ্ (Mikhailov), চারণী (Chernyi) এবং গিলারেভস্কি (Gilyarevskii) (৪) প্রথমে এই নতুন নামকরণের পরামর্শ দেন। তাঁদের বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁরা অধ্যাপক ডর্ফমানের (Dorfmann) মতেরও সাহায্য নিয়েছেন। ডর্ফমান ঐ তিন লেখকের লেখা 'Fundamentals of Scientific Information' বইটির সমালোচনা কালে ইনফরমেটিকসের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। অন্যান্য শব্দ যেমন ডকুমেন্টেশন (Documentation), ডকুমেন্টালিস্টিকস্ (Documentalictics), ইনফরমেশন সায়েন্সকে (Information Science) করেছেন অযৌক্তিক। ইনফরমেটিকস্ নামকরণের প্রবক্তারা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ ডকুমেন্টেশনের (FID) নাম নিয়ে বিশেষ প্রশ্ন তোলেন নি। তবে গিলারেভস্কি একবার ইনফরমেটিকস্ শব্দটি যোগ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। FID এর তরফ থেকে মিখাইলভ্ ও গিলারেভস্কির লেখা বই এর নাম 'Guide for an introductory course on Informatics/Documentation'। বইটির নাম থেকেই বোঝা যায় ডকুমেন্টেশন থেকে ইনফরমেটিকসে বিবর্তন তখনো শেষ হয় নি। লেখকদের মনে দ্বিধা ছিল বলেই দুটো শব্দই শিরোনামে স্থান পেয়েছে। কিন্তু এই দ্বিধা ছিল ক্ষণস্থায়ী। ভিনিটির (VINITI)

অ্যাবস্ট্রাকটিং পত্রিকা (Abstracting journal) রেফারেটিভনি জুরনালের (Referativnyi Zhurnal) বিশেষ খণ্ডের নামকরণ হয়েছে Informatiki। রাশিয়ায় ইনফরমেটিক্স শব্দের স্বীকৃতির প্রশ্ন প্রথমে পূর্ব জার্মানীতে। পূর্ব জার্মানীর ZIID-Zeitschrift পত্রিকার নব নামকরণ হয়েছে Informatik। মিখাইলভ, চারনী ও গিলারেভস্কির লেখা 'Osnovy Informatiki' বইটির পূর্ব জার্মান অনুবাদের নাম হয়েছে 'Grundlagen der Informatik'। কিন্তু মজার কথা, ঐ একই বই এর পশ্চিম জার্মান অনুবাদও বেরিয়েছে—তার নাম দেওয়া হয়েছে 'Grundlagen der wissenschaftlichen Documentation and Information'। Informatik শব্দটি এই বইতে নেই। মনে হয়, এই পার্থক্যের পিছনে বুদ্ধির চেয়ে রাজনৈতিক প্রভাব বেশী। ইনফরমেশন সায়ান্স বা ইনফরমেটিক্স যা-ই হোক না কেন, ডকুমেন্টেশন শব্দটির প্রচলন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখেই ইউনেস্কো তার অনাবর্ত মুখপত্র 'Unesco Bulletin for Libraries'—নব সংস্করণ করেছেন 'Unesco Journal of Information Science, Librarianship and Archive Administration'।

ভারতীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে যে কটি ডকুমেন্টেশন শব্দটির প্রভাব ছিল বেশী। আর তা প্রতিফলিত হয়েছে ইনসডক (INSDOC), ডকুমেন্টেশন রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার (DRTC) প্রভৃতি সংস্থার নামকরণ। কিন্তু বিগত দশক থেকেই ইনফরমেশন সায়ান্স শব্দটি এসেসে স্থান করে নিয়েছে। ইনসডক তার ট্রেনিং কোর্সে এখন আর 'Associateship in Documentation and Reprography' ডিগ্রি দিচ্ছে না, দিচ্ছে 'Associateship in Information Science'। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিকল্প নামকরণের প্রবণতা ডিগ্রির সাথে ইনফরমেশন সায়ান্স যুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য বিজ্ঞান :

তথ্যবিজ্ঞানের সাথে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর বাঁড়িয়ার আছে। দুটি বিষয় আজ একাকার হয়ে গিয়েছে কিনা, বা আজও দুয়ের মধ্যে এক সীমারেখা টানা সম্ভব কিনা পণ্ডিতেরা এ নিয়েও একমত নন। এ বিষয়ে লুসেফের তিনটি সম্ভাব্য চিত্র খাড়া করেছেন (৬)। প্রথম মত অনুযায়ী দুটি বিষয় পৃথকভাবে নিজস্ব পরিসরে বর্তমান (Juxtaposition)। দ্বিতীয় মত অনুযায়ী তথ্যবিজ্ঞান গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেরই এক শাখা (Infraposition)। আর তৃতীয় মত অনুযায়ী গ্রন্থাগার বিজ্ঞান তথ্য বিজ্ঞানের এক অংশ মাত্র (Supraposion)। এ তর্কের শেষ নেই। তবু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্যবিজ্ঞান নিবিড় সম্পর্কযুক্ত। আর এ সম্পর্কে যুক্তির সম্পর্কে বাঁধা কোন পথকা সুতোর বন্ধনে নয়।

বিষয় বিস্তৃতি :

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাবেকী অংশ যেমন গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography), বর্গীকরণ (Classification), পরিচালনা (Administration) ইত্যাদির সাথে বর্তমানে আরও অনেক তত্ত্ব ও তথ্য নানা বিষয়ের থেকে এসে যুক্ত হয়েছে। আজকের বিবলিওমেট্রিতে (Bibliometry) গণিতের প্রভাব স্পষ্ট। সূচীকরণে (Indexing) ভাষাতত্ত্বের প্রভাব নজরে পড়ে। বর্গীকরণে হয়েছে বর্গনের ছায়া। পাঠক সম্পর্কে সমীক্ষা (User Studies), তথ্য সংগ্রহে পাঠকের জিজ্ঞাসা বা চাহিদার ভাবনা ও তার ক্রমপর্যায় (User approach for Information)—এ সবও আজ তথ্যবিজ্ঞানের বিষয়। কিন্তু এ বিষয় এসেছে মনস্তত্ত্ব থেকে। তা ছাড়া অন্য কয়েকটি বিষয়ের পরীক্ষিত সূত্রও তথ্যবিজ্ঞানে প্রয়োগ করা হয়েছে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধজীবন সূত্র (Half life)

পদার্থ বিজ্ঞান থেকে নিয়ে এসে প্রয়োগ করা হয়েছে তথ্য বিজ্ঞানে। আজ এই সূত্রে নির্দেশিত হচ্ছে বিজ্ঞান পত্রিকার অর্ধজীবন (Half life)। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংক্রামকবাদ (Epidemic theory) প্রযুক্ত হয়েছে তথ্যবিজ্ঞানে। তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রতীকী তর্কশাস্ত্রের (Symbolic logic) প্রয়োগ ঘটেছে। Bradford এর বিচ্ছুরণ সূত্র (Law of Scattering) অনেকটাই গণিত নির্ভর। এ ছাড়া সরাসরি এসেছে অনুবাদ বিদ্যা (Translation), রেট্রোস্পাকটী, কম্পিউটার, টেকনিক্যাল রাইটিং।

স্মরণীয় নামের মিছিলে :

বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্ব ও তথ্য নিয়ে তথ্যবিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে। সুতরাং মূলতঃ তথ্যবিজ্ঞানী ছাড়াও অনেকেই যে তথ্যবিজ্ঞানে আগ্রহ দেখিয়েছেন বা নানাভাবে তথ্যবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন এতে অবাক হবার কিছু নেই।

আজকের তথ্যবিজ্ঞানে যেসব প্রসঙ্গ যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে—থেসারাস (Thesaurus) তাদেরই অন্যতম। আজকের বিভিন্ন ইনফরমেশন সিস্টেম (Information system) থেসারাসকে বাদ দেবার কথা ভাবতেই পারে না। অথচ TEST (Thesaurus of Engineering and Scientific Terms) INIS (International Nuclear Information System) —প্রভৃতি নামের, বিভিন্ন আকৃতির (outer form) থেসারাসদের পিছনে তাকালে দেখা যাবে আদিপুরুষ একই—সেই পিটার মার্ক রজেট এবং তাঁর থেসারাস। একথা অস্বীকার করা যায় না যে রজেটের থেসারাস আর আজকের থেসারাসের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট এবং তা হয়েছে দীর্ঘ বিবর্তনের মাধ্যমে। তবু বিজ্ঞানে রজেট যে অভিনব শব্দ সংকলন সৃষ্টি করেছিলেন তার ফল যে এরূপ সুদূরপ্রসারী হবে একথা হয়ত অনেকেই তখন ভাবেন নি।

মহাকাশ বিজ্ঞানের চর্চায় আমেরিকাকে হারিয়ে দিয়ে যখন প্রথম রাশিয়ান স্পুটনিক মহাকাশে পৌঁছে গেল, তখন সারা আমেরিকা জুড়ে, বিশেষতঃ বিজ্ঞানী মহলে, শুরু হয়ে গেল হৈ চৈ। শুরু হল আত্মান্বেষণ—কেন তারা পিছিয়ে পড়ল, আমেরিকার বিজ্ঞান চর্চার ঘাটতি কোথায়? এই আত্মান্বেষণে বসল কমিটি। তৈরী হল রিপোর্ট। আর এই রিপোর্টের কারিগর ওয়াইনবার্গ (Weinberg) (৬)। তাঁর রিপোর্টে হয়ত আমেরিকার বিজ্ঞান চর্চা নতুন পথনির্দেশ পেয়েছে, কিন্তু আমাদের আগ্রহ অন্যত্র। তথ্য পরিবহণ পারম্পর্যে (Information Transfer Chain)—তত্ত্বের সৃষ্টি, বিজ্ঞান পত্রিকায় তার প্রকাশ, গ্রন্থাগারে সেই তত্ত্বের জন্ম—স্রষ্টা ও সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়গুলি (৭) সমৃদ্ধ করেছেন, যাতে উপকৃত হয়েছেন তাবৎ দুনিয়ার তথ্যবিজ্ঞানীরা।

শুধু তথ্য নিয়েই তো তথ্যবিজ্ঞান নয়। তথ্য যাঁরা সৃষ্টি করেন, আর তত্ত্ব যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁরাও সমানভাবে জড়িত। কি মানসিকতায় তথ্য সৃষ্টি হয়, কি পদ্ধতিতে বিভিন্ন মাধ্যম দিয়ে সেই তথ্য ছড়িয়ে পড়ে এবং কি মানসিকতায় তথ্য ব্যবহৃত হয় এবং কিভাবে—এও তথ্যবিজ্ঞানের এক্তিয়ারে। বস্তুতঃ এই দৃষ্টিকোণ মনোবিজ্ঞানের চর্চার বিষয় (৮)। সেজন্য কিছু মনোবিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণা জ্ঞান-চর্চার সাথে সাথে নিজেদের অজান্তেই তথ্যবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদেরই একজন গার্ডে এবং ক্রিকিন্স (৯)। বিভিন্ন পাঠক নিরীক্ষার (under survey) মাধ্যমে তথ্যবিজ্ঞান চর্চার এক নতুন দিককে আলোকিত করেছেন।

মূলতঃ রাজনীতিজ্ঞ এবং প্রশাসক লর্ড মাউন্টব্যাটেন বাস্তব রাজনৈতিক জীবনের ব্যস্ততম সময় থেকে তথ্য বিশ্লেষণের সমস্যার কথা বলেছেন (১০)। এই সমস্যার প্রতিবিধানে SDI কি ভূমিকা পালন করতে পারে, user profile গঠনের পদ্ধতি এবং তাতে থেসারাসের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ের যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তা অনেকেরই বিষয়ের জ্ঞান

হতে পারে। কিন্তু আমরা অবাক হব না, কেন না, তথ্যবিজ্ঞান এমনি করেই সমৃদ্ধ হয়েছে নানা বিষয়-বিশারদদের কাছ থেকে।

এ মাসের মিছিলে আরও যেসব নাম ভিড় করবে তাঁদেরই কয়েকজন হলেন—পল অটলেট, জে. ডি. বার্নাল, ভি গোলা প্রাইস্ আর হেনরি পিটার লুন।

যে প্রযুক্তিবিদ্যার হাতে তথ্যবিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে তার মধ্যে কম্পিউটার রেডিয়োগ্রাফী, দূরসংযোজন (Telecommunication) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কম্পিউটারের স্মৃতিতে (Memory) যেমন অসংখ্য তথ্য জমিয়ে রাখা যায় তেমনি দ্রুত তথ্য অনুসন্ধান ও পরিবেশনও সম্ভব। কম্পিউটারের এইসব কৌশলকে কাজে লাগিয়ে শুধু যে ইনফরমেশন সিস্টেম্স্ গড়ে উঠেছে তাই নয়, দ্রুত গতিতে সূচীকরণের কাজেও কম্পিউটারকে লাগানো হচ্ছে। প্রান্তিক (Terminal) যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনেক দূর থেকেও কম্পিউটারের ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহও নতুন এক সম্ভাবনার দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

সাম্প্রতিক অতীতের এই ইস্যু, প্রবণতা, অনুসন্ধান সেবা প্রভৃতির সাথে আরও নতুন নতুন সেবারও চলন হয়েছে। তার মধ্যে CAS (Current Awareness Service), SDI (Selective Dissemination of Information), Abstracting, Indexing, State-of-arts (Trend reports), Data Service, ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। Data Bank, তথ্যবিশ্লেষণ কেন্দ্র (Information Analysis Centre) তথ্যবিজ্ঞানের এক বিশেষ দিক। এই সব বিভিন্ন ধরণের সেবা তথ্যবিজ্ঞানকে সমাজে স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা এনে দিয়েছে। এই স্বীকৃতি এসেছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে FID ছাড়াও ইউনেস্কোর সক্রিয় অংশ গ্রহণে, জাতীয়ক্ষেত্রে (ভারতের) NISSAT এর (National Information System in Science and Technology) পরিকল্পনায়, ১৯৫৮ সালে লন্ডনে রয়াল সোসাইটির কনফারেন্স, ১৯৫৯ সালের ওয়াশিংটন কনফারেন্স সেই সব সামাজিক স্বীকৃতির চিহ্ন বহন করে।

তথ্যবিস্ফোরণের সমস্যাকে কেন্দ্র করে যে তথ্য বিজ্ঞানের জন্ম সেই তথ্যবিজ্ঞানও কিন্তু বসে থাকে নি। প্রাথমিক (Primary) পত্রিকা ছাড়াও এই বিজ্ঞানে মাধ্যমিক (Secondary) যেমন Abstracting, Indexing এর পত্রিকা এবং উচ্চতর মাধ্যমিক (Tertiary) যেমন উৎস নির্দেশের (Source Guide) পত্রিকার সমানে বেড়ে চলেছে। তত্ত্ব ও তথ্য আরও পরিশীলিত হচ্ছে। তথ্যবিজ্ঞান হচ্ছে আরও সমৃদ্ধ। কোন 'বিষয়ের' জীবন ছত্রিশটি বছর এই বিপুলা পৃথিবীতে নিতান্তই কালের তুলনায় খুবই নগণ্য। অনাগত ভবিষ্যতে তথ্যবিজ্ঞান একদিন অসীমের আঁচলের নীচে স্ফীত সমুদ্রের মতো আনন্দের কোলাহলে মুখরিত মৈকতে উথলে উঠবে। নিঃসন্দেহে ওয়াল্ডো লাওর-সে এক্ষেত্রে যথেষ্ট মনের পৃথিবী হানা দিয়ে সে একদিন আমাদের স্মরণীয় লগ্নক আনবেই।

নির্দেশিকা :

(১) Donohue, J. C. & Karioth, N. E. : Coming of Age in Academe—Information Science at 21. Ann. Doc. 1966 17 (3), 117.

(২) Bush, V : As we may think. The Atlantic, July 1945, 101-108.

(৩) Guha, B : Documentation and information services. Calcutta, world Press, 1978, 11-14.

(৪) Foskett, D. J. ; Progress in Documentation ; Informatics. J. Doc. 1970. 26 (4), 340-342.

(৫) Loosjes, T. P. On documentation of scientific literature. 2nd ed. London. 1973, 2-3.

(৬) Rajan, T. N.: From Weinberg to SATCOM. Ann. Lib. Sc. Doc. 1970. 17 (3-4), 124-132.

(৭) Balarama: Responsibilities of author, editor···, Ann. Lib. Sc. Doc. 1967 14 (4), 187-194.

(৮) Darley, J. G.: Information Exchange Problems in Psychology. Proceedings of the 1965 Congress. FID. 1966. 179-183.

(৯) Garvey, W. D. & Griffith. B. C.: Scientific communication as a social system. Science. 1966. 157 1011-16.

(১০) Earl Mountbatten of Burma: Controlling the Information Explosion. Radio & Electronic Engineer. April 1966. 195-208.

এই প্রবন্ধে পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন কোন স্থলে বিদেশী শব্দকে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে স্বীকরণ করা উচিত মনে করে বিদেশী শব্দকেই অধিকাংশ ব্যবহার করা হয়েছে।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশের নিমিত্ত প্রেরিত যে কোন সংবাদ সংক্ষিপ্তাকারে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংবাদটি সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাতে হবে।

সম্পাদক

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩১, সংখ্যা ২ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৮

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সংবাদপত্র

গ্রন্থাগার আন্দোলন একটি সামাজিক আন্দোলন। আপামর জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানোন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ সচেতন সুস্থ নাগরিক গড়ে তোলাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এই ধরণের একটি ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন শুধুমাত্র বেতনভুক কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত হতে পারেনা। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী, সংগঠক, কর্মী, বৃহত্তর জনসমাজ এবং রাষ্ট্র শক্তি এরা সকলেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সক্রিয় শরিক হলেই তবে তা সার্থক গ্রন্থাগার আন্দোলনে রূপায়িত হবে। আমাদের দেশে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি (তাদের পরিসেবার ক্ষেত্র যতই সীমিত হোক না কেন) গড়ে তোলার পেছনে আছে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের অপরিসীম নিষ্ঠা ও ত্যাগ। প্রধানত তাদের উদ্যোগেই আধুনিক ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অবিভক্ত বঙ্গদেশে এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের একটি ব্যাপক গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুসংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনকালে বিদেশী শাসকবৃন্দ স্বাভাবিক কারণেই এই ধরণের একটি সামাজিক আন্দোলনকে কখনই সুনজরে দেখেনি। ঐ সময়ে গ্রন্থাগার সংগঠক, কর্মী ও জনসাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্যোগের মাধ্যমে সীমিত ক্ষমতার মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম তিন দশকে (১৯৪৭-১৯৭৭) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের ভূমিকার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হলেও তা মোটেও আশানুরূপ নয়। পরিসংখ্যার দিক দিয়ে সরকারী উদ্যোগে কিছু নতুন গ্রন্থাগার স্থাপিত হলেও গ্রন্থাগারগুলির চরম আর্থিক দুর্গতি, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অভাব, রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ব্যয়বরাদ্দ এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষম বিকাশে অনীহা, গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ে পক্ষপাত, গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রতি চরম উদাসীন মনোভাব—এই সবই ছিল বিগত তিরিশ বছরে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে তৎকালীন সরকারের মনোভাব।

চার বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই অবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন আসে। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার

সমৃদ্ধতি ও সম্প্রসারণে যাদবপুর সরকারের এই প্রগতিশীল ভূমিকা সাধারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন (১৯৭৯), গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য রাজ্য বাজেটে বিপুল পরিমাণ অর্থ বৃদ্ধি (সর্বশেষ রাজ্য বাজেটে নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ছাড়াও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ) সরকার নিয়ন্ত্রিত, সরকার পোষিত (গ্রন্থাগার) ও বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য বিপুল পরিমাণ অনুদান বৃদ্ধি, গ্রামে ও শহরে ৪ বছরে ১৬৮৯টি সরকার পোষিত গ্রন্থাগার প্রবর্তনের পরিকল্পনা অনুমোদন, জেলা ও রাজ্যস্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার গ্রন্থাগার কর্মী ও আধিকারিকের অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি, বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে বিপুল অনুদান প্রদান, বহুমুখী কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে। এক কথায় আজকের পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে গ্রন্থাগার সংগঠক, কর্মী ও ব্যবহারকারীদের সঙ্গে রাজ্য সরকারও প্রবল শক্তি।

অবিভক্ত বাংলা এবং বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রচারে এই রাজ্যের সংবাদপত্রগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না থাকলেও কিছু ভূমিকা ছিল। এক দশক আগেও সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্য তারা প্রকাশ করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বিগত চার বছরে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার জগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমৃদ্ধতি ও সম্প্রসারণে যে ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তার কোন প্রতিফলন আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সংবাদ-পত্রগুলির মধ্যে দেখতে পাইনা, অন্যদিকে সম্প্রতি কয়েকটি সংবাদপত্রে এই গ্রন্থাগার উন্নয়নের সাম্প্রতিক কর্মসূচী সম্পর্কে কিছু অসত্য ও অসম্পূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কিছুদিন আগে স্টেটসম্যান পত্রিকার সংবাদদাতা লিখলেন যে রাজ্য সরকার প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকায় রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষিত। সম্ভবত সংবাদদাতা পরিপূর্ণ চিত্র পাননি। রাজ্য সরকার রবীন্দ্র রচনাবলী যাতে প্রতিটি গ্রন্থাগারে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাখা হয় সে উদ্দেশ্যে সদ্য প্রকাশিত উক্ত রচনাবলীর একটি বিরাট অংশ গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে আবেদন পত্র চেয়েছেন। অথচ স্টেটসম্যান পত্রিকার সংবাদদাতা হয়ত জানেন না যে রাজ্য সরকার দশ সংস্রের অধিক বাংলা ক্লাসিক গ্রন্থের এক তালিকা প্রকাশ করেছেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ লিখিত এবং রবীন্দ্রনাথের উপর লিখিত বিভিন্ন ক্লাসিক গ্রন্থের তালিকা আছে। গ্রন্থ নির্বাচনের সহায়তার জন্য রাজ্য সরকার এই গ্রন্থ তালিকা প্রকাশ করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষিত এই প্রশ্ন কেন উঠছে? প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশের অধিকাংশ সাধারণ গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, সকল প্রমুখ স্বরেণ্য সাহিত্যিকদের অধিকাংশ রচনাই আছে এবং এদের রচনা সংগ্রহ করা কারো সুপারিশের উপর নির্ভরশীল নয়। কিছুদিন আগে আনন্দবাজার পত্রিকা 'পাবলিক গ্রন্থাগার গ্রহণে অনীহা' শিরোনামা দিয়ে একটি সংবাদ পরিবেশন করলেন। এই শিরোনামটি নিতান্তই ভ্রান্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে ১৬৮৯টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার কর্মসূচী নিয়েছেন। তার মধ্যে কলিকাতা মহানগরীতে ১০০টি ওয়ার্ডে ১১৫টি গ্রন্থাগার হবে। বাদবাকী গ্রন্থাগারগুলি হবে অন্যান্য জেলায়। কলিকাতার ১১৫টি গ্রন্থাগারের মধ্যে ইতিমধ্যে ৫৪টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্যগুলিও প্রতিষ্ঠার পথে। একথা ঠিক যে কলিকাতার কিছু প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষের মধ্যে পাবলিক গ্রন্থাগার হওয়া সম্পর্কে প্রারম্ভে কিছু দোদুল্যমানতা ছিল। কিন্তু বর্তমানে

সেই অবস্থা ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে। অন্যান্য জেলার (যেখানে ১৫৭৫টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে) চিত্রটি অনারূপ। এক একটি জেলায় যে পরিমাণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে তার দ্বিগুণ বা তিনগুণ আবেদন পত্র এসেছে। সুতরাং কোলকাতার ক্ষেত্রে যা হয়ত আংশিক সত্য, তাকে সারা পশ্চিমবাংলার সামগ্রিক চিত্ররূপে তুলে ধরলে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা হয় না। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বিস্মিত ও কিছু পরিমাণে ক্ষুব্ধ করেছে 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রতিবেদনটি। তাতে যে সুরটি ফুটে উঠেছে তা হল অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে যে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা বলা হল তা কাগজে, রাজ্য সরকার টাকা পয়সা দেয়নি, কোথাও কিছু হয়নি। কোথা থেকে তারা এই সব তথ্য সংগ্রহ করলেন তা আমরা জানিনা। বাস্তব ঘটনা ঠিক উল্টো। সব জেলায় সরকারী অনুদান গেছে। কিছু জেলায় এই রূপায়ণ বেশ ভাল, কোথাও বা কিছুটা মন্থর। অনেকগুলি জেলায় গ্রন্থাগারগুলির কাছে এই টাকাও চলে গেছে। এটা ঠিক এই পরিকল্পনা যতটা দ্রুত রূপায়ণ হওয়া কাম্য তা হয়েনা। দ্রুত রূপায়ণের পথে বাধা কোথায় এবং তা কি ভাবে দূর করা যায় সে সম্পর্কে তথ্যনিষ্ঠ পর্যালোচনা নিশ্চয়ই কাম্য। কিন্তু যদি সাফল্যগুলিকেও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা হয় তবে তা হবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং বিভ্রান্তিকর। সংবাদপত্রের কর্মী ও পরিচালকবর্গের কাছে আমাদের আবেদন পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনে আপনারাও শরিক হোন। একদিকে যেমন এই আন্দোলনের সম্ভাবনা ও সাফল্যের দিকগুলি তুলে ধরুন অন্যদিকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যনির্ভর পর্যালোচনার মাধ্যমে এর ত্রুটি বা দুর্বলতার দিক যদি কিছু থাকে সে সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

৩৭তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

প্রতিনিধি তালিকা। সংশোধন ও সংযোজন

ভুল সংশোধন

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অলোক কুমার দাস (হাওড়া)	অশোক কুমার দাস

সংযোজন

মদনগোপাল সাহা (কুচবিহার)

বিজ্ঞাপনের ত্রুটি সংশোধন

টমাস হার্ডি উপন্যাস সংগ্রহ-এর প্রকাশকের
সঠিক ঠিকানা :—

স্কাইলার্ক পাবলিকেশনস

১১/৬২, আচার্য্য পল্লী
নরেন্দ্রপুর, ২৪-পরগণা।

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পিছে ঝাঁপানো বই :
ডাঃ প্রশান্ত রায়ের

বাঙ্গালী চরিত

অজস্র কার্টুন-চিত্রে শোভিত হাস্য-ব্যঙ্গ-রসে ভরা। হাসতে হাসতে ও রস রসের আবরণে রিঙ্গ, নিয়ন, বাউন্সে বাঙ্গালী জাতির নিরুপম প্রতিচ্ছবি। নিখুঁত অভিনবত্ব মালিকের আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ। দামী আর্টপেপারে ঝকঝকে ছাপা, মজবুত বোর্ড-বাঁধাই। দাম—দশ টাকা। ডাকমাশুল ফ্রি।

প্রতিটি বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য, নিত্যপাঠ্য, চিরপাঠ্য 'জাদরত' গ্রন্থ।
বুক হোম : ৩২ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

• Stationery
• Furniture
• Printing
• General Order
Suppliers

Phones :
35-8708
35-4100

Gutenbergs

Specialists in Library equipment

20 Ramakrishna Mitra Sarani (Byron Khan Lane) Calcutta-700 009

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষা

বিমলকান্তি সেন

(ইন্‌সডক, নিউদিল্লী)

গ্রন্থাগার (১৩৮০, বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪) শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীদণ্ডিং কৃষ্ণ বিত্তের চিঠিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বাংলা পরিভাষা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা রয়েছে। পত্রলেখক catalogue, cataloguing এবং indexingএর বাংলা প্রতিশব্দ (equivalent) নিয়ে আলোচনা করেছেন। শব্দার্থের দিক থেকে list শব্দটিও এই শব্দগুলোর নিকটবর্তী। তাই catalogue, index এবং list এই শব্দত্রয় নিয়েই আলোচনা করছি। বিভিন্ন অভিধানে শব্দগুলোর বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যাচ্ছে নিম্নরূপ :—

	আশুতোষ দেবের অভিধান (১)	সংসদ অভিধান (২)	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান (৩)
Catalogue (n)	তালিকা	তালিকা	গ্রন্থতালিকা
Catalogue (v)	তালিকা প্রস্তুত করা বর্ণ করা তালিকাভুক্ত করা	তালিকা প্রস্তুত করা তালিকাভুক্ত করা	—
Index (n)	সূচীপত্র	অনুক্রমণী গ্রন্থের বিষয়সূচি	সূচীপত্র
Index (v)	সূচীপত্রভুক্ত করা সূচীপত্রে নির্দিষ্ট করা	গ্রন্থাদির সূচী দেওয়া বা সূচীভুক্ত করা	—
List (n)	তালিকা, বর্ণ	তালিকা, বর্ণ	—
List (v)	তালিকাভুক্ত করা	তালিকাভুক্ত করা	—

(১) Dev, Ashutosh. Students' favourite dictionary—English to Bengali and English. 24th ed. 1970.

(২) Biswas, Sailendra Nath. Samsad English—Bengali dictionary.

(৩) মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লকুমার। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান।

বাংলাদেশে আশুতোষ দেব এবং সংসদের অভিধান দুটিই বহুল প্রচলিত, তাই বাংলাদেশের লেখক catalogueএর প্রতিশব্দ 'তালিকা' ব্যবহার করবেন, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে catalogue এবং list দুটি ভিন্ন ধারণার দ্যোতক। উপরের তালিকা থেকে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে শব্দদুটির অর্থে যে পার্থক্য আছে তা অভিধানীদের জানা নেই, তাই তাদের কাছে catalogue এবং list একার্থবোধক। Contents বা Table of Contents র বাংলা সূচীপত্র। আবার আশুতোষ দেবের অভিধানে indexএর বাংলাও সূচীপত্র। এ কয়েকটি উদাহরণ থেকেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষার (Terminology) ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিদ্যমান তা সহজেই বোধগম্য।

বিশৃঙ্খলা এড়াবার জন্য উপরোক্ত শব্দদুয়ের বাংলা কী হওয়া উচিত, সে নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিছু লেখক catalogueএর বাংলা হিসেবে 'সূচী' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। আমার মনে হয় এ শব্দটি চলতে পারে। Catalogueএর বাংলা সূচী ধরে নিয়ে এর বিভিন্ন প্রকারভেদের বাংলা করা যেতে পারে নিম্নরূপ।

Catalogue (n)—সূচী

Catalogue (v)—সূচী প্রস্তুত করা, সূচী তৈরী করা

Catalogued—সূচীকৃত

Cataloguer—সূচীকার

Cataloguing—সূচীকরণ

Table of Contents বা Contentsএর বাংলা হিসাবে 'সূচীপত্র' বহুকাল থেকেই প্রচলিত। এর পরিবর্তনের কোনও আবশ্যকতা নেই। Indexএর প্রতিশব্দ হিসাবে সূচীপত্র শব্দটির ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

Listএর প্রতিশব্দ হিসাবে তালিকা এবং বর্ণ শব্দদ্বয় সুপ্রচলিত। এই দুশব্দের কোনমতে Listএর প্রতিশব্দ হিসাবেই ব্যবহৃত হলে ভালো হয়। Listএর অন্যান্য প্রকারভেদের নিম্নরূপ প্রতিশব্দ চলতে পারে।

List (v)—তালিকাভুক্ত করা

Listed—তালিকাভুক্ত

Listing—তালিকাভুক্তকরণ, তালিকাভুক্তি

Indexএর বাংলা কী হবে, এবার তা নিয়ে বিচার করা যেতে পারে। এর বাংলা 'সূচীপত্র' করা যাবেনা, কারণ সূচীপত্র Contents বা Table of Contentsএর বাংলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত 'সরকারী কাজে ব্যবহৃত পরিভাষা' ২য় খণ্ডকে (১৯৪৯) indexএর বাংলা দেওয়া আছে অনুক্রমণী। সংসদেও তাই আছে। কোনও কোনও হিন্দি অভিধানেও indexএর প্রতিশব্দ দেওয়া আছে অনুক্রমণী। অনুক্রমণীকে ভিত্তি করে indexএর বিভিন্ন প্রকারভেদের বাংলা করা যায় নিম্নরূপ।

Index (n)—অনুক্রমণী

Index (v)—অনুক্রমণী তৈরী বা প্রস্তুত করা

Indexed—অনুক্রমিত

Indexer—অনুক্রমক

Indexing—অনুক্রমণ

Indexing periodical—অনুক্রমণ পত্রিকা

নির্ঘণ্ট শব্দটিও indexএর প্রতিশব্দ। কোনও কোনও লেখার এ শব্দটির আমি ব্যবহার করেছি। নির্ঘণ্টকে ভিত্তি করে indexএর বিভিন্ন প্রকারভেদের বাংলা করা যেতে পারে নিম্নরূপ।

Index (n)—নির্ঘণ্ট

Index (v)—নির্ঘণ্ট তৈরী বা প্রস্তুত করা
Indexed—নির্ঘণ্টীত
Indexer—নির্ঘণ্টক
Indexing—নির্ঘণ্টন, নির্ঘণ্ট
Indexing periodical—নির্ঘণ্ট পত্রিকা

Index এর বাংলা বিশেষে অনুক্রমণী এবং নির্ঘণ্ট-এর মধ্যে কোনটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়া উচিত, তার বিচার পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। Index এর বাংলা অনুক্রমণী বা নির্ঘণ্ট গ্রন্থবিজ্ঞান (Book Science), তথ্য বিজ্ঞান (Information Science), গ্রন্থাগার বিজ্ঞান (Library Science) প্রভৃতি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ রাশিবিজ্ঞানে (Statistics) Index এর প্রতিশব্দ সূচক (Index number—সূচক সংখ্যা) এত অধিক প্রচলিত যে এর আরেকটি অন্য শব্দের কথা ভাবা যায় না।

Documentation এর বাংলা প্রতিশব্দ কি হবে এ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন পত্রলেখক। তথ্যায়ন বা নথীকরণ এর সঠিক বাংলা কি না এই হল তাঁর জিজ্ঞাসা।

বুৎপত্তিগত দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় Documentation শব্দটির মূলে রয়েছে document যার অর্থ দলিলপত্র, দস্তাবেজ, বা লেখা আর তথ্যায়ন শব্দটির মূলে রয়েছে তথ্য অর্থাৎ information। তথ্য এবং ডকুমেন্ট এক জিনিস নয়। কাজেই Documentation এর বাংলা তথ্যায়ন হয় না।

এবার নথীকরণ শব্দটি সম্বন্ধে বিচার করা যাক। নথীকরণ শব্দটির মূলে আছে 'নথী'। নথী বিভিন্ন ভিন্ন ধারণার দ্যোতক যেমন document; file; a collection of papers arranged for reference, ইত্যাদি। নথীকরণ বললে documentation এর বাংলাও হবে আর filing এর বাংলাও হবে। অনুরূপ নথীভুক্ত করা 'to document' এবং 'to file' উভয়েরই বাংলা হবে। এ ছাড়াও নথীকরণ শব্দটি শোনামাত্রই আমাদের মানসপটে ভেসে উঠে সরকারী দপ্তর বা সেরেস্তার ছবি যেখানে অতীতের দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে। এই শব্দটির মধ্যে সেকেলে গন্ধ থাকায় documentationএর যে আধুনিক ধারণা অর্থাৎ collection, recording, retrieval এবং dissemination of knowledgeএর দ্যোতনা নেই। ভালো হয়, documentationএর জন্য আমরা যদি অন্য প্রতিশব্দ খুঁজি বা filingএর দ্যোতনা বহন করবে না, বহন করবে documentationএর আধুনিক ধারণা।

বিশিষ্টে documentationএর প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'প্রলেখন' এবং এর বিভিন্ন প্রকারভেদের প্রতিশব্দগুলো হচ্ছে :—

document (n) — প্রলেখ
document (v) — প্রলেখিত করা
documentalist — প্রলেখক
documentation — প্রলেখন
documentation Centre — প্রলেখন কেন্দ্র
documented — প্রলেখিত

বলাই বাহুল্য, প্রতিশব্দগুলো সহজ, ছোট এবং শ্রুতিমধুর, বড় কথা হল প্রতিশব্দগুলোকে অচল বলে মনে হয় না। এ গুলো বাংলায় চলতে পারে কি না সুধিজনকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

Reference Serviceএর বাংলা 'অনুসন্ধান সেবা' কে প্রচলিত নীতি (Canon of Currency) অনুসরণ করে পত্রলেখক বাতিল করতে চেয়েছেন এবং একই নীতি (Canon) অবলম্বন করে reference service এর বাংলা হিসেবে 'জিজ্ঞাসা বিভাগ' পরিশব্দকে (term) পরোক্ষ সমর্থন করেছেন। এখানে বলতে হয় যে reference service একটি সেবা (Service)। 'জিজ্ঞাসা বিভাগ' কথাটির মধ্যে সেবা ভাবটি প্রচ্ছন্ন প্রকট নয়। তাছাড়া 'বিভাগ' হচ্ছে একটি প্রশাসনিক ভাগ (Division)। Reference Service এর বাংলা যদি 'জিজ্ঞাসা বিভাগ' ধরি তাহলে প্রশ্ন জাগে

Reference Service Department এর বাংলা কী হবে? জিজ্ঞাসা বিভাগ বিভাগ না কি? বিভাগ শব্দটি দু'বার এসে যায়। কাজেই Reference Service এর বাংলা 'জিজ্ঞাসা বিভাগ' করা যায় না। Enquiry Department এর বাংলা হিসাবে জিজ্ঞাসা বিভাগ' চলতে পারে।

Reference service এর প্রতিশব্দ নিয়েই লেখক Canon of currency'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। এ ব্যাপারেও আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

কোনও একটি ধারণার (Concept) জন্য ব্যবহৃত একাধিক শব্দের মধ্যে কোনটি অধিক প্রচলিত তা নির্ধারণ করা নানা কারণে সহজসাধ্য নয়। কারণ প্রচলিতির (Currency) বিভিন্ন স্তর আছে। কোনও একটি স্তরে হয়ত একটি শব্দ বহুল প্রচলিত কিন্তু অন্য স্তরে নয়। যেমন dictionary শব্দটি বাংলাদেশে মৌখিক স্তরে বহুল প্রচলিত। আমরা যখন বাংলার আলাপ আলোচনা করি তখন dictionary কথাটিই ব্যবহার করি। বইয়ের দোকানে গিয়েও বলি এ, বি, সেন বা সংসদের অমুক dictionary টা কিন। কিন্তু যখনই আমরা বাংলায় প্রবন্ধাদি লিখতে বসি তখনই 'অভিধান' শব্দটির ব্যবহার শুরু করে দিই। তখন আর ডিকশনারী লিখি না। কারণ শব্দটি অনুচ্চারিত না হলেও দেখতে কটমট। কাজেই দেখা যাচ্ছে একই ধারণার জন্য মৌখিক স্তরে যেখানে dictionary প্রচলিত লৈখিক স্তরে সেখানে অভিধান। এখানে প্রশ্ন আসে প্রচলিতি নির্ধারণের জন্য আমরা কোন স্তরকে গ্রহণ করবো, মৌখিক স্তর না লৈখিক স্তর?

বিজ্ঞানেও শব্দার্থের তারতম্য দেখা যায়। অর্থনীতি নিয়ে যারাই পড়াশোনা করেছেন তারাই জানেন, 'ধন' বলতে সাধারণভাবে যা বুঝায়, অর্থনীতিতে কিন্তু তার অনেক বেশী বুঝায়। অনুরূপ সাধারণের কাছে জীব বলে প্রাণী (animal), কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জীব বলতে প্রাণী, উদ্ভিদ, ভাইরাস সবকিছু বই বুঝায়। এখানেও প্রশ্ন আসে প্রচলিতি নির্ধারণের বেলায় আমরা কোনও একটি শব্দের সাধারণ ব্যবহার দেখব, না নির্দিষ্ট বিষয়ে এর ব্যবহার দেখব। আমার মনে হয় নির্দিষ্ট বিষয়ের পরিভাষা (terminology) গঠনের সময় পরিশব্দের (term) নির্দিষ্ট বিষয়েই ব্যবহার দেখতে হবে।

প্রচলিত নির্ধারণের বেলায় 'সময়' হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ factor, একাধিক শব্দের মধ্যে কোন শব্দটি অধিক প্রচলিত তা নিরূপণের জন্য কত বছরের বা কতদিনের সাহিত্য ঘেটে দেখতে হবে? এ ব্যাপারে খুব সম্ভবতঃ তা রঙ্গনাথন নিজেও দ্বিধায় ছিলেন। গত ছ'মাস ধরে যে শব্দটি বেশ প্রচলিত হতে পারে আর দু'মাস পরে যে শব্দটি প্রচলিত থাকবে না। একবার কামরাজ প্ল্যানে বহু মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। যাঁরা পদত্যাগ করেছিলেন তাঁদেরকে বলা হত Kamrajed leader। Kamrajed শব্দটি এ সময়ে খুবই প্রচলিত লাভ করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সে অল্পদিনের জন্যই। অভিধানের পাতায় স্থান পাওয়া শব্দটির ভাগ্যে ঘটে নি। অল্পজন, উল্কোন, ঘনকারজন প্রভৃতি শব্দগুলোও একসময় প্রচলিত ছিল, কিন্তু আর আজ নেই। কাজেই প্রচলিত নির্ধারণের ব্যাপারে অবশ্যই সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বিভিন্ন দিক ভেবে দেখার। তাড়াহুড়া করে কিছু করতে যাওয়া উচিত নয়। Reference Service এর বাংলা প্রতিশব্দ (equivalent) হুবহুভাবে নির্ধারণের জন্য দেখতে হবে লৈখিক স্তরে কোন শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হচ্ছে, কতদিন ধরে শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং যে শব্দটি অধিক ব্যবহৃত হচ্ছে, তার মধ্যে পরিশব্দের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর কতগুলি বিদ্যমান আছে। এ সমস্ত বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

বাংলা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিভাষার ক্ষেত্রে

যে বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজমান, তার কিঞ্চিৎ আভাস এ প্রবন্ধের গোড়ার দিকে দেওয়া হয়েছে। বাংলায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রামাণ্য পরিভাষাকোষ আজও সংকলিত হয়নি। রাজকুমার মুখার্জী 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান' নানা প্রকার ত্রুটি সম্বলিত হওয়ায় একটি প্রামাণ্য পরিভাষা কোষের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেনি, ফলে প্রয়োজনের চাহিদাও মেটাতে পারে নি। উচ্চ বাংলার প্রতি বছর কয়েকশ' করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর কিছু কিছু বই এবং বেশ কিছু লেখা নিয়তই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এ সমস্ত কারণেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি ইংরাজী-বাংলা পরিভাষাকোষ সংকলন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। সংকলনের দায়িত্ব নেবে বাংলা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেই গ্রহণ করতে হবে।

কী ভাবে সংকলনের কাজটি কিরূপ করা যায় তারই একটি খসড়া এখানে উপস্থিত করা হল।

গত ২০/২৫ বছর ধরে বাংলায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সমস্ত পরিভাষ (term) ব্যবহৃত হচ্ছে, প্রথমে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। এই তালিকা প্রস্তুতের জন্য ৫"×৩" কার্ড ব্যবহার করলেই ভালো হয়। [আমি নিজে বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংকলনের ব্যাপারে এই কার্ডই ব্যবহার করছি] প্রত্যেকটি পরিভাষের জন্য দু'টি করে কার্ড তৈরী করতে হবে। প্রথম কার্ডে ইংরেজী শব্দটি উপরে থাকবে। বাংলা প্রতিশব্দটি থাকবে তার নীচে প্রকাশন। পত্রীর বিবরণসহ। যে বাক্যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে সেই বাক্যটি কার্ডে লিপিবদ্ধ করলে ভালো হয়। প্রয়োজনে শব্দার্থের বিশদ ব্যাখ্যার জন্য বা শব্দটির ব্যবহার দেখানোর জন্যে ঐ বাক্যটি অভিধানে তুলে ধরা যেতে পারে। কার্ডে শব্দের সঙ্গে প্রকাশন-পত্রীর বিবরণী দেওয়ার সার্থকতা এই যে প্রয়োজনে মূল সূত্রটি (source) দেখে নেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয় কার্ডটিতে বাংলা শব্দটি উপরে থাকবে প্রকাশনপত্রীর বিবরণসহ। তার নীচে থাকবে ইংরাজী প্রতিশব্দ। কার্ডগুলো অক্ষরানুক্রমে সাজিয়ে ফেলতে হবে। স্পষ্টই কার্ডের দু'টি সেট তৈরী হবে। একটি সেট ইংরাজী-বাংলা পরিভাষাকোষ এবং অন্য সেট বাংলা-ইংরাজী পরিভাষাকোষ সংকলনে কাজে আসবে। একই বাংলা শব্দ কী কী ইংরাজী প্রতিশব্দের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে তারও হদিশ পাওয়া যাবে বাংলা-ইংরাজী সেটটি থেকে। সূচী শব্দটি নেওয়া যাক। দেখা যাবে, শব্দটি কোনও কোনও লেখক Catalogue হের জন্য, কোথাও indexএর জন্য আবার কোথাও Contents হের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কোন প্রতিশব্দের জন্য শব্দটি কতবার ব্যবহার হয়েছে তার পুরো হদিশ পাওয়া যাবে বাংলা-ইংরাজী সেটটি থেকে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে সূচী শব্দটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে একটি মাত্র ধারণার জন্যেই ব্যবহৃত হবে, তাহলে কোন ধারণার জন্য শব্দটির ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হবে সেটা নির্ধারণে বাংলা ইংরাজী সেটটি যথেষ্ট সহায়তা করবে। শব্দের অনেকার্থ (polysemy) নিবারণে এই সেটটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

পরিভাষ সংগ্রহের জন্য গত ২৫ বছরের গ্রন্থাগার পত্রিকা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যান্য পত্রিকা এবং বইপত্র, রাজকুমার চক্রবর্তীর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অভিধান, classified catalogue code প্রভৃতি ঘাটতে হবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্র পত্রিকাতেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে সমস্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে সম্ভব হলে সেগুলোও ঘাটতে হবে।

এই কাজ উৎসাহী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। তাহলেই অল্প সময়ে কাজটি সমাধা হবে। কার্ড তৈরী হবার পর বিশেষজ্ঞমণ্ডলীকে সেগুলো একবার নজর বুলিয়ে নিতে হবে। অনেক প্রবন্ধে বাংলা পরিভাষের ইংরেজীটি দেওয়া থাকে না। তখন কার্ড প্রস্তুতকারীকে বিবেচনা করে ইংরেজী শব্দটি বসিয়ে দিতে হয়। এখানেই ভুল

হবার সম্ভাবনা থাকে। বিশেষজ্ঞগণ কার্ডগুলো পরীক্ষা করার সময় এই ভুলগুলো শুধরে দিতে পারবেন।

পরিশব্দ সংগ্রহের কাজ শেষ হয়ে গেলে প্রথম দেটার কার্ডগুলো (অর্থাৎ যে সেটের ইংরাজী পরিশব্দ প্রথমে আছে) A. L. A. glossary of library terms, Harrod's Librarians glossary এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যান্য অভিধানগুলোর সংগে মিলিয়ে দেখতে হবে। মেলাবার সময় এমন অনেক পরিশব্দ পাওয়া যাবে যেগুলোর কার্ড আগে তৈরী হয়নি। এবারে সেই শব্দগুলো কার্ডে টাইপ করতে হবে এবং কার্ডগুলোকে আগে তৈরী কার্ডগুলোর সংগে মিশিয়ে দিতে হবে অক্ষরানুক্রম বজায় রেখে। এই কাজ হয়ে গেলেই পরিভাষা কোষে যে সমস্ত পরিশব্দ অন্তর্ভুক্ত হবে হবে তার তালিকা প্রস্তুত হয়ে যাবে।

এই কাজ চলার সংগে সংগে একটি সম্পাদক-মন্ডলী গঠন করতে হবে। এই সম্পাদক মন্ডলীর কাজ হবে —

১) যে সমস্ত ইংরেজী পরিশব্দের বাংলা পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে কোনগুলোকে চূড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করা যায় তা ঠিক করা।

২) যে সমস্ত ইংরেজী পরিশব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নি, তাদের বাংলা প্রতিশব্দ তৈরী করা।

৩) যে সমস্ত ইংরেজী পরিশব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আদৌ পাওয়া যায় নি, সে সব ক্ষেত্রে ও বাংলা প্রতিশব্দ তৈরী করা।

৪) কোন কোনো ক্ষেত্রে ইংরাজী পরিশব্দকেই বাংলায় গ্রহণ করতে হবে, সেটা ঠিক করা ইত্যাদি।

এ কাজটি করার দায়িত্ব বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকেই গ্রহণ করতে হবে। পরিষদ কাজটি অনতিবিলম্বে গ্রহণ করবে এমন আশা নিয়েই আজকের প্রবন্ধের যতি টানছি।

গ্রন্থাগারিকের ডায়েরী : প্রসঙ্গ এ এ সি আর দ্বিতীয় সংস্করণ

জনৈক

ক) যুগ্মপ্রচেষ্টার ফল : নতুন কোড

আমরা যারা ছাত্র এবং/বা কর্মী হিসাবে ১৯০৮ সালের যুগ্ম কোডের সঙ্গে পরিচিত, বিশেষ করে তাদের কাছে, সত্তর বছর পরে ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত ইঙ্গ-মার্কিন সূচীকরণের নিয়মাবলী দ্বিতীয় সংস্করণে (Anglo-American Cataloguing Rules/Second Edition/Prepared by/the American Library Association/the British Library/the Canadian Committee on cataloguing/the Library Association/the Library of Congress/edited by/MICHAEL GORMAN & PAUL W. WINKLER/THE LIBRARY ASSOCIATION LONDON 1978.) যথেষ্ট উৎসুকের সঞ্চার করবে। মেলভিল ডিউইর পরামর্শে সমস্ত ইংরাজী ভাষাভাষীদের মধ্যে সূচীকরণের ব্যাপারে সামঞ্জস্য আনবার জন্য গ্রেটব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুগ্ম প্রচেষ্টায় ১৯০৮ সালে প্রথম ইঙ্গ মার্কিন সূচীকরণ কোড (Anglo American cataloguing Code) প্রকাশিত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যদেশে সূচীকরণের কোড রচনার এই সত্তর বছরের ইতিহাসে যুগ্মপ্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা ১৯০৮ এর কোডকে প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৯ এর কোডকে দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৭ এর কোডকে তৃতীয় এবং ১৯৭৮ এর কোডকে চতুর্থ সংস্করণ বললে কোন ত্রুটি হবার কথা নয়। কিন্তু ১৯৭৮ এর কোডকে যেহেতু দ্বিতীয় সংস্করণ বলা হয়েছে (এবং বলার কিছু কারণও আছে) (দ্র 'গ' অনুচ্ছেদ), আমরা এই আলোচনায় ১৯৬৭-র কোডকে প্রথম এ এ সি আর এবং ১৯৭৮ এর নতুন কোডকে দ্বিতীয় এ এ সি আর এই দুই নামে অভিহিত করব।

পৃথিবীর যে সব দেশে মূলত ইংরাজী ভাষার কাজকর্ম চলে সেই দেশে সূচীকরণের জন্য এই কোড ব্যবহৃত হোক দ্বিতীয় এ এ সি আর এর এই উদ্দেশ্য এবং ১৯০৮ এর যুগ্মকোডের উদ্দেশ্য অভিন্ন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে এই উদ্দেশ্যে রচিত কোডের যখন বীজ বোনা হয়েছিল তখনকার তুলনায় সূচীকরণের এবং নিয়মের বৈচিত্রও অনেক বেড়েছে। ১৯০৮ এর কোডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮৮, ১৯৭৮ এর বৃহৎ কলেবর কোডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২০।

খ) যুগ্ম কার্যনির্বাহক সমিতি :

যুগ্ম প্রচেষ্টায় কোড রচনার যে কাজ সুরু হয়েছিল ১৯০৮ সালে, ১৯৭৮ এর কোড সেই যৌথ প্রচেষ্টার এক উৎকৃষ্ট ফসল। এই কোড রচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছিল। যার নাম যুগ্ম কার্যনির্বাহক সমিতি (Joint Steering Committee)। এই সমিতিকে একাধিকবার আলোচনায় বসতে হয়েছে এই কাজের জন্য। ব্রিটেন, কানাডা এবং আমেরিকার জাতীয় সমিতিগুলি এই আন্তর্জাতিক যুগ্ম সমিতি গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই যুগ্ম কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন পিটার আর লিইস।

গ) শর্তাধীন ও নীতিভিত্তিক কোড :

১৯০৮ এবং ১৯৬৯ এর কোড ছিল গ্রন্থের শ্রেণী

আধারী কোড (case code)। ১৯৫৮র কোড অর্থাৎ প্রথম এ-এ সি আর সর্বপ্রথম এই ধারার পরিবর্তন করে। প্রথম এ এ সি আর শর্তাধারী কোড (Condition code)।

রঙ্গনাথনের সি সি সি (classified catalogue code, 1sted. 1934) কতগুলি মূল নীতির (Canon) উপর ভিত্তি করে রচিত। ১৯০৮ এর কোডতো নাই এমনকি ১৯৪৯ এর কোডও কোন নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত নয়। প্রথম এ এ সি আর সি সি সির মত সর্বপ্রথম সূচীকরণের কতগুলি মূলনীতির (Guiding Principles) উল্লেখ করে এবং বলে যে কোডের নিয়মগুলি এই সব মূল নীতির উপর ভিত্তি করেই রচিত। প্রথম এ এ সি আর'এ আমরা দেখলাম বিভিন্ন গ্রন্থাদির সূচীকরণের সামগ্রিক সমস্যাগুলিকে পরীক্ষা করে কয়েকটি শর্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রন্থাদি সূচীকরণের সময় কোন্ শর্ত বর্তমান সূচীকরণের প্রথম কাজ তা নির্ণয় করা। কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ অর্থাৎ অভিধান বা কোষ গ্রন্থ কিনা বড় কথা নয়, কোন্ শর্ত্ত বর্তমান তা নির্ণয় করাই প্রধান কাজ। শর্ত নির্ণয় করা হলে যে কোন শ্রেণীর গ্রন্থই হোক না কেন, ঐ শর্ত সম্পর্কিত যে সব নিয়ম কোডে দেওয়া আছে সেই সব নিয়ম দিয়েই সংলেখের শিরোনাম (Entry Heading) স্থির করতে হবে। দ্বিতীয় এ এ সি আর'এ পূর্বসূরীর এই রীতি বর্তমান। এই কোডেও গ্রন্থের শ্রেণীর চেয়ে বেশী প্রয়োজন স্থির করা 'ক' গ্রন্থের প্রষ্টা।

অন্য কথায় বলতে গেলে বলতে হয় এই মূলত কোড, এর প্রথম ও দ্বিতীয় এ এ সি আর রচনার পদ্ধতি গণনামূলক (Enumerative) নয়। এই দুই কোডে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাদির তালিকা এবং তাদের শ্রেণীভিত্তিক সূচী-ক্রমের নিয়মাবলী দেওয়া নেই। প্রতিটি অভিধান বা কোষ গ্রন্থের শিরোনামের জন্য গ্রন্থের সম্পাদক অথবা গ্রন্থের আখ্যা যে কোন একটিকে গ্রন্থটির বর্তমানুযায়ী বেছে নিতে হবে। এমন অবস্থা হতে পারে যে কোন এক শ্রেণীর গ্রন্থে এমন শর্ত বর্তমান—যেমন Concordance। তাই এই কোডের সিবর্ণ্টে কোষগ্রন্থ বা অভিধান পাওয়া যাবে না কিন্তু Concordance পাওয়া যাবে। গ্রন্থের শ্রেণী আধারী কোড রচনার পদ্ধতিকে বলা হয় গণনামূলক পদ্ধতি। (Enumerative method), ১৯০৮ এবং ১৯৪৯ সালের কোড এই জাতীয় কোডের উদাহরণ, অপরদিকে শর্তাধারী কোড রচনার পদ্ধতিকে বলা হয় বিশ্লেষণমূলক বা বৈশ্লেষিক পদ্ধতি। (Analytical method) প্রথম ও দ্বিতীয় এ এ সি আর এই জাতীয় কোডের নমুনা।

১৯৭৮ এর কোড ১৯৬৭ কোডের উত্তরসূরী এবং এই কারণেই একে দ্বিতীয় সংস্করণ বলা হয়েছে।

(ঘ) প্রথম ও দ্বিতীয়ের পার্থক্য :

প্রথম ও দ্বিতীয় এ এ সি আর এর মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য চোখে পড়ার মত।

পার্থক্য—১

প্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রথম এ এ সি আর'এ সূচীকরণের কাজের প্রথম ধাপ ছিল প্রধান সংলেখের জন্য শিরোনাম স্থির করা। অপরদিকে দ্বিতীয় এ এ সি আর এ প্রথম কাজ হল গ্রন্থাদির বর্ণনা করা। বর্ণনা করার পর দ্বিতীয় ধাপ হল সংলেখের শিরোনাম স্থির করা। দ্বিতীয় এ এ সি আর যাকে বলেছে প্রবেশ পথ Access point স্থির করার প্রশ্ন। সম্ভবত একাধিক প্রবেশ পথ থাকলে তাদের মধ্যে একটি প্রধান সংলেখের জন্য বেছে নিতে হবে। বাকি প্রবেশ পথগুলির জন্য অতিরিক্ত সংলেখ (Added entry) তৈরী করতে হবে। প্রধান সংলেখ (Main entry) এবং অতিরিক্ত সংলেখের জন্য প্রবেশ পথ স্থির করার পর তৃতীয় ধাপ হল এই সব প্রবেশ পথগুলির অর্থাৎ শিরোনামগুলির গঠন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। প্রবেশ পথগুলির যে সব গঠনকে (Form) শিরোনাম হিসাবে বেছে নেওয়া হল না সেগুলি থেকে নির্দেশ সংলেখ (Reference

entry) তৈরী করা হ'ল সূচীকরণের কাজের চতুর্থ ধাপ।

পার্থক্য—২

দ্বিতীয় এ এ সি আর'এ সমস্ত গ্রন্থাদির সূচীকরণের সমস্যা ও সমাধান একই সূত্রে করা হয়েছে। দুই সংস্করণের মধ্যে এটিও একটি মৌল পার্থক্য।

পার্থক্য—৩

আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হ'ল দ্বিতীয় এ এ সি আর গ্রন্থাদির বর্ণনার জন্য আন্তর্জাতিক গ্রন্থাদি বর্ণনার মানকে (International Standard Bibliographic Description—ISBD) স্বীকার করে নিয়েছে।

পার্থক্য—৪

প্রথম এ এ সি আর এর দুটি পৃথক ভাষা প্রকাশিত হয়েছিল। একটি ব্রিটিশ ও অন্যটি উত্তর আমেরিকান। সৌভাগ্যক্রমে দ্বিতীয় এ এ সি আর প্রকৃতই বোধ। এ ক্ষেত্রে পৃথক ভাবের প্রয়োজন হয়নি।

পার্থক্য—৫

নতুন সংস্করণের সাজসজ্জা, বিন্যাস ও চেহারাতেও নতুনত্ব আছে। ১৯৬৭ সালের কোডের সূত্রে এর পার্থক্যও চোখে পড়ার মত।

(৪) নতুন সংস্করণের প্রয়োজন কেন হ'ল

১৯০৮ থেকে ১৯৭৮ এই সত্তর বছরের বোধ প্রচেষ্টার ফল হিসাবে পশ্চিমী দেশে মোট চারটি কোড পেয়েছি যা বলা যায় একই কোডের চারটি সংস্করণ পেয়েছি। ('ক' দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এক সংস্করণ থেকে আর একটি সংস্করণে যেতে সময়ের ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে গেছে। দ্বিতীয় সংস্করণটি পেয়েছিলাম ১৯৪৯ এ অর্থাৎ ৪০ বছর পরে, তৃতীয়টি ১৯৬৭তে অর্থাৎ ১৭ বছর পরে এবং সর্বশেষটি পেলাম ১৯৭৮ এ অর্থাৎ ১০ বছর পরে। ১৯৬৭ বা ১৯৭৮ এর এই দুই কোড যে আগের বোলস ফেলে দিয়ে কতগুলি মূল নীতির উপর ভিত্তি করে শব্দাত্মক কোড হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল এর পেছনে সি সি কোড বার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৯ সালে, তার অবদান কতখানি তা অনুসন্ধানের বিষয়। লুবেৎসকি (Lubetzky) ও অসবর্ণ এর (Osborn) অবদান এবং ১৯৬১ র প্যারীস সম্মেলনে গৃহীত সূচীকরণের নীতি নিশ্চয়ই অনুপ্রেরণা দিয়েছে। এবং লুবেৎসকি ও প্যারীস সম্মেলনের গুণ এই দুই কোডে স্বীকৃতও হয়েছে। কিন্তু কেন জানিনা কোথাও একটি অংশেও সি সি কোডের উল্লেখ নেই। অথচ সূচীকরণের নীতির (Canons of Cataloguing) ওপর ভিত্তি করে রচিত নিয়মের কথা এবং শব্দাত্মক কোডের নমুনা যা ১৯৬৭র কোডে প্রথম বেরোলো এবং পুনরায় তার চেয়ে আরও সুবিন্যস্ত ও বলিষ্ঠ সূচীকরণের নীতি এবং সূচীকরণের সমস্যার সুচারু বিশ্লেষণ আমরা অনেক আগেই সি সি কোডে পেয়ে গেছি। গ্রন্থাদির উত্তরোত্তর জটিলতা বৃদ্ধি নিশ্চয়ই নতুন সংস্করণ প্রকাশের একটা কারণ। সূচীকরণের কোড রচনার ক্ষেত্রে ভারতীয় অবদানের যথেষ্ট মূল্যায়ণ না করা হলেও অন্যতম কারণ বলা চলে ১৯৬৭ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'তনা। ১৯৪৯ এর কোডেই শব্দাত্মক নীতি ভিত্তিক কোড হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারত।

অপরদিকে সি সি কোডের বৃদ্ধি এবং নতুন না আসার দ্বিতীয় এ এ সি আর অর্থাৎ ১৯৭৮ এর নতুন কোড গ্রন্থাদির বর্ণনার (Descriptive Cataloguing) জন্য খুঁটিনাটি বহু নিয়মের অনুসরণ করে পর খুঁজে বার করার সমস্যা থেকে এখনও মুক্ত হতে পারেনি। যদ্যপি ১৯৬৭র কোড প্রকাশিত হবার পর বহু নিয়মের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও টীকা সম্বলিত দস্তাবেজাদি প্রকাশিত হয়েছিল এবং অবশেষে তারই পরিণতি হিসাবে ১৯৭৮ এর কোডের আত্মপ্রকাশ।

প্রথম এ এ সি আর'এ গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য

মাধ্যমের জন্য প্রয়োজনীয় এবং যথেষ্ট সংখ্যক নিয়মের অভাব ছিল। বিশেষ করে দৃশ্য ও শ্রাব্য জাতীয় মাধ্যমের অন্তর্ভুক্তি ছিল সামান্য মাত্র। দ্বিতীয় এ এ সি আর রচনার সময় এই অভাব মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য মাধ্যমের (Media) সংখ্যা আজকাল সমস্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগারেই বাড়ছে এবং আরও বাড়বে। আশা করা যায় বর্তমান গ্রন্থাগারিকদের প্রয়াস এই কোড কিছুটা মেটাতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এম এ পাঠক্রমে যেখানে এ এ সি আর পড়ান হয় ব্যবহারিক সূচীকরণের (Practical cataloguing) জন্য সেই সব জায়গায় শিক্ষকরা দ্বিতীয় এ এ সি আর অনুযায়ী সূচীকরণ দেখানোর ব্যবস্থা করলে, বিশেষ করে গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে, প্রথম এ এ সি আর এর তুলনায় অনেক সুবিধা বোধ করবেন।

গ্রন্থাদি বর্ণনার ভিত্তি :

আমরা আগেই বলেছি যে গ্রন্থাদি বর্ণনার খুঁটিনাটির আধিক্য ১৯৬৭র মত ১৯৭৮ এর কোডেও বর্তমান ('৪' অংশ দ্রষ্টব্য)। যদিও দ্বিতীয় এ এ সি আর বর্ণনার জন্য আন্তর্জাতিক গ্রন্থাদি বর্ণনার মানকে স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু কোন গ্রন্থাগারের সূচীতে (catalogue) গ্রন্থাদির বর্ণনায় এত বেশী খুঁটিনাটির প্রয়োজন আছে কিনা এটি একটি বিতর্কের বিষয়। আমরা সি সি কো.ও বেশি বর্ণনার আধিক্য যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা হয়েছে। কোন গ্রন্থপঞ্জীতে (Bibliography) এর প্রয়োজন থাকতে পারে। কিন্তু গ্রন্থাগারের সূচী হলেত গ্রন্থাগারের গ্রন্থাদির খবর খুঁজে পাবার একটা তালিকা। সুতরাং তাতে বেশী বোঝা বাড়লে সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বাড়ে। অভিজ্ঞতা তাই বলে। ব্যবহারিক সূচীকারকরা তাই ১৯৬৭র কোডের এই বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে অসন্তোষ গোপন করতে দ্বিধা করেননি।

বর্তমান কোডের এই ১৯৭৮ এর কোড রচনার সময় 'রুচিভেদ' এই সমালোচনা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তাই নতুন সংস্করণে স্বীকার করা হয়েছে যে সব গ্রন্থাগারের সূচীতেই গ্রন্থাদির দীর্ঘ বর্ণনার প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের সূচীতে বা অন্যান্য সূচীকরণ সংস্থার কাজে বর্ণনার তারতম্য থাকা উচিৎ। গ্রন্থাদির বর্ণনার তিন স্তর নতুন কোডে স্থির করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর। প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে যে কোন একটি স্তরের নিয়মানুযায়ী গ্রন্থাদির বর্ণনার কথা বলা হয়েছে।

(ছ) বিন্যাস :

১ প্রথম ভাগ বর্ণনার নিয়মাবলী :

নতুন সংস্করণের প্রথম অংশেই গ্রন্থাদির বর্ণনার নিয়মাবলী আছে। প্রথম ভাগের পরিচ্ছেদে সব রকম মাধ্যমেরই বর্ণনার নিয়মাবলী দেওয়া হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ২—১২ : এই অংশে বিশেষ মাধ্যমের বর্ণনার জন্য সাধারণ নিয়মগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই নিয়মগুলির পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন হয়েছে। ফলে পুনরুক্তি দোষ হয়ত হয়েছে। কিন্তু ব্যবহারিক সূচীকরণের কাজের দিক থেকে বিবেচনা করলে নিয়মগুলি সুবোধ্য হওয়ার কাজের সুবিধাই হবে।

২ নিয়মাবলীর সংখ্যা নির্দেশ :

১৯৬৭র কোডের চেয়ে ১৯৭৮ এর কোডের নিয়মাবলীর সংখ্যা নির্দেশ পদ্ধতি সুবোধ্য। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যেমন—

পরিচ্ছেদ ১ সাধারণ বর্ণনার নিয়মাবলী
১.৫ দৈহিক বর্ণনায় অঙ্কন
পরিচ্ছেদ ২ গ্রন্থ, পুস্তিকা, মুদ্রিত কাগজ ইত্যাদি বর্ণনার নিয়মাবলী

এখানে প্রথম সংখ্যাটি পরিচ্ছেদ, কুটকির পরের সংখ্যাটি অংশ। তারপরেও প্রয়োজনে উপ-অংশ বোঝাতে পরবর্তী কোন ইংরাজী অক্ষর ব্যবহার করা

হয়েছে। যেমন ১.২ বি ৪। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রতি পরিচ্ছেদই এই অংশ বা উপঅংশের জন্য যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে তা স্মৃতি সহায়ক (Mnemonic) হয়নি। কোডে কিছু কিছু নিয়মের সংখ্যার ওপর চোখ বোলালেই এই কথার তাৎপর্য বোঝা যাবে।

৩ বিন্যাস ঃ দ্বিতীয় ভাগ—প্রবেশ পথ

পছন্দের ও গঠনের নিয়মাবলী ঃ

দ্বিতীয় ভাগে প্রতিটি সংলেখের প্রবেশ পথ এবং প্রবেশ পথের গঠন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে ব্যক্তির নাম, কোন সংস্থা বা গ্রন্থের আখ্যা সংলেখের প্রবেশ পথ অর্থাৎ শিরোনাম হিসাবে কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে এই প্রসঙ্গে এই দ্বিতীয় ভাগের সূত্রতেই কতকগুলি সাধারণ নীতি বলে দেওয়া হয়েছে।

(অ) সংস্থানিক লেখক ঃ

নতুন কোডে 'সংস্থানিক লেখক' (Corporate Author) এই ধারণাটি (Concept) অবাধগত। নিয়মের কোথাও অথবা শব্দকোষে এই শব্দ দুটির উল্লেখ নেই।

ব্যাপারটি লক্ষ্য না করে উপায় নেই। আমরা জানি যে ১৮৪১ সালে সূচীকারকদের পথিকৃত পানিজির (Panizzi) যে ৯১টি নিয়ম প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল যা বিটিশ মিউজিয়াম কোড নামে পরিচিত সেই কোডে 'সংস্থানিক লেখক এই ধারণাটি প্রথম স্বীকৃত হয়। সূচীকরণের আর এক দিকপাল কাটার (cutter) ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর আর্ট ডিকশনারি (Rules for Dictionary catalogue, 1876) 'সংস্থানিক লেখক' এই ধারণাটিকে (Concept) বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা সুদৃঢ় করেন। ১৯০৮ সালের ইঙ্গ-মার্কিন কোডেও এই ধারণাটি বর্তমান এবং এই কোডের এই ধারণাটি নিয়ে সমালোচনা এবং বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠেছিল, বিশেষ করে 'সোসাইটি' এবং 'ইনস্টিটিউসন' এই দুটি সংস্থানিক লেখককে কেন্দ্র করে। ১৯৪৯ এর কোডে দেখতে পাই সংস্থানিক লেখক বিষয়ক নিয়মের সংখ্যা যদিও ১৯০৮ সালের কোডের তুলনায় অনেক বেশী কিন্তু এই কোড এই ধারণাটি সৃষ্টির এবং প্রচলনের এত দীর্ঘদিন, অর্থাৎ ১৮৪১ থেকে ১৯৪৯, এই শতাব্দী অধিককাল পরেও এর প্রকৃতি সংজ্ঞা (Definition) নিরূপণ করতে সক্ষম হয়নি। এমনকি ১৯৬৭ সালের কোডেও একই অবস্থা। এখানেও যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা সঠিক নয়। ১৯৬৭র কোডের শব্দ-কোষে লেখকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে—সে ব্যক্তি বা সংস্থা বুদ্ধিজাত বা শিল্পজাত কাজের সৃষ্টির জন্য মূলত দায়ী সেই ব্যক্তি বা সংস্থা হচ্ছে লেখক। ব্যক্তি সৃষ্টি করে। তিনি হন স্রষ্টা। এবং তখন তাঁকে লেখক বলি। কিন্তু কোন সংস্থা কি সৃষ্টি করতে পারে? এইখানে আমরা হোঁচট খাই। তাই ১৯৬৭র কোডের দেওয়া সংস্থানিক লেখকের সংজ্ঞা সূচীকারকরা এবং সমালোচকেরা মেনে নিতে পারেননি। এই বিফলতার পরিণতি হিসাবেই কি ধারণাটি সৃষ্টির একশো সাঁইত্রিশ বছর পরে ১৯৭৮ এটি বিসর্জিত হ'ল। অথচ চোখের সামনেই ধারণাটির সকল সংজ্ঞা ভারতীয় কোড সি-সি-সিতে দেওয়া আছে ('ঙ' অংশ দ্রষ্টব্য)। এই সংজ্ঞা মেনে নিতে কি অসুবিধা তা আমাদের জানা নেই। কারণ আলোচ্য পশ্চিমী কোডগুলি সঠিক সংজ্ঞা নিরূপণ করতে না পারলেও 'সংস্থানিক লেখক' এই ধারণাটি বেভাবে কোডগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে সি-সি-সিতে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে সেই ব্যবহৃত ধারণার কোন বিরোধ নেই বরং সেই অর্থেই ধারণাটির ব্যবহার সুসংগত বলে মনে হয়েছে। সি-সি-সি'র দেওয়া এই সংজ্ঞা মেনে নিলে সুবিধাই হোত এবং দীর্ঘদিন লালিত পালিত ধারণাটি বিসর্জন দিতে হোত না।

সজ্ঞার কথা যদিও দ্বিতীয় এ-সি-সি আর

সময়ে কোডের কোথাও সাংস্থানিক লেখক বাদ্যটির উল্লেখ করেন কিন্তু সংলেখের শিরোনামে প্রথম পদ হিসাবে সংস্থাদির নাম আসের মধ্যই লিখতে হবে তাদের লেখক বলা হবে না।

(ঘ) নতুন শব্দাবলীর ব্যবহার :

নতুন কোডে পরিচিত শব্দগুলির জন্য পরিচিত শব্দাবলী ব্যবহার না করে কিছু কিছু নতুন শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল—

পরিচিত শব্দ	নতুন ব্যবহৃত শব্দ
(১) Imprint	Publication description area
(২) Collation	Physical description area
(৩) Heading	Access point

(ঙ) পরিশিষ্ট :

যে চারটি পরিশিষ্ট আছে তা হল :—

পরিশিষ্ট এ—Capitalisation

পরিশিষ্ট বি—Abbreviation

পরিশিষ্ট সি—Numerals

পরিশিষ্ট ডি—Glossary

(চ) কোডে উল্লেখিত উদাহরণ :

সূচীকরণের কাজে কোডের ব্যবহার অপরিহার্য। এবং সে কোডে নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাকরা উদাহরণ দেওয়া থাকে সেই কোড সূচীকারকদের কাজে খুবই সহায়ক হয়। ১৯৬৭র কোডে উল্লেখে উদাহরণগুলির মধ্যে কিছু কিছু উদাহরণ উল্লেখযোগ্য ছিল এ কথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু ১৯৭৮র বহু নিয়মের ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি নিয়মের ভাষা সুবোধ্য নয় এবং উদাহরণও সব সময়ে সহায়ক নয়। এই সব কারণেই John J Boll এর Introduction to cataloguing দুই খণ্ডের গ্রন্থটি আবৃত্ত হয়েছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বিভিন্ন নিয়মের সংজ্ঞা ভাষা দিয়ে সাধারণ করেছেন এবং আর একটি অমূল্য কাজ করেছেন সেটি হ'ল সুন্দর সুন্দর উদাহরণ জোগাড় করে পুরো সংলেখ তৈরী করে কোডের নিয়মগুলি সহজ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ১৯৬৭র কোডে শিরোনামের জন্য যে সব উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সে ক্ষেত্রে সবসময়েই পুরো শিরোনামটি না দেখিয়ে হয়ত কিছু কাটছাঁট করেছে কিন্তু কোডের ব্যবহারিক মূল্য তাতে কমে গেছে। ১৯৭৮ এর কোডও সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়।

(ছ) গ্রন্থটির মূল্য :

গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে—একটি শক্ত মলাটের, অপরটি কাগজের মলাটের সুলভ সংস্করণ। লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের সদস্যদের ক্ষেত্রে প্রথমটির মূল্য ৮ পাউন্ড। অন্যদের ক্ষেত্রে ১০ পাউন্ড। সুলভ সংস্করণটি মূল্য সদস্যদের জন্য ৫ পাউন্ড। অসদস্যদের জন্য ৬·২৫ পাউন্ড।

(জ) সাংস্থানিক লেখকের সংজ্ঞা

১ প্রথম এ এ সি আর'এর দেওয়া সংজ্ঞা

The person or corporate body chiefly responsible for the creation of the intellectual or artistic content of a work.

২ সি সি সি'র দেওয়া সংজ্ঞা

Corporate body as author, the responsibility for the thought and expression constituting the work resting solely on it or any organ of it, and not on the private capacity of any person or persons forming part of or holding office in or any other way connected with that body.

॥ গ্রন্থাগার সংবাদ ॥

হাওড়া

পল্লীশ্রী পাঠাগার হীরাপুর, হাওড়া

গত ১. ৫. ৮১ তারিখে পল্লীশ্রী পাঠাগারের কার্যকরী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচন হয় ১১. ৫. ৮১ তারিখে। আগামী তিন বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে পাঠাগারের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়।

সভাপতি চন্দ্র দে—সভাপতি, নীতল প্রসাদ পাল—সহঃ সভাপতি—কালীপদ মণ্ডল—সম্পাদক, অশোক কুমার দাস—সহঃ সম্পাদক, ভরত চন্দ্র সরদার—কোষাধ্যক্ষ, কুমারিহরী সাধুখাঁ—সদস্য, সুনীল গুপ্তাজী—সদস্য, রঞ্জিত কুমার দাস—সদস্য, শেখ সোলেমান সর্দার—সদস্য, সবুর আলী সারেং—সদস্য সম্প্রসারণ সমাজশিক্ষা—সদস্য, আঞ্চলিক, সাঁকরাইল ব্লক, হাওড়া।

পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া

গত ৮ই মে, ১৯৮১ তারিখে পাঠাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হয়।

গত ২৫ শে মে, ১৯৮১ তারিখে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ৮২ তম জন্মদিবস পাঠাগারের হলে পালন করা হয়।

কলিকাতা

নারিকেলডাঙ্গা সাধারণ সমিতি পাঠাগার

উপরোক্ত সংস্থার গ্রন্থাগার বিভাগটি "নারিকেলডাঙ্গা সাধারণ সমিতি পাঠাগার" নামে অভিহিত হয়েছে এবং ২১. ৩. ৮১, তারিখ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সোষিত প্রাথমিক গ্রন্থাগার হিসাবে অনুমোদিত হয়েছে।

সুবারবান রিডিং ক্লাব, বেলেঘাটা

গত ৩১ শে মে, ১৯৮১ তারিখে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ত্রিতল ভবনে ক্লাবের ১২ তম বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় ১৯৮০-৮১ সালের কার্যবিবরণী ও পরীক্ষিত হিসাব গৃহীত হয়। এর পরে আগামী বৎসরের জন্য কার্য-নির্বাহক সমিতির নির্বাচন হয়

মেদিনীপুর

মলীগ্রাম ২ নং ব্লক গ্রন্থাগার সমিতি।

গত ২৫ শে মে, ১৯৮১ তারিখে গ্রন্থাগার সমিতির কার্যকরী কমিটি ও আইনকানুন প্রণয়ন সমিতির জরুরী যৌথ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

শিবরামপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসংঘ।

গত ৩১ শে মে, ১৯৮১ তারিখে সংঘের উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কার্তিক-চন্দ্র জানা এবং অমৃতকুমার মাইতি ও প্রতাপচন্দ্র মাইতি।

মুর্শিদাবাদ।

বালিয়া নেতাজী সংঘ, মুর্শিদাবাদ।

গত ২৫শে বৈশাখ, ১৩৮৮ তারিখে সংঘের প্রাঙ্গনে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শচীনন্দন সাহা মহাশয়।

হুগলী।

বেলারেড আলি স্মৃতি পাঠাগার, ব্যাণ্ডেল

গত ১৯. ৫ ৮১. তারিখে পাঠাগারের সাধারণ

আগামী তিন বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত সভ্যদের নিয়ে কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে :—

সভাপতি—হরনারায়ণ দেবনাথ; সহ-সভাপতি—দীনবন্ধু ঘোষ, সম্পাদক—বিমল কুমার হালদার, সহ-সম্পাদক—অনিতা সরকার, কোষাধ্যক্ষ—পাঁচকড়ি দত্ত, গ্রন্থাগারিক—রমন চন্দ্র ঘাস, সদস্য—সমীর কুমার মুখোপাধ্যায়, সুনীল ঘোষ, প্রদীপ কুমার দাস ও দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি, আভ্যন্তরীণ হিসাব পরীক্ষক—তারাশঙ্কর ঘোষ।

২৪ পরগণা

বান্ধব লাইব্রেরী, জয়নগর।

গত ৬. ৬. ৮১ তারিখে বান্ধব লাইব্রেরীর উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডা বিমল কুমার দত্ত ও অধ্যাপক সমরেন্দ্র কৃষ্ণ বসু মহাশয়।

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার।

গত ৮ই মে, ১৯৮১ তারিখে গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করা হয়। সভার পৌরহিত্য করেন অধ্যাপক শঙ্কর কুমার শৈল এবং রবীন্দ্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক শ্যামল সরকার, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বর্দ্ধমান।

সুভাষ পাঠাগার, কাঞ্চনা।

গত ৩রা মে, ১৯৮১ পাঠাগারের ৫২তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সম্পাদক মোক্ষিদ চন্দ্র রায় ১৯৮০-৮১ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব ও বার্ষিক কার্যবিবরণী পেশ করেন ও গৃহীত হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী জেলা শাখা।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা শাখার ১১তম সাধারণ সভা ও সম্মেলন গত ২১শে জুন জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শ্রী অনিল দত্ত ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের কর্মসমিতির শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা। এ ছাড়াও যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে পরিষদের কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষে শ্রী অরুণ রায় ও শ্রী নলাক্ষ বাগচীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রারম্ভে বিভিন্ন প্রয়াত ব্যক্তিদের স্মরণে নীরবতা পালন ও শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এর পর জেলা শাখার সম্পাদক নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮০-৮১ সনের কার্যবিবরণী, আয় ব্যয়ের হিসাব ও ১৯৮১-৮২ সনের বাজেট পেশ করেন। সম্পাদকের বিবরণীতে জেলাশাখার সাংগঠনিক ও আর্থিক সমস্যার একটা চিত্র পাওয়া যায়। তিনি গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা ও তার সমাধানে কয়েকটি গঠনমূলক প্রস্তাব রাখেন। গণেশ নন্দী, ভানু সিংহরায়, গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী, প্রভৃতি প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে যে প্রস্তাবগুলি রাখেন তা হল—পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভাগুলি পর্যায়ক্রমে জেলাগুলিতে অনুষ্ঠিত করা। জেলায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, পরিষদের নিজস্ব পাঠাগার, জেলাশাখার কার্যনির্বাহকের মেয়াদ ২ বৎসর করা প্রভৃতির। অরুণ রায় ও নলাক্ষ বাগচী আর্থিক সমস্যা সমাধান ও অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয়ে অভিজ্ঞ পরামর্শ দেন। প্রধান অতিথি রামকৃষ্ণ সাহা তাঁর ভাষণে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে সিলেবাসসম্মত মূল পাঠ্যপুস্তকের সংগ্রহ মূল্য, ছাপা সমস্যা, রেফারেন্স গ্রন্থের যোগানের অসুবিধা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন। স্থানীয়ভাবে সমস্যাগুলি সমাধানের কিছু পথ পাওয়া গেলে গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে বিশেষ অসুবিধা হবে না বলে তিনি আশ্বাস দেন। সভাপতি অনিল দত্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা ও আর্থিক সমস্যা সমাধানে পরিষদকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করতে অনুরোধ জানান।

অনিল দত্তকে সভাপতি, নন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌরাঙ্গ চক্রবর্তীকে সহ-সভাপতি এবং গণেশচন্দ্র নন্দীকে সম্পাদক করে মোট ১১ জন ও ৫ জন স্থায়ী আমন্ত্রিত প্রতিনিধিকে নিয়ে ১৯৮১-৮২ সালের জন্য জেলাশাখার পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ—মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলার পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন গত ২৪ শে মে অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরীর সভাপতিত্বে জঙ্গীপুর সরস্বতী পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের ৮২ জন প্রতিনিধি এতে যোগ দেন। এ ছাড়া জঙ্গীপুরের স্থানীয় বহু শিক্ষানুরাগীও উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী ভাষণে জেলাসভাধিপতি শ্রী নির্মল মুখার্জী বলেন, সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে, শিক্ষার প্রসারের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুত গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরীক হয়েছেন। এই আইনের ফলে সুদূর গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের

পত্র প্রদত্ত হয়েছে। গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু পরিচালনের জন্য তিনি সকলের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা তার বক্তব্যে গ্রন্থাগার প্রসারের জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করেছেন তার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান। অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন, গ্রন্থাগার আইন পাশ করে বামফ্রন্ট সরকার তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। পরিষদের জেলা শাখার সম্পাদক শ্রী সত্যব্রত রায় তার প্রতিবেদনে জানান যে জেলায় সদস্য সংখ্যা ৪৬ থেকে বেড়ে ১০০ হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলী সম্বন্ধে গ্রন্থাগার কর্মী মানুষের আগ্রহ যে বেড়েছে এর থেকেই প্রমাণিত হয়। তিনি বলেন যে ৭৮টি নূতন সহর/গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য বর্ধিত অনুদান ইত্যাদি বিভিন্ন সরকারী উন্নয়নমূলক নির্দেশাদি যথাসময়ে জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিকের দপ্তরে আসা সত্ত্বেও আধিকারিক মহাশয়ের চরম অসহযোগিতার ফলে কোন নির্দেশনামাই যথাসময়ে পালিত হয় নাই। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থাকে জেলাস্তরে সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে উদ্যোগী হবার জন্য তিনি গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে অনুরোধ জানান। প্রধান শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রী হরিপ্রসাদ মুখার্জী এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে—অরুণ ভট্টাচার্য ও মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী।

প্রতিনিধি সম্মেলনে ২৪ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন। সবশেষে প্রতিনিধি ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীমতী কণা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের একান্ত প্রয়োজনীয় কয়েকখানি বই

সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ১৫·০০

দুই শতাব্দীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এক রক্তক্ষয়ী গণসংগ্রামের অপরিহার্য অধ্যায়টিকে লেখক স্বজনসুলভ একাত্মবোধ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদী অনুসন্ধিৎসা ও বিশ্লেষণী মন নিয়ে তুলে ধরেছেন।

হিন্দুস্তানের জনজীবন ও জীবন-চর্চা

কে. এম. আশরাফ ৩৫·০০

গ্রন্থটি নূতন করে কোন পরিচয়লিপির অপেক্ষা রাখে না। লেখক এই বইতে ইতিহাস রচনায় ও গবেষণায় এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।

মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা

এম. এ. সিদ্দিকী ২৫·০০

মোঘল প্রশাসনের ভিত্তি ছিল কৃষি-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা, লেখক তার সামগ্রিক চিত্র সহ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করেছেন।

'ইউরো-কমিউনিজম'—মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ

অজিত রায় ৬·০০

এই মতবাদকে কেন্দ্র করে বিশ্বের সর্বত্র যে বিতর্ক চলছে লেখক তার সময়োপযোগী মার্ক্সীয় বিশ্লেষণ করেছেন।

India in the Seventies

Ajit Roy **15.00**

Author seeks to offer a perspective and dynamic view of the major aspects and development during the decade.

পার্ল পাবলিশার্স

২০৬, বিধান সরণী কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৬৪ সি আই স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন

প্রিয় বন্ধু,

বিগত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজ্য সরকার কলেজ গ্রন্থাগারিকদের দীর্ঘ প্রত্যাশিত বেতনক্রম সংশোধন করেছেন। গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে যারা পূর্বতন ইউ জি সি বেতনক্রমের (৩০০-৬০০) অধিকারী হয়েছেন এবং যাদের ইউ জি সি নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা (স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা) আছে তাঁরাতো এই বেতনক্রম পাবেনই এমনকি যাঁদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা স্কুল ফাইনাল পাশ তারাও এই বেতনক্রম পাবেন। তবে শেষোক্তদের এই সার্ভিসার প্রোমোশনের ৫ বছরের মধ্যে ইউ জি সি নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। অন্যথায় ৩ বছর বাদে তাদের ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। এই বেতনক্রম প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে পূর্ববর্তী সরকার দাস কমিশনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি অবিচারের যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তার অবসান ঘটল। ভবিষ্যতে নিয়োগের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কি হবে এই সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় ভবিষ্যতে জটিলতা দেখা দিতে পারে। নতুন এই বেতনক্রম প্রবর্তন প্রসঙ্গে আপনাদের কাছে কিছু বক্তব্য পেশ করতে চাই।

আপনারা জানেন যে ইউ জি সি গ্রন্থাগারিকদের জন্য শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম সুপারিশ করে ১৯৬২ সালে। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন সরকার এই বেতনক্রম প্রয়োগ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এই বেতনক্রম আদায়ের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে দীর্ঘ আন্দোলন করতে হয়েছে। কখনো একক ভাবে কখনো যৌথ ভাবে। এখানে সেইগুলির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ১৯৭০ সালে রাজ্য সরকার ১৯৬৬ সালে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের ৩০০-৬০০ বেতনক্রম প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইউ জি সির প্রাথমিক সুপারিশে উপ ও সহ গ্রন্থাগারিকদের বিষয় অনুল্লেখ ছিল। বারবার আন্দোলনের মাধ্যমেই উপ ও সহ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে ইউ জি সি বেতন সুপারিশ হয়। সরকারী এই নীতি গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তের ফলে কেন কিছু গ্রন্থাগারিকরা বেতনক্রম থেকে বঞ্চিত হলেন।

১৯৭২ সালে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রমিক কর্মচারীর আন্দোলনের উপর নানাবিধ আক্রমণ নেমে আসে। দাস কমিশনের সুপারিশের মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকদের বেতন হ্রাসের হীন প্রচেষ্টা শুরু হয়—এই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীরা আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। দাবী ছিল দাস কমিশনের রায় বাতিল করা এবং ইউ জি সি বেতনক্রম চালু করা। কিন্তু প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত এখানেই

থেকে যায়নি। ১৯৭৩ সালে গঠিত সরোজনাথ সেনের সভাপতিত্বে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন সংশোধন হলেও গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে কোন সুপারিশ করা হয় নি। ১৯৭৬ সালে সেন কমিশন গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা শিক্ষকদের সমতুল স্থান থেকে নামিয়ে দেওয়ার সুপারিশ করেন। একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে সেন কমিশনের সুপারিশ তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত ছিল। সেন কমিশন, ইউ জি সি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একাধিকবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দিয়ে এই অবমূল্যায়নের প্রতিবাদ জানান হয়েছিল। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় গণ ডেপুটেশনেও অংশগ্রহণ করা হয়েছিল।

১৯৭৭ সালে দেশের অগণিত মানুষের সংগ্রামের মূল্যফল গ্রহণ করে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে আশা ভরসার সৃষ্টি হয়। বামপন্থী ফ্রন্ট সরকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বীকৃতি দান করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, পঃ বঃ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে কলেজ গ্রন্থাগারের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য যৌথ আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন ডেপুটেশন আলাপ আলোচনা অনুসারে রাজ্য সরকার একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে বেড় বছর সময় নেয়। ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাসে দুটি পৃথক আদেশনামা প্রকাশিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী কলেজের ক্ষেত্রে। আদেশ নামায় বলা হয়েছে যে সমস্ত গ্রন্থাগারিক (উপ ও সহ গ্রন্থাগারিক সহ) ৩০০-৬০০ বেতনের অধিকারী তাদের বেতনক্রম ৫০০-৯০০ করা হলো এবং ১৯৭৩ সাল থেকে এই আদেশ নামা কার্যকরী হবে। সম্প্রতি যে আদেশনামা প্রকাশিত তাতে কলেজ গ্রন্থাগারের আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে আমাদের সামনে যে কয়েকটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেগুলি আপনাদের বিবেচনার জন্য রাখতে চাই।

প্রথমে যে বিষয়টি সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীদের সতর্ক করা প্রয়োজন তা হল কিছু ব্যক্তির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এদের আক্রমনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। ইতিপূর্বে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ও (১৯৬৭ সালে) এই ধরনের ঝোঁক দেখা গিয়েছিল কিন্তু অভ্যন্তরীণ সংগঠন গ্রন্থাগারিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে সেটা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। এই ঝোঁকটি আবার দেখা দিয়েছে এবং এরাই কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীর একমাত্র মুক্তিদাতা হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় রত। কিন্তু কিছু গ্রন্থাগার কর্মী এই বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এরা সেন কমিটি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রন্থাগারনীতি যার ফলে গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা নিম্নাভিমুখী হয়েছে তাদের ভিন্নাকলাপ সম্পর্কে নীরব। কিন্তু রাজ্য সরকার কেন ৭০০-১০০ বেতনক্রম দিলেন না সে সম্পর্কে সদাই সরব, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা হলো ইদানিং কালেও UGC কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে শিক্ষকদের সমতুল বেতন দেওয়ার সুপারিশ করেছিলেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্পর্কে নারাজ। AIFUCTO গত বছর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যে ডেপুটেশন দিয়েছিলেন তাতেও এই বিষয়টি ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি এ বিষয় প্রত্যাখ্যান করেছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী এ সম্পর্কিত সমস্ত দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করছে।

আরেকটি প্রতিবিরোধের ক্ষেত্র হলো বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীটি গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে

ব্যতিরেকেই শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম দাবী করেছিলেন—অর্থাৎ যার যে যোগ্যতাই থাকুক না কেন সবাই ৭০০—১৬০০ পাবে। পরিষদের বক্তব্য ছিল ভিন্ন। পরিষদের বক্তব্য ছিল এম-এ, বি-লিব-এস-সি যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম দেওয়া আর বাকী সবাইকে ৫৫০—৯০০ দেওয়া; ভবিষ্যত নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের ন্যূনতম যোগ্যতা এম-এ, বি-লিব-এস-সি স্থির করা। শিক্ষাগত যোগ্যতা অধ্যাপকদের না হলে বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম আদায় করার অনেকগুলি অসুবিধা আছে। যে তামিলনাড়ুর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সেখানেও কি শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম দিতে পেরেছে? না তা হয়নি—সেখানে এম-এ'দের ক্ষেত্রে ৭০০—১৩০০ বেতনক্রম দেওয়া হয়েছে। যা শিক্ষকদের চাইতে কম। তাহলে দাবী কি? UGC প্রবর্তিত ৭০০—১৩০০ না শিক্ষকদের সমতুল ৭০০—১৬০০ বেতনক্রম? কোন দাবিটা যুক্তিযুক্ত? বর্তমান আন্দোলন আংশিকভাবে সফল হয়েছে। ভবিষ্যতে শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রমের জন্য আন্দোলন করতে হবে।

আর প্রশ্ন নিয়ে আপত্তি করা হয়েছিল তা হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট নির্বাচনে "গ্রন্থাগারিক" কেন্দ্রটি নিয়ে। গতবছর পরিষদে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল কেন "গ্রন্থাগারিক" বলে আলাদা কেন্দ্র স্থির করা হয়েছে—কেন শিক্ষকদের কেন্দ্রের মধ্যে গ্রন্থাগারিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হলো না। এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো মূল প্রশ্ন তো বটেই কৌশলগত দিক থেকে এটা ছিল ভুল চিন্তা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ২৯৬টি কলেজ শিক্ষকদের মধ্যে সংখ্যার দিক থেকে গ্রন্থাগারিকরা নগণ্য এমনকি সরকারী গ্রন্থাগারিকদের একত্রিত করলেও একটা আসনও পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা। গ্রন্থাগারিকদের পৃথক একটি আসন আমাদের বৃত্তির স্বতন্ত্র সত্তা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একধাপ অগ্রগতি বলে পরিষদ মনে করে। এই প্রসঙ্গে পরিষদের আরেকটি বক্তব্য হলো যে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের উপ ও সহ-গ্রন্থাগারিকদেরও এই কেন্দ্রে ভোটাধিকার দিতে হবে। এই বক্তব্য পরিষদ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট একাধিকবার পেশ করেছে, যদিও এই দাবী এখনও স্বীকৃত হয়নি। শিক্ষককেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হলেই কি শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদা পাওয়া যেত? তামিলনাড়ুতে পাওয়া যাচ্ছে? এ সম্পর্কে যে মূল প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তা হলো গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষক কি না? ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ বলিষ্ঠ বলেন যে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষকের কোন Academic content নেই, গ্রন্থাগারিকতা একটি পেশা পর্যন্ত নয়। এঁরাই কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রন্থাগার নীতির প্রবক্তা। বস্তুতঃ এদের পরামর্শের ফলেই কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা তথা গ্রন্থাগার নীতি ও বেতনক্রম স্থির হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারিকরা এ জাতীয় আক্রমণের সম্মুখীন এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলছেন; তখন গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীটি কি কারণে নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা বিসর্জন দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন এটা বুঝতে আমরা অক্ষম। আমরা মনে করি গ্রন্থাগারিকতা একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি, স্বতন্ত্র পেশা এর জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাব্যবস্থা ও নিজেদের বৃত্তিগত উন্নয়নের জন্য নিজস্ব সমিতি আছে, গবেষণা ব্যবস্থাও আছে। সুদীর্ঘ ৫৬ বছর ধরে এরাজ্যে যে আন্দোলন, যে বৃত্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—যার বড় স্বীকৃতি হলো বর্তমান রাজ্য সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগার মন্ত্রীর নিযুক্তি, গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধকরণ গ্রন্থাগারিকদের UGC বেতনক্রম রাজ্য বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে বরাদ্দবৃদ্ধি, গ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ, সিনেটে গ্রন্থাগারিক কেন্দ্রের সৃষ্টি প্রভৃতি। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই আন্দোলনের মূল সংস্থা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিরোধীতার কিছু ব্যক্তির আত্মপ্রসাদলাভে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু প্রকারান্তরে এগুলি আন্দোলনের সামিল।

পরিষদ মনে করে বিগত ৪ বছরে প্রভূত অগ্রগতি হলেও আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই। বরং গ্রন্থাগার কর্মীদের সুসংহত করে আরো দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে হবে। এখনও বহুদূর যেতে হবে; পথে আসবে বহু বাধা-বিঘ্ন চলার পথে স্থির হবে কে বন্ধু কে শত্রু। ইতিপূর্বেও একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী ছোঁক সবকিছু পাইয়ে দেওয়ার বহান হস্ত নিয়ে পরিষদকে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বেছে নিয়েছিল—কিন্তু বেশীদিন যেতে পেরেছিল। তাই আপনাদের কাছে নিবেদন যে শর্টকাট কোন পথ নেই। সামগ্রিক পরিস্থিতির বিবেচনায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই। ভুয়া প্রচার এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা আত্মহননের পথ। বিকাশের স্বার্থেই আমরা দাবী করেছি যে তাদের টিচার্স কাউন্সিলের সদস্য করতে হবে। কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে টিচার্স-ইন্-চার্জ প্রথার অবসান করতে হবে, গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করে প্রতিটি কলেজে গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করতে হবে। এইসব দাবী পূরণের মাধ্যমেই তারা তাদের মর্যাদা ফিরে পাবেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাই কলেজের গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে যে আপনারা নিজেদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল সংস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করবেন না। কে ৫৫০-৯০০ পাইয়ে দিল সে সম্পর্কে বিভ্রান্ত হবেন না—ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম ছাড়া কিছু পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্প্রসারিত করার জন্য, এমন কি বেতনক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে, WBCUTA, WBGCTA, AIFUCTO, WBSLEA প্রভৃতি সংস্থার সাহায্য ও সহানুভূতি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণীয়। একক শক্তিতে যদি এই বেতনক্রম পাওয়া যেত তাহলে সত্যেন সেন, নীহার রায়, দাস কমিশন গ্রন্থাগারিকদের এতটা ক্ষতি করতে পারতো না; অনেক কাল আগেই ৭০০-১৬০০ বেতনক্রম পাওয়া যেত। আমরা মনে করি আমরা গ্রন্থাগারিক এবং এটাই আমাদের একমাত্র পরিচয়; এই পরিচয় নিয়েই আমরা সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো; অন্য কোন বৃত্তির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলার প্রয়োজন নেই। আমাদের অনেক দাবী অমীমাংসিত আছে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই আমাদের তা আদায় করতে হবে।

অভিনন্দন সহ—

রামকৃষ্ণ সাহা
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি :—

৩৮তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের স্থান ও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পরিষদের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী ও জেলা শাখাগুলির কাছ থেকে প্রস্তাব আহ্বান করা যাচ্ছে। সম্মেলন মার্চ মাসের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সম্পর্কে প্রস্তাব কর্মসচিবের নামে সত্বর পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কর্মসচিব—

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

Annual Price Rs. 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. [illegible] 145
Regd. [illegible] RN/2[illegible]

Volume 31 : No. 2 [illegible] June, 1[illegible]

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press
23, Dixon Lane, Calcutta—700014

Editor : Prabir Roychaudhury

If undelivered please return to :
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩১, সংখ্যা-৩ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | ভাদ্র, ১৩৮৮

সূচী

সম্পাদকীয়

রেফারেন্স সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা — দীপককুমার দে

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য বিজ্ঞানের দেওয়াল পত্র — রামকৃষ্ণ সাহা

পরিষদ কথা ১৫৯

গ্রন্থাগার সংবাদ ১৬০

সরকারী নির্দেশনামা ১৬১

পরিষদের স্মারকলিপি ১৬৬

English Abstract ১৬৯

"গ্রন্থাগার"এ বিজ্ঞাপন দেবেন কেন ?

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেবেন এইজন্য যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে এই পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়। ও ছাড়া ভারতের বাইরেও এই পত্রিকার গ্রাহক রয়েছেন। এই পত্রিকার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিকবৃন্দ পুস্তক নির্বাচন করে থাকেন।

বিজ্ঞাপনের হার

কোন্ পৃষ্ঠার কতটা	সাধারণ সংখ্যা (টাকা)	বিশেষ সংখ্যা (টাকা)
পূর্ণ পৃষ্ঠা : রঙ্গীন প্লেট	— ৩০০	— ৪০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : ২য় ও শেষ প্লেট	২৫০	৩৫০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১২৫	— ২০০
পূর্ণ পৃষ্ঠা : সাধারণ	— ২০০	— ৩০০
অর্ধ পৃষ্ঠা : ঐ	— ১০০	— ১৫০
¼ পৃষ্ঠা : ঐ	— ৫০	— ১০০

পত্রিকার সাইজ ২৪ × ১৮ সি. এম,
ছাপা অংশের সাইজ ২০ × ১৬ সি. এম.

পরবর্তী সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

ফোন : ৪৪-৮৫৪৯

। পরিষদ প্রকাশিত কয়েকটি বই ।

Dr. Ranganathan—Library Personality & Library Bill for West Bengal. মূল্য—২·০০

Library Service in India To-day. মূল্য—৩·০০
আমেরিকান সংবাদ প্রতিষ্ঠানে ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত প্রচেষ্টায় আয়োজিত আলোচনা চক্রের বিবরণ।

নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা মূল্য—৫·০০
আড়াই হাজারের বেশী সুনির্বাচিত বাংলা বইয়ের তালিকা।

ডঃ বিমল দত্ত—রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার। মূল্য—২·০০

ডঃ আদিত্য ওহদেদার : গ্রন্থবিদ্যা। মূল্য—৪·০০

বাণী বসু (সম্পাঃ)—বাংলা শিশু সাহিত্য : গ্রন্থপঞ্জী। মূল্য—৭·০০
১৮১৮ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত প্রায় ৫,৫০০ গ্রন্থ ও ১৫০ সাময়িক পত্রের প্রামাণ্য তালিকা।

গ্রন্থাগার : পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৩৮২। মূল্য—৫·০০ [বাঁধানো ১০·০০]
স্বাতিমান দৃষ্টিকুশলী এবং বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক শিল্পীর রচনায় সমৃদ্ধ।

৩৫-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ১৯৭৯ সংখ্যা আলোচিত প্রবন্ধাবলী, প্রতিবেদন ও গৃহীত প্রস্তাবসমূহ— মূল্য —১৫ টাকা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি. ১৩৪, সি. আই. টি. স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

গ্রন্থাগার
পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩১, সংখ্যা ৫ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | ভাদ্র, ১৩৮৮

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার কমিটি

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে গঞ্জে গ্রন্থাগার স্থাপনের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচী অনুযায়ী ১৫৭৩টি গ্রামীণ ও প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরী এবং ১১৩টি শহর গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার এক বিরাট কর্মযজ্ঞ বেশ কিছুদিন শুরু হয়েছে। নূতন গ্রন্থাগার স্থাপনকালে জনগণের উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সরকার পোষিত (স্পনসর্ড) গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রধানত যে দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে জনগণের উদ্যোগে স্থাপিত সাধারণ গ্রন্থাগার গুলিকে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে তা হল :

(ক) দীর্ঘদিন ধরে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠেছে সেই গ্রন্থাগারগুলি সরকার পোষিত ব্যবস্থার মধ্যে আসলে গ্রন্থাগারগুলির স্থায়িত্ব আসবে, আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি পাবে এবং পরিষেবার মান উন্নত হবে।

(খ) স্থান সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করে বা ভাড়া নিয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করতে গেলে যথেষ্ট সময় ও উদ্যোগের প্রয়োজন হবে। ফলে কাজ বিলম্বিত হবে। তাই এদিকে জেলা চাহিদা অনুযায়ী নূতন নূতন জায়গায় পুরোপুরি সরকারী উদ্যোগে গ্রন্থাগার স্থাপিত হবে, তারই সঙ্গে বর্তমান যে সব সাধারণ গ্রন্থাগার আছে সেগুলোকে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে যে সব গ্রন্থাগার সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়েছে সে সব গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগও চলছে। কর্মী নিয়োগ সম্পর্কে সরকারী নীতি হল নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে। কর্মী নিয়োগের ফলে গ্রন্থাগারের কর্মতৎপরতাও যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নব নিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগার কমিটির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে সুষ্ঠুভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। দুর্ভাগ্যবশত কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু দ্বন্দ্ব ও বিরোধ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই বিরোধের কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে মানসিক আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নীতিগত। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে বিষয়টি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারিক স্থানীয় এলাকার বাসিন্দা নন এবং গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁর পূর্বে কোন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু কিছু গ্রন্থাগার কমিটির সদস্য হয়ত মনে করেন যে তাঁদের এতো দিনের ত্যাগ ও নিষ্ঠার মাধ্যমে যে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে তা বহিরাগত বেতনভুক গ্রন্থাগারিক কি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারবেন? আবার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সদ্য শিক্ষণ প্রাপ্ত তরুণ গ্রন্থাগারিক হয়ত গ্রন্থাগারে যে পরিবেশ আশা করেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে তা পাচ্ছেন না বা তাদের ব্যক্তিগত শিক্ষণের প্রয়োগের সুযোগ সম্ভাবনাও খুব বেশী দেখতে পাচ্ছেন না। উভয়েই তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে খুব বেশী সচেতন এবং অনেক সময় নিজ নিজ বক্তব্যকে অপরিবর্তনীয় মনে করার ফলে কখনো কখনো অবস্থা জটিলতর হচ্ছে। অথচ পরস্পর পরস্পরের ভূমিকাকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতে পারলে এ ধরণের জটিলতার আদৌ কোন কারণ থাকতে পারেনা। গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা ও কর্মসূচী রূপায়ণের কাজে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্ধারিত কর্মসূচীর মধ্যে ব্যক্তিগত কাজের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের একদিকে যেমন স্বাধীনতা থাকা প্রয়োজন, অন্যদিকে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে সার্থক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে গ্রন্থাগার কমিটি ও স্থানীয় উদ্যোক্তাদিগকে কখনোই তা সম্ভব নয়। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্যোগের ফলে গ্রন্থাগারগুলি গড়ে উঠেছে অযৌক্তিক ভাবে তাদের বঞ্চিত ও ক্ষুণ্ণ করে তুললে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। এক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে পরস্পর পরস্পরের বক্তব্য উপলব্ধি করার আন্তরিক চেষ্টা। এখানে নীতি হিসাবে যা গ্রহণ করা উচিৎ তা হল: গ্রন্থাগারের কর্মসূচী ও উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ধারিত হবে গ্রন্থাগার কমিটিতে। সেই গ্রন্থাগার কমিটিতে গ্রন্থাগারিক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে কর্মসূচী বা পরিকল্পনা গৃহীত হবে তার যথাযথ রূপায়ণের প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হবে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর। গ্রন্থাগার কমিটির সদস্যরা গ্রন্থাগারিককে পাশ থেকে নানাভাবে সাহায্য করবেন এবং পরামর্শ দেবেন। এক কথায়, একটি ভাল গ্রন্থাগার কমিটি গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের অন্যের বেশী দক্ষ, আরো বেশী কর্মঠ করে তুলতে পারেন, ঠিক তেমনি একজন দক্ষ গ্রন্থাগারিক কমিটি সদস্যদের আরো বেশী আগ্রহী আরো বেশী সহযোগী করে তুলতে পারেন। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে বলিষ্ঠ গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তুলতে দেশে উভয়ের ভূমিকা অপরিহার্য। পরস্পর পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কখনই সুষ্ঠু গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে না। সরকার পোষিত গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার যে নিয়মাবলী রচনা করেছেন তাতে একদিকে যেমন বে-সরকারী সদস্যদের আধিক্য ও গুরুত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে কমিটির দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা ও দায়িত্বও সঠিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মী, কমিটির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবীকর্মী সকলের কাছেই আমাদের আবেদন পরিবর্তনশীল সমৃদ্ধমত ও সম্প্রসারিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার যে সুযোগ ও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তা যৌথভাবে আপনারা গ্রহণ করুন।

রেফারেন্স সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা : একটি তাত্ত্বিক আলোচনা

দীপককুমার রায়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মুখবন্ধ :

বেশ কিছুদিন হল অন্যান্য স্বীকৃত বৃত্তির মত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানও একটি উন্নত মানের বৃত্তি হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই বৃত্তি পূর্ণ বিকাশের পথে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে রেফারেন্স সার্ভিস সম্পর্কে ধারণা কেবল বইপত্র সংগ্রহ করা এবং তা পাঠককে সরবরাহ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ সে ধারণার অবসান হবে, রেফারেন্স সার্ভিস পাঠকের চেতনায় নতুন আলোকে উদ্ভাসিত। রেফারেন্স সার্ভিসের কাজে একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত পূর্ণ সময়ের গ্রন্থাগার কর্মীর নিযুক্তির প্রয়োজন সর্বজন স্বীকৃত। রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের প্রধান কাজ হল পাঠককে বই এবং অন্যান্য মুদ্রিত দ্রব্যাদির সম্পর্ক বস্তুপ্রবৃত্ত হয়ে জানানো এবং পাঠকের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করা। অতীতে গ্রন্থাগারিকের কাজ ছিল বই সংগ্রহ, সংগঠন এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ। আজ সে ধারণা পালটে গেছে এবং গ্রন্থাগারে এসে পাঠক এখন আশা করতে পারে যে, সে গ্রন্থাগারিকের কাছ সরাসরি তার পাঠ্য বিষয়ে সাহায্য পাবে। গ্রন্থাগারকে একটি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিন্তা করলে ভুল হবে। কারণ স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষ একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করে থাকে। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারে মানুষ সারাজীবন শিক্ষালাভ করতে পারে। গ্রন্থাগারে রেফারেন্স সার্ভিস সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে পাঠকের সঙ্গে তার প্রয়োজনীয় তথ্যসংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে।

রেফারেন্স সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা এবং সংজ্ঞা।

রেফারেন্স সার্ভিস বললে গ্রন্থাগারের কাজের এমন একটি দিককে বুঝায় যেখানে গ্রন্থাগারিক সরাসরি পাঠককে সাহায্য করে। অন্যভাবে বলা যায় গ্রন্থাগারে পাঠকের পড়াশুনো এবং গবেষণার প্রয়োজনে গ্রন্থাগারিককে যখন সরাসরি বিশেষ তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে হয়। তখন সেই জাতীয় সেবাকে রেফারেন্স সার্ভিস আখ্যা দিয়ে থাকি। একটি সুপরিচালিত গ্রন্থাগারে পাঠকদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে ক্যাটালগ, শেলফলিস্ট, চার্ট, নির্দেশক প্রভৃতি রয়েছে। এসব সত্ত্বেও পাঠকের কাছে গ্রন্থাগারিকের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে। এবং যদি এই গ্রন্থাগারিকের প্রত্যক্ষ সাহায্য ব্যতীত গ্রন্থাগারের মুদ্রিত দ্রব্যাদি (Printing Materials) পাঠক পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। বিশেষ করে বড় বড় গ্রন্থাগারে প্রতি পদক্ষেপে পাঠককে গ্রন্থাগারিকের সাহায্য নিতে হবে। মানুষ বাস্তবিক ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে না। মানুষের সংগঠন মানবিক ব্যবহার প্রত্যাশা করে এবং সংবেদনশীল আচরণে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়াস পায়। রেফারেন্স বইগুলো খোলা আলমারীতে থাকায় পাঠকের বই খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। তথাপি পাঠক গ্রন্থাগারিকের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে তার পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ পেতে ইচ্ছা করে। কারণ শুধুমাত্র রেফারেন্স বই দেখে অনেক সময় পাঠক তার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সঠিক উত্তর পায় না, বা রেফারেন্স বই ব্যবহার করবার জন্য যে কৌশল দরকার (Technique) তা সে নাও জানতে পারে। পাঠক গ্রন্থাগারে এসে গ্রন্থাগারিকের কাছে তার পড়াশুনোর জন্য বই নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের সাহায্য প্রার্থী হতে

পারে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে গ্রন্থপঞ্জী সংক্রান্ত সাহায্যের অনুরোধ গ্রন্থাগারিককে প্রায় প্রতিদিনই গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং গ্রন্থাগারিক অথবা গ্রন্থাগার কর্মী মূলতঃ পাঠক এবং পাঠকগুলির মধ্যে মধ্যস্থতা করে থাকে। বিভিন্ন ধরণের পাঠকের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন গ্রন্থাগারের রেফারেন্স কর্মীকে শুনে সমাধানের পথ বাতলে দিতে হয়। যেমন কেউ কলকাতা থেকে দিল্লীর খবর জানতে আগ্রহী। কেউ বা বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থার ঠিকানা জানতে ইচ্ছুক, আবার এমন পাঠকও আছে যিনি হয়ত এভারেষ্ট শৃঙ্গের উচ্চতা জানতে চান। আবার কোনও পাঠক পড়বার জন্য একটি উপযুক্ত বইয়ের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য রেফারেন্স কর্মীকে অনুরোধ করতে পারে। (কোন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।) তবে কোন ধরণের বইতে প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর পাওয়া যাবে তা রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সহজে ও সঠিক ভাবে দেওয়া সম্ভব। পাঠকের যে কোন সমস্যা সমাধানে রেফারেন্স গ্রন্থাগারিককে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিতে হবে। অপর পক্ষে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য পাঠককেও গ্রন্থাগারিকের উপর নির্ভর করতে হয়।

রেফারেন্স সার্ভিসের সংজ্ঞা :

ওয়েয়ার (Wyer) মনে করেন "রেফারেন্স সার্ভিস সহানুভূতিশীল এবং সুসংগঠিত ব্যক্তিগত সাহায্য যা গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের সংগ্রহ থেকে পাঠককে সাধারণ পড়াশুনা এবং গবেষণার জন্য দেবে"।

মার্গারেট হাচিনস্ (Margarett Hutchins) এর মতে "রেফারেন্স সার্ভিস হল যে কোন প্রয়োজনে পাঠককে সরাসরি ব্যক্তিগত সাহায্য প্রদান করে তথ্য সরবরাহ করা"।

ফকেট (Foulett) মনে করেন রেফারেন্স সার্ভিস হল মানবিকতার ব্যবহারিক প্রয়োগ। কারণ এ কাজের মূলে রয়েছে মানুষকে যে ভাবেই হোক জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে অধিকতর সুখের রাজ্যে পৌঁছে দেওয়া"।

আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের (A. L. A.) শব্দাভিধিতে (Glossary of Library Terms) দেখা যায় যে "রেফারেন্স সার্ভিস হচ্ছে গ্রন্থাগারের সেই ধরণের কাজ যা পাঠককে তথ্য আহরণে এবং গ্রন্থাগারের সম্পদ ব্যবহারে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে এবং এই সাহায্য পাঠকের পড়াশুনা এবং গবেষণা ইত্যাদির উন্নতি সাধন করে"।

ডঃ রঙ্গনাথনের (Dr. Ranganathan) মতে রেফারেন্স সার্ভিস হচ্ছে "একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পাঠক এবং তথ্য পুস্তকের সংযোগ সাধিত হয়"।

গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে রেফারেন্স সার্ভিসের মূল উদ্দেশ্য হল পাঠকের কাছে তথ্য সহজলভ্য করে দেওয়া, পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করা এবং সংগঠিত করা।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী যে সংজ্ঞার মাধ্যমে রেফারেন্স সার্ভিসকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তা একত্রিত করলে দেখা যাবে যে, তারা প্রত্যেকেই রেফারেন্স সার্ভিসকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ বলে স্বীকার করেছেন। এই সংজ্ঞা সমূহকে সঠিকভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে মানবিক ব্যবহার, দায়িত্ববোধ এবং পাশাপাশি সুসংগঠিত রেফারেন্স সংগ্রহ, রেফারেন্স সার্ভিসের জন্য অপরিহার্য। এই সব সংজ্ঞার আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে তা হচ্ছে, জ্ঞান আহরণে পাঠককে গ্রন্থাগারে সর্বাত্মক সাহায্য দেওয়ার স্বীকৃতি। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে আলোচিত সংজ্ঞাগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে পাঠকের প্রয়োজনে গ্রন্থাগারিকের সর্বপ্রকার সহযোগিতা গ্রন্থাগারিক রেফারেন্স বিভাগের কাজকর্ম পরিচালনার সময়ে সর্বাগ্রে মনে রাখবে পাঠকের সমস্যার কথা।

রেফারেন্স সার্ভিসের পরিধি এবং তার তত্ত্বগত দিক :

রেফারেন্স সার্ভিস হল পাঠককে জ্ঞান আহরণের সূত্র সন্ধানে সরাসরি সাহায্য দান। সাহায্য দান কথাটির অর্থ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন কর্মধারা যার মাধ্যমে পাঠকদের গ্রন্থাগারের কার্ড ক্যাটালগের সঙ্গে পরিচিত করান, বই নির্বাচনে পাঠককে উপদেশ দেওয়া, বইয়ের তথ্য আহরণে সাহায্য করা এবং গ্রন্থাগারের সমস্ত কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠককে অবহিত করা ইত্যাদি। মোট কথা রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক সম্ভাব্য সমস্ত পথেই পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী তাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবে। পাঠকের চাহিদা পূরণে সাহায্য করাই রেফারেন্স সার্ভিসের মূল লক্ষ্য।

রেফারেন্স সার্ভিসের মূল উদ্দেশ্য :

রেফারেন্স সার্ভিসের তাত্ত্বিক দিকটি যদি বিশেষ ভাবে অনুধাবন করা যায়, তবে এর মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। রেফারেন্স সার্ভিসের যে সব তত্ত্ব পাওয়া যায় তার মধ্যে ওয়ার (Wyer) এর রক্ষণশীল (conservative) মধ্যপন্থী (moderate) উদারপন্থী (liberal) ইত্যাদি তত্ত্বগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রক্ষণশীল মতবাদ পাঠককে সর্বাত্মক সাহায্য দেওয়ার কথা স্বীকার করে না। তবে মোটামুটি সাহায্যের কথাই এতে বলা হয়েছে। রক্ষণশীল তত্ত্বে আরও বলা হয়েছে যে অনভিজ্ঞ ও হতভম্ব পাঠককে সাহায্যের জন্য গ্রন্থাগারিককে বদ্ধপরিকর হতে হবে। প্রতিটি পাঠকের জন্য সাহায্যের হাত সম্প্রসারণের নীতি রক্ষণশীল নীতিতে বা তত্ত্বে স্বীকৃত হয়নি। অতএব এই মতবাদে রেফারেন্স বইএর অবস্থান দেখিয়ে দেওয়া গ্রন্থাগারিকের কাজ, অন্য কিছু নয়। এখানে পাঠকের সাহায্য পাওয়ার অধিকার অত্যন্ত সীমিত। এই তত্ত্বকে স্বল্পতম (Minimum) সাহায্যের তত্ত্বও বলা হয়ে থাকে।

এখন বিচার করে দেখতে হবে রক্ষণশীল চিন্তার (Conservative) যে মতবাদ রয়েছে তাকে বাদ দিয়ে মধ্যপন্থার মতবাদটিকে (Moderate) গ্রহণ করা হবে কিনা? এই তত্ত্ব গ্রহণে বিশেষ অসুবিধা হয় না, কারণ এই তত্ত্বে রক্ষণশীল মতবাদ ও উদার মতবাদের এক মাঝামাঝি অবস্থা দেখা যায়। এজন্য এই মতবাদকে অনেকে রেফারেন্স সার্ভিসের সমঝোতার মতবাদ বলে থাকে (Middling theory)। তবে সর্বাত্মক সাহায্যের এই মতবাদে কিছু বলা হয়নি। তবে এটাও ঠিক, ব্যাপারে রক্ষণশীল মতবাদে যে স্বল্পতম সাহায্যের কথা বলা হয়েছে, তার থেকে এই পন্থার তত্ত্ব (Moderate theory) পাঠককে অনেক উন্নতর সাহায্য দেওয়ার জন্য অনুমোদন করেছে।

এবার দেখা যাক উদারপন্থী তত্ত্ব (Liberal theory) বা সর্বাত্মক সাহায্যের (Maximum) তত্ত্বের মাধ্যমে পাঠককে কতটুকু উপকার করা যায় অথবা এ তত্ত্বের সারমর্ম বা কি? মূল কথা হল একজন পাঠক পাঠ্যবিষয়ের বা গবেষণা বিষয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য গ্রন্থাগারে আসে। সেই ক্ষেত্রে তাকে সঠিক তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে এই উদার নীতিটির সার্থকভাবে রূপায়ণ সম্ভব। এখন পাঠককে শুধুমাত্র বইয়ের অবস্থান দেখালেই হবে না বই এর ব্যবহারও দেখানো হবে। অনেক সময় দেখা যায়, রেফারেন্স বইএর নতুন সংস্করণে অনেক পরিবর্তন হয়, তাতে পুরানো সংস্করণের সঙ্গে নতুন সংস্করণের প্রায়ই কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। উদাহরণ হিসাবে Encyclopaedia Britannicca র নাম করা যায়। পঞ্চদশ সংস্করণে এই কোষগ্রন্থটির নাম হয়েছে A New Encyclopaedia Britannica এবং এটি তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। চতুর্দশ সংস্করণে এটি ছিল চব্বিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ। তাছাড়া এটি সাজানোর পদ্ধতিও একেবারে আলাদা। যেমন—Propaedia, Micropaedia, এবং Macropaedia। যদি পাঠককে শুধুমাত্র কোন গ্রন্থটির অবস্থান দেখিয়ে দেওয়া যায় তাহলে পাঠক বিভ্রান্তির অবস্থাতে পড়বেন। এক্ষেত্রে গ্রন্থটির ব্যবহার কৌশল ও দেখিয়ে দিতে হবে। মোট কথা

পাঠককে রেফারেন্স বই দিয়ে সাহায্য করবার সময় সেটির ব্যবহার সম্পর্কে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় উদারপন্থী নীতিই রেফারেন্স সার্ভিসের মূলে চালিকাশক্তি।

উদারনীতির যথার্থ রূপায়ণ করতে গেলে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকে রেফারেন্স সার্ভিসের গুরুত্ব অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এই সময় থেকে দেখা গেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। সেই সময় থেকেই বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট গ্রন্থাগারে আসতে আরম্ভ করেছে যার সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসময় থেকেই দেখা যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়, বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক ল্যাবরেটরীতে এবং শিল্প সংস্থানে পুরোদমে গবেষণার কাজ শুরু হয়। পাশাপাশি দেখা গেল প্রচুর পরিমাণে গবেষণা ও সমাজবিজ্ঞানের বহু ডকুমেন্ট গ্রন্থাগারে আসতে আরম্ভ হোল।

উপরিউক্ত সমস্যার সমাধানের উপায়ের মধ্যে একটি হ'ল রেফারেন্স সার্ভিসের পরিধিকে বিস্তৃত করে দেওয়া এবং এটি করতে গেলে সংগৃহীত ডকুমেন্টের সুসংগঠন একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং রেফারেন্স সার্ভিস দেওয়ার সময় এই সব বিষয়ে ভাববার দিন এসেছে।

যাই হোক জ্ঞানের আলো বহনকারী ডকুমেন্টকে আধুনিক পাঠকের কাছে তুলে ধরাই আজকের রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। একজন সাধারণ পাঠক থেকে ছাত্র, গবেষক, পণ্ডিত, একজন প্রযুক্তিবিদ-এর আলাদাভাবে দেখান কোন কঠিন কাজ নয়। কারণ একজন সাধারণ পাঠককে যে ধরনের তথ্য সরবরাহ করতে হয়, তার চেয়ে অনেক বেশী সময় ধরে গবেষক, পণ্ডিত এবং প্রযুক্তিবিদদের তথ্য অনুসন্ধানের কাজে গ্রন্থাগারিককে ব্যস্ত থাকতে হয়। জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগই আজ বিকশিত। পাঠক গ্রন্থাগার থেকেই জ্ঞান সন্ধান করতে এসে গ্রন্থাগারিকের সাহায্যপ্রার্থী হয়। গ্রন্থাগারিক জ্ঞান-সমুদ্রে পাঠককে রেফারেন্স সার্ভিস দিয়ে সমৃদ্ধ করে এবং সেই সঙ্গে নিজেও সমৃদ্ধ হয়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকই তথ্য সন্ধান করে গবেষক এবং অন্যান্য পাঠকদের সন্তুষ্টি বিধানে সক্ষম। সে গবেষক এবং সংগৃহীত ডকুমেন্টের মধ্যে সমন্বয়তা করে এবং এর জন্য প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে গ্রন্থপঞ্জী এবং বিষয় নির্বাচনে দক্ষতা। বর্তমানে গবেষণাক্ষেত্রে কারিগরী রিপোর্ট বা বিষয় বিবরণী দরকার হয়। এই সব বিষয়ে গবেষককে গ্রন্থাগারিক অবহিত করে থাকে।

প্রকৃত পক্ষে চাহিদা অনুযায়ী সঠিক তথ্য দানে ব্যবহারকারীকে সাহায্য করার মাধ্যমে রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক নিজেকে গৌরবান্বিত করে তোলে। একথা মনে রাখতে হবে যে একটি গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তার অনেকটা নির্ভর করে সেখানকার রেফারেন্স সার্ভিসের উপর।

এ পর্যন্ত রেফারেন্স সার্ভিস সম্পর্কে আলোচনার তার স্বরূপটি ধরা পড়েছে। এর মাধ্যমে রেফারেন্স সার্ভিসের বিষয়ও জানা গেছে। নিম্ন-লিখিত কাজগুলি সঠিকভাবে সম্পন্ন করলে প্রকৃত পথে রেফারেন্স সার্ভিস দেওয়া হবে।

রেফারেন্স গ্রন্থাগারিকের প্রথম কাজই হ'ল, পাঠকের জিজ্ঞাস্য বিষয় ঠিকমত গ্রহণ করা। অনেক সময় পাঠক চিঠির মাধ্যমে বা ফোনের মাধ্যমেও রেফারেন্স সার্ভিস চাইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ পাঠককে ক্যাটালগ, গ্রন্থপঞ্জী প্রভৃতি ব্যবহারের বিষয়ে অবহিত করা।

তৃতীয়তঃ পাঠককে তথ্য সরবরাহ করা এবং পাঠকের অনুরোধে পাঠতালিকা এবং সাময়িক ভাবে গ্রন্থপঞ্জী প্রভৃতি প্রস্তুত করেও দিতে হবে।

চতুর্থতঃ প্রয়োজনে ডকুমেন্টেশন সার্ভিস দিতে

হবে। যার মধ্যে থাকবে Abstract এবং Indexing Service এর কাজ।

পঞ্চমত : পাঠ্যতালিকা নকল (copy) করবার ব্যবস্থা এবং সাময়িক পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের নির্দেশিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া মাইক্রোফিল্ম, মাইক্রোকার্ড এবং ফটো কপি ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখাও একান্ত প্রয়োজন যাতে রেফারেন্স সার্ভিস দেওয়া যায়।

ষষ্ঠত : বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে পাঠককে প্রয়োজনে সাহায্য করা সম্ভব।

এছাড়া অল্পস্থায়ী মুদ্রিত (Ephemeral) দ্রব্যাদির রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করা দরকার।

সপ্তমত : অনুবাদের (Translation Service) ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থপঞ্জী কেন্দ্রের (Bibliographical Centre) এবং ইউনিয়ন ক্যাটালগ (Union Catalogue) সংস্থার সঙ্গে যোগাসূত্র রাখতে হবে।

অষ্টমত : আঞ্চলিক, জাতীয় এবং বিভিন্ন দেশের তথ্য সংগ্রহ করে রেফারেন্স বিভাগে রাখতে হবে।

বর্তমানে রেফারেন্স সার্ভিসের গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত। সবশেষে একথা বলে শেষ করা যায় যে, রেফারেন্স সার্ভিসের সুফল নির্ভর করে গ্রন্থাগারের সমস্ত ডকুমেন্ট সুসংগঠিত করার মধ্যে দিয়ে এবং সেগুলো কার্যকরভাবে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে পাঠকের কাছে তা সহজলভ্য হয়। এর জন্য প্রয়োজন সঠিকভাবে পদ্ধতি বিশ্লেষণ করে, সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি গ্রহণ করা। সেই সঙ্গে প্রয়োজন উপযুক্ত রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান নিয়োগ, যাঁরা উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে সঠিকভাবে রূপায়ণে সক্ষম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

রেফারেন্স সার্ভিস কথাটির বাংলা পরিভাষা অনুরূপ সেবা কথাটি আমি মেনে নিতে পারিনি। সেজন্য ইংরেজী শব্দ রেফারেন্স সার্ভিস (Reference Service) আমার প্রবন্ধে ব্যবহার করেছি। যদি কোন বন্ধু আমাকে রেফারেন্স সার্ভিস কথাটির একই ভাব বাংলা প্রতিশব্দ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেন তাহলে আমি বাধিত থাকবো এবং আগামী দিনে সেটি ব্যবহার করার ইচ্ছা রইল।

সমগ্র বাঙালী জাতির শিরে ঝোঁপানো বই :
ডাঃ প্রণব রায়ের
বাঙ্গালী চরিত
অতুল কাহিনী-চিত্রে শোভিত রম-রম্য-রমা রচনা। হাসারকৌতুক ও রস রসের আকরে ভরপুর, নিছক, খাঁটিবুকে বাঙালী জাতির নিরুপম প্রতিচ্ছবি। শিল্পী প্রতিভূষণ মালিকের আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ। দামী আর্টপেপারে কালজয়ী অক্ষরের ছাপা, মজবুত বোর্ড-বাঁধাই। দাম—দশ টাকা। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।
প্রতিটি বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য, নিত্যপাঠ্য, চিরসাথী 'বাঙালী চরিত' গ্রন্থ।
বুক হোম : ৩২ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য বিজ্ঞানের বিতর্কিত সূত্র

রামকৃষ্ণ সাহা
গবেষণা বিভাগ গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচনা

কিছুকাল যাবত গ্রন্থাগারিক মহলে কিংবা পরিষদের অথবা ইয়ানলিঙ্কে একটি বিতর্ক মাঝে মাঝে দানা বেঁধে ওঠে। বয়সে নবীন গ্রন্থাগারিক এবং প্রাচীনদেরও ঐ বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। বিতর্ক কিছুক্ষণের মধ্যে স্তিমিত হয় অমীমাংসিতভাবেই। বিষয় 'তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল' এ জাতীয় না হলেও কাছাকাছি। আলোচনার মূল অনেক গভীরে। কোন এক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক পদের জন্য অধ্যাপক নিয়োগের ইণ্টারভিউতে লেখককে একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রশ্নটি হচ্ছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান আদৌ বিজ্ঞান কি না? গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কি? গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে বিতর্ক এ নিয়েই। কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগগুলির নাম পরিবর্তন করে 'গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ' করার নির্দেশ দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় পাঠ্য বিষয়ের সামান্যতম অদলবদল ব্যতিরেকেই নাম পরিবর্তন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি।

প্রথম বিতর্কের সমাধান তো গ্রন্থাগারিক নিজেই করেছেন। দ্বিতীয় বিতর্কের অবসান জটিল বরং জটিলতা বেড়েছে। গ্রন্থাগার জনসাধারণের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবে? না করবে না? ঘণ্টাখানেক তর্কের কূটকচালিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে তথ্য বিজ্ঞানের অধীনস্ত কোন স্থানে পর্যবসিত করার প্রচেষ্টাকে অনেক গ্রন্থাগারিকই এখনই ক্ষমতুষ্টিতে মেনে নেবেন।

১৯৭৬ সালে ডিসেম্বর মাসে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত ইয়াসলিক সেমিনারে গ্রন্থাগারিকদের অন্যতম গুরুদেব শ্রী বি এল ভরদ্বাজ বলেন যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য বিজ্ঞানের মধ্যে যে সীমারেখাই টানা হোক না কেন আসলে তথাকথিত তথ্য বিজ্ঞানীরা আসছে গ্রন্থাগারিকই। গ্রন্থাগারিকরা যেন এই সমস্ত নতুন নতুন রচিত পদের ভীড়ে নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে না ফেলেন। সর্বমান্য গ্রন্থাগারিক শ্রী রঙ্গনাথন বারের বক্তব্য যে গ্রন্থাগারিক মূলতঃ তথ্য পরিবেশন করেন—পাঠকও গ্রন্থাগারে আসেন তথ্যের জন্য। এমন কি গল্প উপন্যাসের মাধ্যমে তথ্য গূঢ়ভাবে প্রবাহিত হয়। সুতরাং গ্রন্থাগারের প্রধান ভূমিকা 'তথ্য সন্ধান'। শ্রীরায় ও শ্রী ভরদ্বাজের বক্তব্যের মধ্যে মিল যথেষ্ট।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সিদ্ধান্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের নাম পরিবর্তন দুটি বিষয়ের মধ্যে সীমারেখা টানার সুযোগ সীমিত হয়েছে। DRTC এবং INSDOC এর শিক্ষালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালিত শিক্ষালয়ের মধ্যে প্রচুর অমিল বর্তমান। 'গণতন্ত্র' যেমন বেশকাল ভেদে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হতে হতে প্রকৃত অর্থ লোপ পেতে বসেছে এক্ষেত্রেও সে ধরণের আশংকা বর্তমান। সুতরাং আলোচ্য বিষয় অতিসরল বিতর্কমূলক—প্রবন্ধের মাধ্যমে বিতর্কের সূচনা করা হচ্ছে মাত্র। দীর্ঘায়ণের ক্ষমতা লেখকের নেই। অন্য কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন তবে ভাল হয়।

১ গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

প্রথমে পরিষ্কার করে নেওয়া ভাল যে গ্রন্থাগারিকতা আজ আর পূর্বতন রূপে নেই। তারও ঘটেছে বিবর্তন। নাম হয়েছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা বিজ্ঞানের প্রাণবন্তু তার মত করেই এরও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠিত হয়েছে।

কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো গ্রন্থ, নথি, অর্থাৎ বই, পত্র পত্রিকা ও অন্যান্য সামগ্রী যথা দৃশ্য-শ্রাব্য বস্তু ইত্যাদি এবং গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয় পাঠক অনুসারে, সংস্থা অনুসারে—যেমন, সাধারণ, বিশেষ এবং বিশেষত্ব, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি। এর কর্মধারা পাঠকের চাহিদা অনুসারে বই, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি সরবরাহ করা। এই সরবরাহ করার তাগিদে বই নির্বাচন, বর্গীকরণ, সূচীকরণ প্রভৃতি। কর্মধারার মূলমন্ত্র শিক্ষা, তথ্য সরবরাহ ও বিনোদন।

এখন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যতম মূল আলোচ্য বিষয় গ্রন্থ ও নথি নিয়ে আলোচনা করা যাক। Oxford English Dictionary, Webster's Third International English Dictionary, Librarian's Glossary বই-এর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক যুগের গ্রন্থাগারের কাজ যে শুধু বই নিয়ে নয় এতে প্রায় সকলেরই। এজন্য এই বিষয়ের আলোচ্য কেন্দ্র বই থেকে নথিতে পর্যবসিত হয়েছে।

১৯০৮ সালে International Institute of Bibliography বা পরবর্তীকালে FID নামে পরিচিত হয়েছে তাঁরা নথির নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন—"all that which represents or expresses by means of graphical signs (writing, pictures, diagrams, charts, figures, symbols) an object, a deed, an idea, or an impression. Printed texts (books, magazines, newspapers) today constitute the most numerous category of them.

ফরাসী ডকুমেন্টালিস্ট শ্রীমতী Briet নথির নিম্নরূপ সংজ্ঞা দেন—"Any concrete or symbolic sign preserved or recorded for the purpose of presenting, constructing or by proving a physical or intellectual phenomenon." শ্রীমতী Briet কোন জন্তুকে নথি বলতে রাজী নন; জন্তুটির ছবি হচ্ছে নথি।

রঙ্গনাথন নথির নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন। Document—Embodied thought. (Embodied thought—Record of work on paper or other material, for easy physical handling, transport accross space and preservation through time).

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের আওতা বই বা নথি যা নিয়েই হোক না কেন; অন্যান্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞরাও বই বা নথি নিয়ে কর্মধারা চালনা করেন, যেমন করেন আর্কাইভিস্টরা। গ্রন্থাগারিক ও আর্কাইভিস্ট-এর কর্মধারা এক নয়। এজন্য সমস্যার সমাধান সংজ্ঞার মধ্যে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। দুইয়ের মূল প্রভেদ রয়েছে পদ্ধতির মধ্যে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় গ্রন্থ সঙ্কলন অর্থাৎ ব্যবহার আর আর্কাইভিস্টদের মূলমন্ত্র গ্রন্থ সংরক্ষণ। গ্রন্থ/নথি ব্যবহারের পূর্ব শর্ত হচ্ছে নথিতে নিবদ্ধ জ্ঞান/তথ্য সঙ্কলন। প্রচলিত অভিধানগুলিতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, তথ্য এগুলির মধ্যে খুব যে একটা পার্থক্য করা হয়েছে এমন নয়। কিন্তু বিতর্ক রয়েছে তথ্য শব্দটির সংজ্ঞা নিয়ে। জ্ঞান ও তথ্যের মধ্যে যেহেতু একটা পার্থক্য রচিত হয়েছে এজন্য এদের আশ্রিত বিষয়গুলির আওতাও ভিন্ন। গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র জ্ঞান ও তথ্য উভয়কে নিয়েই। এজন্য কারো অভিমত যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান তথ্য বিজ্ঞান-এর চাইতে আরো ব্যাপক।

অপর পক্ষের মত হচ্ছে গ্রন্থাগারের কর্মক্ষেত্র তথা ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্র যতটা গভীর নয় যতটা গভীর বা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। কোন গ্রন্থাগার যদি তথ্য বা উপাত্ত (data) নিয়ে তার গ্রাহকদের সাহিত্য দেয় তাতে আপত্তি থাকার ব্যাপারটা নেই। দ্যাট সিদ্ধান্তে নয়—দুটো জেনারে সীমারেখার মত তফাৎ করা যায় না।

Weisman-এর সংজ্ঞা অনুসারে গ্রন্থাগার হচ্ছে—"বিশেষ ধরনের তথ্য সংবরাহ সংস্থা"। এখানে নথি সংগৃহীত হয়ে থাকে সেগুলি সঞ্চিত করা, পড়া, রেফারেন্সের জন্য সংরক্ষিত সাধারণত নির্দিষ্ট পাঠকের জন্য নির্ধারিত। Weisman বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগারের কথা ভেবে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। সাধারণ গ্রন্থাগারের কথা চিন্তা করলে 'নির্দিষ্ট পাঠকের' কথা বলতেন বিনা সন্দেহ আছে।

এক সময় গ্রন্থাগারের কার্যক্রম শুধু বই লেন দেন-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে তথ্যায়ন (ডকুমেন্টেশন) প্রক্রিয়ার প্রবর্তন গ্রন্থাগারের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ গ্রন্থাগারের কর্মধারার মধ্যে অন্যতম হলো ডকুমেন্টেশন (তথ্যায়ন প্রক্রিয়া)। তথ্য বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ডকুমেন্টেশনের বিষয়টি আলোচনার অপেক্ষা রাখে। ১৯৪৯ সালে Shera এবং Egan বলেন যে তথ্যায়ন হচ্ছে ভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারিকতা "distingnished from general library work is being more intensive i. e. subject analysis is carried further, the range of resources accumulated is greater etc. And documentation has the quality of special, as distinguished from general library Service in its relationship to the specialised need of particular uses and users.

Montimer Taube (১৯৫০-৫৭) এর সংজ্ঞা অনুসারে তথ্যায়ন হচ্ছে. "special librarianship plus the prior activities of preparing and reproducing materials and subsequent activity of distribution.

ডঃ রঙ্গনাথনের মতে তথ্যায়ন গ্রন্থাগারের কাজ কিন্তু এই বিষয় ক্ষেত্রে যার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা হ'ল—

১ আধুনিক ধারণা (পুরানো ধারণার বিপরীত)

২ অতি ক্ষুদ্র নথি (পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধ)

৩ বিশেষজ্ঞ ব্যবহারকারী (সাধারণ ব্যবহারকারীদের বিপরীত)।

তথ্যায়ন এর যে সংজ্ঞা ডঃ রঙ্গনাথন বিশ্লেষণ করেছেন তা অবশ্যই এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

1 Promotion and practice of bringing into use of nascent microthoughts by specialists; and

2 Pin-pointed

3 Exhaustive

4 Expeditious service of nascent micro-thought to specialists

5 In spite of the continuous ever-increasing cascade of nascent microthought on an ever-multiplying number of specialised subjects, communicated through several thousands of periodicals.

তিনি তথ্যায়ন বিষয়ের ৫টি ধারার উল্লেখ করেছেন—

১ তথ্যায়ন প্রক্রিয়া [ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়া]

২ তথ্যায়ন সেবা [ডকুমেন্টেশন সার্ভিস]

৩ সারসংক্ষেপ প্রস্তুতিকরণ

৪ নথির প্রতিলিপি প্রস্তুত এবং সেবা

৫ তাবাস্তর

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি এবং পরবর্তী পর্যায়ে তথ্য বিজ্ঞানের আওতাধীন বিষয়গুলি অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে বিষয়গুলি পরিপূরকভাবে অংশত মিলে আছে।

২ তথ্য ও তথ্যবিজ্ঞান

তথ্য বিজ্ঞানের মূল মন্ত্র 'তথ্য' শব্দটিকে ঘিরে সবচাইতে বেশী বিতর্ক দেখা দিয়েছে। তথ্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রধান সমস্যা। বিভিন্ন মহাজন নানাভাবে এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে মতপার্থক্য এত বেশী যে একটি মাত্র সংজ্ঞা গ্রহণ করা অসুবিধাজনক। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম সূত্র হলো যে, তথ্য ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এই দুইয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য বা মিল বর্তমান কিনা? প্রশ্নটি আসছে যেখান থেকে তা হল সরকারের বা বিভিন্ন সংস্থার যে তথ্য পরিবেশন সংস্থা রয়েছে তাদের কাজকর্মের সঙ্গে গ্রন্থাগারের কাজকর্মের এবং সেবার ধরণ বা পদ্ধতি একই কিনা। একজন গ্রন্থাগারিক এবং একজন তথ্য বিজ্ঞানী একে অপরের স্থান গ্রহণ করতে পারেন কিনা। এদের উৎপন্ন বিষয়বস্তু বা বস্তু একই কিনা। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এদের মূলসূত্র একই কিনা? এই রকম আরো কিছু বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে সমস্যার সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

২১ তথ্যকেন্দ্রের কর্মক্ষেত্র ও কর্মপদ্ধতি

প্রথমে প্রশ্ন উঠতে পারে যে শুধুমাত্র তথ্য নিয়ে কারবার করেন এরূপ সংস্থা আছে কিনা, বা তাদের কর্মপদ্ধতিই বা কি? নীচে কয়েকপ্রকার সংস্থার নাম ও কর্মধারা দেওয়া হলো।

২২ তথ্য কেন্দ্রের প্রকারভেদ

১ তথ্যায়ন কেন্দ্র (ডকুমেন্টেশন সেন্টার)—কখনো কখনো ডকুমেন্টেশন ডিপো বলা হয়। এর কাজ নথির ডিপোজিটরী বা গুদাম হাউস। এর মূল উদ্দেশ্য সংরক্ষণ নয় বরং বিষয়বস্তুর জন্যই সেই নথি আহরিত। আমাদের দেশের INSDOC এর কর্মধারা স্মরণীয়।

২ ক্লিয়ারিং হাউস—নতুন ধরণের সংস্থা, এখানেও নথি জমা হয়। অধিকন্তু এই কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসাবে কাজ করে। এখানে নথির সংগ্রহ, বর্ণীকরণ করা হয় এবং এখান থেকে তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এই সংস্থা পরিকল্পনাকালীন গবেষণার ও উন্নয়নের প্রয়োজনে যাবতীয় নথি আহরিত হয়। এটি অনেক সময় Referral Center হিসাবে কাজ করে। এদের সার্ভিস হলো, নথি প্রকাশ ও প্রতিলিপি প্রস্তুত করা, ভাষান্তর, সচেতনমূলক সেবা যথা আধুনিকী অবগতিকরণ (কম্পিউটার সহযোগে) বিনা কম্পিউটারে পেটেন্ট নথি এবং কম্পিউটার টেপ ইত্যাদি সরবরাহ করা।

৩ তথ্যকেন্দ্র—এই সংস্থা সম্পর্কিত ধারণা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকায় সঠিক নির্ধারণ অসুবিধাজনক গ্রাহকদের যে ধরণের সেবা দিয়ে থাকে তা হল—গ্রন্থাগার সেবা, পেটেন্ট, ভাষান্তর, রিপোর্ট লেখা, সংরক্ষণ, সারসংক্ষেপকরণ, তথ্যানুসন্ধান ও গবেষণা, সম্পাদকীয়, যোগাযোগ (Communication) এর প্রকাশনা ইত্যাদি। কোন কোন সংস্থা আবার পূর্ব প্রকাশিত তথ্য অনুসন্ধান, নির্বাচিত তথ্য বিতরণ প্রভৃতি সেবাও তার গ্রাহককে দিয়ে থাকে।

৪ তথ্য বিশ্লেষণ কেন্দ্র (Information Analysis Centre)—এটি নতুন ধরণের সংস্থা। Simpson-এর সংজ্ঞা অনুসারে এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রামাণ্য (Authoritative), সময়োচিত এবং বিশেষ ধরণের রিপোর্ট তৈরী করা যার ধরণ হচ্ছে মূল্যায়ক (Evaluative), বিশ্লেষক, মনোগ্রাফিক বা সমসাময়িক তত্ত্ব বিবরণী (State of the art type)। এই সংস্থার বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার প্রাথমিক কাজগুলি করবেন উপাত্ত ও তথ্য সুনির্বাচনের মাধ্যমে আহরিত হবে এবং প্রণালীবদ্ধ হবে (গ্রন্থাগারিক বা তথ্যবিজ্ঞানী প্রণালীবদ্ধকরণের মধ্যে অংশগ্রহণ করবেন। এরা শুধু তথ্য সরবরাহ করেই ক্ষান্ত হবে না নতুন তথ্যের জন্ম দেবে। ব্যবসায়ী, শিল্প, সমাজবিজ্ঞান এবং মানবতত্ত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এ থেকে উপকৃত হবেন। এদের প্রকাশিত তথ্যের নথি হচ্ছে

(Handbook) উপাত্ত পত্র (Data sheet) ও সংশোধন। অন্যান কাজ হলো গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ, আধুনিকী অবগতিকরণের জন্য বুলেটিন, সারসংক্ষেপ প্রকাশ, নিউজলেটার প্রকাশ, শব্দকোষ (Thesaurus) প্রকাশ প্রভৃতি।

২৩ সংস্থাগুলির কার্যক্রমের প্রকারভেদ

এবার এই ধরনের সংস্থাগুলির মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা করলে অনেক কটি বিষয় পরিষ্কার হতে পারে। Painter (4) একটা সারণী প্রস্তুত করেছেন তার একটা সংক্ষেপিত রূপ দেওয়া হল। স্বভাবতই গ্রন্থাগার ও তথ্য সরবরাহ সংস্থাগুলির মধ্যে কার্যক্রমের পার্থক্য নজরে পড়ে।

সারণী ১ : তথ্য সরবরাহ সংস্থাগুলির কার্যক্রমের প্রভেদ

কার্যক্রম	বিশেষ গ্রন্থাগার	তথ্যাহরণ কেন্দ্র	ক্লিয়ারিং হাউস	তথ্যকেন্দ্র	তথ্য বিশ্লেষণ কেন্দ্র
সংগ্রহ					
নথি	প্র	প্র	প্র	প্র	অ
উপাত্ত/তথ্য	•	•	দু	প্র	প্র
প্রকরণ					
নথি	প্র	প্র	প্র	প্র	অ
উপাত্ত/তথ্য	দু	•	দু	প্র	প্র
উদ্ধার					
নথি	প্র	প্র	প্র	প্র	অ
উপাত্ত/তথ্য	•	•	দু	প্র	প্র
সরবরাহ					
নথি	•	প্র	প্র	প্র	•
উপাত্ত/তথ্য	প্র	•	•	প্র	প্র
প্রকাশনা বা প্রতিলিপি					
নথি		প্র	প্র	প্র	প্র
উপাত্ত/তথ্য		•	•	প্র	প্র
অবলুপ্তি					
নথি	•		•	অ	প্র
উপাত্ত/তথ্য	•	•	•	অ	প্র
আর্কাইভ	প্র	অ	•	দু	•

প্র—প্রধান কার্যক্রম অ—অপ্রধান কার্যক্রম, দু—দুর্লভ কার্যক্রম, •—শূন্য কার্যক্রম

৩ তথ্য বিজ্ঞানের ইতিহাস

তথ্য বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে Shera বলেছেন যে বিভিন্ন বিষয়ের যথা দর্শন, যুক্তি বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির সংমিশ্রণে কয়েক শতাব্দীর জটিল আবর্তের মধ্য দিয়ে এটি গড়ে উঠেছে। ১৮৫৫ সালে কলরাড ফন সেসনার, যাঁকে আধুনিক গ্রন্থপঞ্জীকরণের পিতা বলা যেতে পারে সেখান থেকে শুরু করে আজকের দিনে অন-লাইন কম্পিউটার পর্যন্ত জ্ঞানের আবর্তের মধ্য দিয়ে এর গতিশীলতা বজায় রয়েছে। উনিশ শতকের শেষভাগে পল অটলেট এবং হেনরী লা ফনটেন এর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী সংস্থার (IIB) কর্মধারা এবং সমস্ত পৃথিবীর লিপিবদ্ধ জ্ঞান সামগ্রীর গ্রন্থপঞ্জীকরণের প্রচেষ্টা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তথ্যায়ন কাজের সূত্রপাত এই মনীষীদের প্রচেষ্টা থেকেই। পরবর্তীকালে সংস্থাটির নাম পরিবর্তিত হয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ডকুমেন্টেশন (FID) রাখা হয়। এই সময় থেকেই ডকুমেন্টেশন কথাটি চালু হয়েছে।

ডকুমেন্টেশন এবং তথ্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্য বর্তমান। ইউরোপে ডকুমেন্টেশন শব্দটি অ-প্রচলিত গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস পদ্ধতি বা এই দুটিকেই অন্যান্য লিখিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ এবং সংগঠন করাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। UDC-পুস্তক বর্গীকরণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি। তঃ রাঙ্গনাথন নির্মায়িত ডকুমেন্টেশনের সজ্ঞায় আমরা সূক্ষ্ম চিন্তা (Nascent micro-thought) কথাটি এখানে স্মরণীয়। ১৯০৮ সালে IIB নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেন "the assemblying, classification, distribution of documents of all sorts in all fields of human activity" ১৯৫০ সালে Jesse Shera তথ্যায়নের যে সীমারেখা নির্দেশ করেন তা হল "documentation is concerned is the scholarly apparatus such as bibliographies, indexes and abstracting services both mechanised and non-mechanized". এই সূত্রে আরেকটি দিক যা নির্দেশ করা হয় তা হল—এই প্রণালী পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে তথ্য প্রবাহ বাড়ানোর পদ্ধতি, জনসাধারণ বা অ-বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য নয়। এই দিকে Shera বলেছেন যে "bibliographic organisation is concerned with the channelling of all graphic records to all users for all purposes at all levels in such a way as to optimize the social utilization of these materials as records of human experience"—গ্রন্থাগারের মূলমন্ত্র এইটাই।

৩১ গ্রেট ব্রিটেন

Farradane (1) উল্লেখ করেছেন যে গ্রেট ব্রিটেনে তথ্য বিজ্ঞানের পুনঃসংজ্ঞা তথ্যক্রিয়া (Information work) ১৯২৩ সাল থেকে শুরু হয় এবং দ্রুত গ্রন্থাগারিকতা থেকে সরে আসে। আংশিকভাবে গ্রন্থাগারিকদের প্রযুক্তি বিদ্যার দখল কম থাকায় (যদিও পরবর্তীকালে প্রযুক্তি বিদ্যার প্রচলন বাড়ে এবং তথ্য পরিবেশনের নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হতে থাকে। কিন্তু গ্রন্থাগারিকরা অনুসন্ধানী ছিলেন) বিষয়টি গ্রন্থাগারিকতার আভ্যন্তরিক সীমার বাইরে চলে যেতে থাকে।

১৯৪৮ সালে ASLIB তথ্যক্রিয়ার বিষয়ের উপর একটি পাঠক্রম নির্ধারণ করে এবং পরবর্তীকালে ঐ বিষয়ের সীমা এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক হয়। ১৯৫৮ সালে Institute of Information Scientists গঠিত হয় তাঁদের বক্তব্য ছিল তথ্য বিজ্ঞান বিষয়টি গ্রন্থাগারিকতা হতে ভিন্ন। 'তথ্য বিজ্ঞান' শব্দটির জনক C W Hanson। ১৯৬০ সালে এই বিষয়ের নতুন পাঠক্রম করা হয়েছে এবং Aslib-এর অনুমোদন পেয়েছে।

৩২ আমেরিকা

ইউরোপ, ভারতবর্ষ, ল্যাটিন আমেরিকার তথ্যায়নের অর্থ অপরিবর্তিত রয়েছে। কিন্তু আমেরিকাতে বাণিজ্যিকতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। ফাইন গ্রেন ফটোগ্রাফি, মাইক্রোফিল্ম ক্যামেরা প্রভৃতি উদ্ভাবনের ফলে প্রতিলিপি প্রস্তুত করার দিকটি বিকশিত হতে থাকে। ১৯৩৭ সালে আমেরিকান ডকুমেন্টেশন ইনস্টিট্যুট (ADI) গঠিত হয়। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা ও গবেষণা সংস্থাগুলি বিজ্ঞান বিষয়ক তথ্য পরিবেশনের জন্য যৌথ প্রচেষ্টার আগ্রহী হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মেটোগ্রাফির যথেষ্ট বিকাশ ঘটে। হলেরিথ পাঞ্চকার্ডের মাধ্যমে গ্রন্থানুসন্ধান (Bibliographic searching) এর চিন্তা করা হয় ১৯৩৭ সালে।

১৯৪৮ সালে লণ্ডনে বৈজ্ঞানিক তথা সংক্রান্ত যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তার ফল দেখা যায় সুদূর প্রসারী। যান্ত্রিক নির্বাচিকরণ; ভাষান্তর, সমালোচনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলো চনার সূত্রপাত ঘটে। ইউনেস্কো প্যারিসে দুটি সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন সেখানে সারা পৃথিবীর বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক ও ডকুমেন্টালিস্টরা যোগদান করেন। ১৯৫০ সালে আমেরিকান ডকুমেন্টেশন ইনস্টিট্যুট আমেরিকান ডকুমেন্টেশন পত্রিকাটির ইনস্টিট্যুট প্রকাশনা শুরু করেন। জেরমন টেট, মর্টিমার, টব প্রভৃতিরা পত্রিকাটিতে নতুন চিন্তের সূত্রপাত ঘটালেন। ১৯৫২ সালে কালভিন মুরার্স 'Zatocoding' 'Information retrieval' প্রভৃতি শব্দের উদ্গাতা। মার্টিমার টব uniterm এবং Co-ordinate Indexing কে সামনে নিয়ে আসার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। ১৯৫৫তে জেমস পেরী নথি বিশ্লেষণে ও উদ্ধারে ভাষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। 'Semantic factoring' 'role indicator' প্রভৃতি শব্দের উদ্ভাবন ঘটে। FID তখন UDC র উন্নয়নে সর্বশক্তি নিয়োগ [illegible] অনেক বিশেষ যান্ত্রিক নামের উল্লেখ অথবা প্রয়োজন তিনি হলেন IBM এর Peter Luhn কম্পিউটার ভিত্তিক নির্ঘণ্ট, সিলেকটিভ ডিসেমিনেশন অফ ইনফরমেশন (SDI) এর জন্মদাতা হলেন তিনি। এছাড়া তথ্য সংরক্ষণ ও উদ্ধারে কম্পিউটারের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

১৯৫৭ সালে রাশিয়ার স্পুটনিক উৎক্ষেপনের পর আমেরিকার রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এর ফলে আমেরিকার ডকুমেন্টেশন ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি ঘটে। ১৯৫৮ সালে ওয়াশিংটনে বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ষাটের দশকে MEDLARS, CAS, এবং BIOSIS এর কম্পিউটারাইজেশন ঘটে ফলত তথ্য প্রবাহের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।

৬০এর দশকের মধ্যভাগ থেকে ডকুমেন্টেশন শব্দটির সৌরভ কমতে থাকে। অটোমেশন, তথ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি শব্দের প্রচলন শুরু হয়। ১৯৬৬ সালে আমেরিকার গ্রন্থাগার সমিতি (ALA) Journal of library automation পত্রিকাটির প্রকাশনা শুরু করেন। এর দু'বছর আগেই ইউজিন গারফিল্ডের প্রস্তাবানুসারে ADI এর নাম পরিবর্তন করে আমেরিকান সোসাইটি ফর ইনফরমেশন সায়েন্স (ASIS) রাখা হয়। ষাটের দশককেই তথ্য বিজ্ঞানের সুবর্ণযুগ বলা যেতে পারে। তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার, ধ্বন্যাংশের সূক্ষ্মতর আহরণ, অগণিত তথ্য সংরক্ষণ ও উদ্ধার, কোটি কোটি তথ্যকে স্বল্পতম সময়ে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা, টেলিফোন, কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রভাব বিষয়টির গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কম্পিউটারের প্রভাব যে কতদূর সেটা নিম্নোক্ত বক্তব্যের মধ্যে সুপরিস্ফুট। Kochen বলেন much of what is now practised as 'information science' would cease if not for the computer, automatic indexing, file structuring and searching, sorting and

merging, query negotiation, content analysis computer augmented cataloguing etc'.

৩৩ রাশিয়া ও ইনফরম্যাটিকস্

১৯৬৬ সালে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া থেকে নতুন একটি নাম নির্ধারণ করা হয়। মিখাইলভ, চেনি প্রভৃতিরা এর নাম দেন Informatics। এই নামটি সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে স্বীকৃতি লাভ করে। বিষয়টির যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা হ'ল 'the new scientific discipline which studies the structure and properties of scientific information as well as the regularities of scientific information activity, its theory, history, methods and organisation'. পরবর্তীকালে এর সঙ্গে তথ্যায়ন, যোগাযোগ বিজ্ঞান প্রভৃতি যুক্ত হয়। প্রাথমিক স্তরে বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল পরবর্তীকালে তা হ্রাস পায়। বিষয়টিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও সেমিওটিকস্ (চিহ্ন সংক্রান্ত বিজ্ঞান) উভয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীকালে বিষয়টিকে কেউ যোগাযোগ বিজ্ঞানের সাধারণ তত্ত্ব বলে মনে করেছেন আবার কেউ একে তথ্য প্রক্রিয়া (Information work) এবং ডকুমেন্টেশনের মিশ্রণ বলে মনে করেছেন। D J Foskett (2) -এর অভিমত হচ্ছে Information Science এবং ডকুমেন্টেশনের মধ্যেকার পূর্ববিরোধ মিটিয়ে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে Informatics-এ মাধ্যমে। যে সমস্ত বিষয় এর আওতার মধ্যে পড়ে তা হ'ল জ্ঞানের বিকাশ, ধারণার রূপ (Concept formation) ; ভাষাগত বিষয় (linguistic aspects), বর্গীকরণ, তথ্যোদ্ধার, তথ্য প্রবাহের সামাজিক প্রভাব, তথ্য সেবা এবং তাদের সংগঠন।

৪ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের মূলসূত্র

কোন বিষয়কে বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃতি দিতে গেলে সেই বিষয়কে মূলতঃ কয়েকটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির দ্বারা দিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে হয় যে এটি একটি বিজ্ঞানশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। বিজ্ঞানের ভিত্তিই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দু'টি শব্দই গ্রন্থাগারিকতা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সমভাবে ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কি না এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়েছে বহু পূর্বেই। তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই বিষয়টির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নির্ভর করেই অর্থাৎ প্রথমে পর্যবেক্ষণ,—বিশ্লেষণ,—অনুমান,—পরীক্ষা,—অনুমিতি,—প্রমাণ,—তত্ত্ব,—নীতি,—মূলসূত্র—প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেই। তথ্যবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা এ বিতর্কের মীমাংসা আজও হয় নি। ১৯৪৯ সালে মূলসূত্র নির্ধারণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। Shannon এবং Weaver-এর Information theory-র বিখ্যাত Mathematical theory of Communication প্রকাশিত হয় ঐ সময়। তিনি যোগাযোগ বিজ্ঞান (Communication) কেই তথ্যবিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে গণ্য করেছেন। যোগাযোগের বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

"The process of giving and receiving information, signals or messages by talk, writing, gestures and signals. Communication involves the sharing of experience with others through formal and informal languages or through signs and symbols. So when 'Communication has taken place, there has been a transference of meaning". Weaver সঙ্গীত, ছবি, থিয়েটার, বাজনা/নাচ প্রভৃতি যা যা মানুষের ব্যবহারকে প্রভাবিত করে সমস্ত পদ্ধতিগুলিকেই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আংশিকভাবে দিয়ে কয়েকটি মূলসূত্র প্রথিত

করার চেষ্টা হয়েছে। এঁরা অগ্রসর হয়েছেন তিন দিক দিয়ে। এগুলির ক্ষেত্র গ্রন্থমিতি (Bibliometrics)। ১৯৩৪ সালে S C Bradford পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রের বিক্ষেপ (Scatter) এর ধরণ সংক্রান্ত সূত্র নির্ধারণ করার প্রচেষ্টা চালান। ১৯৪৮ সালে এটি একটি মূলসূত্রের রূপ নেয়। এর আগে ১৯২৬ সালে Alfred J Lotka বৈজ্ঞানিক পত্রের প্রকাশনা সংক্রান্ত একটি সূত্র নির্ধারণ করেছিলেন। তার সূত্রের নাম হচ্ছে—Lotka's Law of Scientific productivity। ১৯৬৩ সালে De Solla Price৩ গবেষণাপত্রের প্রকাশনার ধরণ সম্পর্কিত সূত্র উদ্ভাবনার প্রচেষ্টা চালান। ১৯৭২ সালে George K Zipf মানুষের শব্দ ব্যবহারের ধরণ সংক্রান্ত সূত্র উদ্ভাবন করেন।

যাহোক তথ্য বিজ্ঞান, তথ্য টেকনোলজি, ইনফরমেট্রোলজি, ইনফরমেটিকস্ প্রভৃতি বিষয়ের সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অনেকেরই অভিমত যে এ বিষয়ের মূলসূত্র নির্ধারিত হয়নি। তথ্যবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং বিশেষ করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিনের যে তিক্ততা ছিল এখন পরিমান কমের দিকে।

Farradane (1) এর সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমেরিকার তথ্য বিজ্ঞান, এবং মস্কোর ইনফরম্যাটিকস্ যাই হোক না কেন এগুলি হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের মিশ্রণ, এবং লেখক অনুসারে বদলাচ্ছে। এগুলি আবার একতত্ত্ব নির্ভর বৈজ্ঞানিক বিষয় নয়। অধিকন্তু এ নিয়ে আলোচনা অনেক বেশী তত্ত্বগত হয়ে পড়েছে। একটা তত্ত্ব নির্ভরের জন্য যে একটি পদ্ধতিগত ভিত্তি থাকা দরকার যার উপর সেই তত্ত্ব নির্ণীত হয় এখানে সেগুলি অনুপস্থিত। গফম্যানএর (3) অভিমত হচ্ছে একটা কালজয়ী তত্ত্ব নির্ধারণ করতে না পারলে তথ্য বিজ্ঞানের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে বাধ্য।

1 FARRADANE (J). Professional aspects of information science and technology (In Annual Review of Information Science & Technology 6, 1971, 399—410)

2 FOSKETT (D J). Progress in documentation : Informatics. (Journal of Documentation, 26. 4, 1970. 340—69)

3 GOFFMAN (W). Information Science : discipline or disappearance. (Aslib proceedings 22, 12, 1970. 589—96)

4 PAINTER (A F) The Role of the library in relation to other information activities : a state of the art review. 1968 (In WEISMAN (HM) Information system a services and centres. Wiley. 1972. 169p)

5 SHERA (J H) & CLEVELAND (DB). History and foundations of Information Science (In Annual Review of Information Science & Technology V. 12, 1977. 249—76

6 WEISMAN (HM) Informatien system services and centers. Wiley. 1972. 169p.

পরিষদ কথা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমদিনাজপুর জেলা শাখা

গত ২৮ শে জুন ৮১ রায়গঞ্জ রবীন্দ্র ভবন প্রাঙ্গণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'ল। জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরা এতে যোগ দেন। সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ শম্ভুনাথ রায়। প্রধান অতিথি রূপে ছিলেন ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী, অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রায়গঞ্জের মহকুমা শাসক অতুলেন্দু ঘোষ। এছাড়া বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ উপস্থিত ছিলেন। নব গঠিত জেলা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সুজিতকৃষ্ণ রায় ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী এছাড়া ১১ জন সদস্য নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সমিতির সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা ও যুগ্ম সম্পাদক অরুণ রায় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার উপর সুচিন্তিত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দাবীগুলির মধ্যে অন্যতম হয়েছে রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগার স্থাপন ও বিভিন্নস্তরের গ্রন্থাগারের কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি ও জেলায় শিশু গ্রন্থাগার স্থাপন। প্রকাশ্য অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল :— সমাজ প্রগতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি? রায়গঞ্জ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। জেলা পরিষদের সভাধিপতি ননীগোপাল রায় বলেন, গ্রন্থাগারকে আরো সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে যাতে সর্বস্তরের জনসাধারণ এই গ্রন্থাগারের সুযোগ পায়। জেলাশাসক চক্রবর্তী এ, বি, ডি, ও জেলা শাসক বলেন, যে গ্রন্থাগার আমাদের চিন্তাগত সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়। বিশ্বব্যাপ্ত ঘটায়। বিধান সভার সদস্য অমরেন্দ্র নাথ সিংহ বলেন, যে কোন জাতির জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রন্থাগারের প্রসার তাই সব সময়েই কাম্য। প্রদীপকুমার নন্দী গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেন। রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করা হয় রাজ্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে হাত দেওয়ার জন্য।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মালদহ জেলা শাখা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মালদহ শাখার বার্ষিক সম্মেলন বিগত ১৬ই সেপ্টেম্বর, ৮১ মালদহ জেলা গ্রন্থাগার হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

জেলা কবিগুরু বিদ্যাপীঠ সভাপতি মনুজেন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রস্তাবক্রমে রজতকুমার গোস্বামী ও অরুণ রায় যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দ গ্রন্থাগার ও কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। প্রধান অতিথি আলোচনা কালে উত্থাপিত প্রশ্ন সমূহের জবাব দেন। ১১ জন সদস্য নিয়ে আগামী ৮১-৮২ সালের কমিটি গঠিত হয়।

অপরাহ্নে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ক এক আলোচনা চক্রে প্রায় ১৫০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার কর্মীর উপস্থিতিতে স্থানীয় বিধায়ক শুকদেব চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

॥ পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর ॥

পাঠাগারের উদ্যোগে ৩৪ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সন্তোষকুমার হাজরা ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন কালীপদ মণ্ডল।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ তারিখে পাঠাগারের উদ্যোগে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন সর্বশ্রী আলি সায়েব, সতীন্দ্র মণ্ডল, শীতলপ্রসাদ পাল, অশোককুমার দাস, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় ও কালীপদ মণ্ডল। সভায় সভাপতিত্ব করেন দুলাল চন্দ্র হাতি।

সবুজ গ্রন্থাগার গ্রাম+পোঃ [redacted]বালিয়া

গত ১৪ই আগস্ট' ৮১ তারিখে [redacted]নিবার গ্রন্থাগার ভবনে সকাল ১৯তম গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের সহ-সভাপতি মদন পাল মহাশয়। সভায় বর্তমান সাধারণ সচিব ফোরাম ঘোষ মহাশয়া বিগত ১৯৮০-৮১ সনের বাৎসরিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। সভায় ১৯৮০-৮১ সালের পরীক্ষিত হিসাব, ১৯৮১-৮২ সালের বাজেট অনুমোদন লাভ করে। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদান্তে সভা শেষ হয়।

॥ সংস্কৃতি, চাকপোতা, আমতা ॥

গত ১৪ই ও ১৫ই আগস্ট, ১৯৮১ তারিখে গ্রন্থাগারের উদ্যোগে নজরুল সংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারের প্রশাসক নিমাই আদক। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুকুন্দ মাজী ও অনাথ বন্ধু আদক।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ৭৫তম বর্ষপূর্তি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গত ১১ই আগস্ট থেকে ২১শে আগস্ট পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অরবিন্দ সম্পর্কে একটি পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। অরবিন্দের নিজের রচনা, তাঁর জীবন দর্শন বিষয়ে অন্যান্যদের রচনা, তাঁর নিজস্ব সংগ্রহের কিছু গ্রন্থ ছাড়াও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র এই প্রদর্শনীতে দেখান হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য অরবিন্দ বঙ্গীয় জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের প্রথমে অধ্যক্ষ ছিলেন।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অরবিন্দের মানব ঐক্যের আদর্শ', 'বাংলার নব-জাগরণ ও জাতীয় শিক্ষা চেতনা', ও 'জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অরবিন্দের ভূমিকা' শীর্ষক তিনটি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয় অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ এবং অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে অরবিন্দ স্মরনিকা নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

॥ পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানদহ ॥

গত ৩১।৩।৮১ মানদহ পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন নীরদবরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ কুমার মুখোপাধ্যায়। সম্পাদকের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন যুগ্ম সম্পাদক রাধারমন দত্ত। হরি সাধন ভট্টাচার্য, বিমল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তাগণ লাইব্রেরীর বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথি মহাশয় তাঁর ভাষণে লাইব্রেরীর নামের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহ যাগিতার আহ্বান জানান, সভাপতি মহাশয় তাঁর সংক্ষিপ্ত

ভাষণে লাই ব্রেরীর কার্যাবলীর প্রশংসা করে লাইব্রেরীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য আশা প্রকাশ করেন।

লাইব্রেরীর সাংস্কৃতিক বিভাগকর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতা মূলক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিজেতাদের পুরস্কার দান ও অনুষ্ঠানগুলিতে পূর্ণাংগ গ্রহণের পর এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

সমবেত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠান যুগ্ম-সম্পাদক সুবীরকুমার চক্রবর্তী।

॥ ধ্রুব সংহতি, বালসী ॥

সংহতির প্রাক্তন সভাপতি অশ্বিনীকুমার গুহ গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৮১ তারিখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি সংহতির সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলেন।

॥ বালিয়া নেতাজী সঙ্ঘ, বালিয়া ॥

গত ২৪।৭।৮১ তারিখে বালিয়া নেতাজীসংঘ কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়। অমরেন্দ্রনাথ সাহা, —সভাপতি; জয়ন্ত ভট্টাচার্য সহঃ সভাপতি, স্বদেশরঞ্জন দাস —সম্পাদক; সীতাংশুন সাহা —সহঃ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ, অতীন সাহা —গ্রন্থাগার নিবারন কুমার দাস ক্রীড়া বিভাগ, বেনীমাধব মৈত্র সংস্কৃতিক-প্রমাণত ভট্টাচার্য, সুকুমার দাস, বিজন কুমার সমাদ্দার, সুবোধচন্দ্র সরকার সদস্যবৃন্দ।

উক্ত কমিটি তিনবৎসরের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়।

গত ১৫ই আগষ্ট— বালিয়া নেতাজীসংঘ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে ভারতের ৩৩তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান মহাপুরুষের বানীপাঠ, গ্রাম প্রাক্ষিণ, সাফাই কাই, কুটীরশিল্প মেলা প্রদর্শনী মাধ্যমে সমস্ত দিনটিকে মুখরিত করিয়া রাখে।

রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা—১৪।

গত ৩রা আগষ্ট, ১৯৮১ তারিখে পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ননী গোপাল রায়। ১৯৮১-৮২ সালের কার্য নির্বাহক সমিতি সভায় নির্বাচিত হয়। সভাপতি— ননীগোপাল রায়; সহ-সভাপতি—শ্যামাপ্রসাদ সরকার ও অজিতকুমার নন্দী; সম্পাদক— সমীরকুমার ঘোষ; কোষাধ্যক্ষ—রঞ্জিতকুমার পাল; গ্রন্থাগারিক— তপতী মুখোপাধ্যায়; সদস্যগণ— সুদন্ত হীরা (এম এল এ), গোবিন্দ দত্ত, বীরেন সরকার, তপনকুমার চক্রবর্তী, বিপ্লব মিত্র, সুব্রত মজুমদার, গৌতম চক্রবর্তী, তপনকুমার দে, সরোজ ঘোষ; হিসাব পরীক্ষক—মনোরঞ্জন দত্ত।

কবি নবীন সেন স্মৃতি পাঠাগার, দমদম।

গত ১৭ই আগষ্ট, ১৯৮১ তারিখে উত্তর দমদমের নবীন নগরে কবি নবীন সেন স্মৃতি পাঠাগারের উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবীন নেতা প্রেমের প্রবীলচন্দ্র বসু মহাশয়। তিনি তার ভাষণে গ্রন্থাগারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। সভা ভাষণ দেন সভার প্রধান অতিথি জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারীক সুকুমার ভট্টাচার্য, পরিষদের জেলা শাখা সম্পাদক প্রবীর দে ও উত্তর দমদম পৌরসভার সভাপতি চিত্ত বসু মহাশয়। পরিশেষে গ্রন্থাগারের সম্পাদক চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেন।

শশধর পাঠাগার, সুখচর।

গত ১৮।৮১ তারিখে গ্রন্থাগারের বার্ষিক অধিবেশন ও ১৯৮১—৮২ সালের গ্রন্থাগারের নূতন কার্যকরী সমিতির নির্বাচন আলাপ অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ী সম্পাদক সমর চৌধুরী বিগত বৎসরে অনুষ্ঠিত বিষয়গুলির কার্যবিবরণ সভায় পেশ করেন। নূতন কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত সদস্যগণ হলেন গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী (সভাপতি), সতীশকুমার চট্টোপাধ্যায় (সহ-সভাপতি), বনমালী পাল (সম্পাদক) পার্থপ্রতিম বর্মন (সহ-সম্পাদক), রবীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী (গ্রন্থাগারিক), স্বরূপ ভৌমিক (সহ-গ্রন্থাগারিক ও বিপ্লব চাটার্জী, অলোক বিশ্বাস, সুভাষ চ.টার্জী, রমেন চ্যাটার্জী, লক্ষ্মীনারায়ন ঘোষ (সভ্যবৃন্দ)

প্রতিবেদক : অসিতাভ দাশ

বে-সরকারী কলেজে গ্রন্থাগারিক / উপ / সহকারী গ্রন্থাগারিক নিয়োগ কালে শিক্ষাগত যোগ্যতা অবনমন বন্ধ রাখা সম্পর্কে সরকারী নির্দেশনামা।

Government of West Bengal
Education Department
College Sponsored Branch.

No. 1356-Edn (CS)
5P-65/76 Pt. II

Calcutta, the 4th August, 1981.

From : Shri S. Ghosh,
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : The Director of Public Instruction, West Bengal.

Sub : Stoppage of recruitment of underqualified Librarians in Non-Govt. Colleges.

Ref : His letter No. 1150-C dated 17.7.81.

The undersigned is directed to say that in para 2 of the Govt. Order No. 589-Edn (CS) dated the 25th April, 1980 in terms of which revised U. G. C. scale of Rs. 550-900/- was introduced for Librarians of non-Govt. Colleges it was categorically stated that the new entrants must satisfy the prescribed qualifications for the post. Later, in para 2 of the Govt. Order No. 819-Edn (CS) dated the 4th May, 1981 it has been stipulated that in case of future recruitment the revised U. G. C. scale of pay will be admissible only when the incumbent will satisfy the prescribed qualifications.

In view of the position stated above, no recruitment of under-qualified Librarians should be made. If however, any such case comes to the notice of the Director of Public Instruction, no grant shall be paid to the college concerned towards meeting the expenditure on payment of salary of the incumbent.

The content of this Memo may be brought to the notice of the authorities of non-Govt. affiliated Colleges including sponsored colleges.

Sd/- S. Ghosh,
Deputy Secretary.

No. 1376 (250) C
4C—16C/80

Calcutta, the 27th August, 1981.

Copy with a copy of Govt. Order No. 819-Edn (CS) dated 4.5.1981 forwarded to the Principal/Teacher in-Charge, _____ for information.

Instructions contained in para 2 of the Govt. Order No. 1356-Edn (CS) dated 4.8.1981 should be strictly complied with.

As regards implementation of the U. G. C. scale of Rs. 550—900/- in accordance with para 1 of the Govt. Order No 819-Edn (CS) dated 4. 5. 1981 a reference has already been made to Government for certain clarifications. Further instructions will follow after the clarifications are received from Government.

Sd/- Illegible

for Director of Public Instruction, West Bengal.

॥ প্রতিটি গ্রন্থাগারে অপরিহার্য ॥

বাংলাসাহিত্যের সমস্ত লেখক, গ্রন্থ ও পত্রিকার ধারাবাহিক পরিচিতি প্রতিবছরের নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকার তালিকা, সাহিত্যিক পুরস্কারের তালিকা ও বাংলাসাহিত্যের যাবতীয় তথ্যসম্বলিত :—

বঙ্গীয় সাহিত্যকোষ / সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী

নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি পাওয়া যায় :— ৫ম (১৫·০০), ৪র্থ (১৫·০০), ৫ম (১৫·০০), ৬ষ্ঠ (১০·০০), ৭ম (২৫·০০), ৮ম (২৫·০০) ১০ম (২০·০০), ১১শ (৩০·০০), ১৩৮৭ (৬·০০), ১৫৮৮ (১০·০০)।

সম্পাদক—আশোককুমার মুখু এম. এ., পি. আর, এস., পি, এইচ. ডি.।

প্রকাশক— বাংলাভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণা সংস্থা।

পরিবেশক—পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯।

গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে সিকিউরিটি ডিপোজিট নেওয়া প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্মারকলিপি পেশ

To
The Director of Public Instructions
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta—700 001.

Sub : Request for withdrawal of the circular demanding Indemnity Bond from college librarians.

Sir,

We very much feel concerned to know that the Education Department of the Government of West Bengal has issued a circular No. $\frac{571\ (23)\ A}{7A\text{-}285A/71}$ dated 17/18 Feb. '81 to some Librarians of the Government Colleges asking them to furnish Indemnity Bond as a security measure for loss of books.

We presume that a clause which was incorporated in the College Code introduced by the Goveroment in the year 1956 enjoying the colleges to obtain security deposit from the librarians is now being implemented. In fact, in consequence of repeated representations made by this Association the clause was practically ignored. We, therefore, request you to delete the clause in consideration of our observations supported by objections and disfavour long since expressed by various competent bodies as noted below :

a) Library is a functional organisation and exists for the service of the readers. It should not be equated with a Cash Counter or a Departmental Store where persons dealing with liquid cash or store articles are made responsible for any loss. If the job of a Librarian is equated with the job of a Cashier or Store Keeper, readers should not be allowed to go inside the library as it is not done in Cash Counter or Departmental Store. At best the readers would be allowed to borrow books through some protected windows. But we cannot think of this type of library and library service after five hundred years of liberation of books from ' chained and restricted ' conditions which had been prevailing in mediavel age. Modern libraries as ' people's universities ' where people have free access to books.

b) If readers are allowed to come inside the library and to use books according to their likings, loss of books will invariably occur to a certain extent. This is a Phenomenon common to libraries not only in our country but in other countries also. But nowhere a Librarian is held responsible for the loss unless there is a specific charge of gross negligence in duties. To a limited extent loss of books is permissible everywhere.

c) The practice of realising Security Deposit from a Librarian is quite unknown in other developed and developing countries of the world. Curiously in our state it is realized only from Librarians of colleges. It is not realized from Librarians of Universities, Research Institutes, National Laboratories, commercial firms, departmental libraries attached to Central and State Governments, Government Sponsored Public Libraries, Libraries attached to private institutions etc. Therefore we do not find any reason why the College Librarians are singled out in the matter.

d) No deposit is realized from the head of any institution or from an in-charge of a section, department or laboratary of the institution. They hold more or equal responsible positions than Librarians and they are responsible for safety and security of property and assets of the institutions concerned. Nowhere the Principle of Headmaster or a Head of the Laboratory is asked for any security deposit. We fail to understand why the same should be demanded from College Librarians.

e) We also quote below a few relevant extracts from recommendations of different authorities opposing security deposit —

I Extract from the General Financial Rules, Ministry of Finance, Govt. of India, 1959—

Sub : Furnishing of Security by handling cash/stores *para 274 of Central Financial Rules.*

1 The undersigned is directed to invite a reference to para 274 of General Financial Rules which lays down that every Cashier, Storekeeper or subordinate who is entrusted with the custody of Cash or Stores should be required to furnish security, the amount being regulated according to the circumstances and to local conditions in each case under the sanction of competent authority.

2 The following points have been raised in conection with the interpretation of the provisions quoted in para 1 above :—

i) Whether security should be taken from Librarian or other Library staff

3 The matter has been carefully considered in consultation with the Comptroller and Auditor General of India and if has been decided as follows :

ii) NO SECURITY DEPOSIT NEED BE TAKEN FROM LIBRARIANS AND LIBRARY STAFF.

4 These provisions will be incorporated in General Financial Rules in due course.

II Extract from Report of Advisory Committee for Libraries -- Page 73 (Ministry of Education).

' BAD PRACTICE '

Finally, it is also necessary to abolish practices which adversely affect Librarians morale. For example, some library authorities require the Librarian to furnish " Adequate Security " for his being in charge of the book stock. In many places he is even held responsible for paying the cost of books lost during the time he was in charge of the Library. We have no hesitation in saying that such practice (asking for security deposit from Librarians) are iniquitous and unheard of in the library practice of any advanced country in the world. In

the first place, the safety of Library books depends on the moral tone of its users and no librarians, unless he is to restrict severely the use of books, can prevent the depredations of unsocial elements. Secondly, since no Librarian is adequately paid, the effect of asking him to pay for the loss of books would be that, he will place all books in his charge under the lock and key and this nullify the fundamentals of good public library. We, therefore, strongly recommend that the practice mentioned here should be put an end to, and *no State Government should require a Librarian to furnish security or to pay for the loss of books. Unless gross negligence or dishonestly is proved against him.*"

III Extract from the Report of the U G C Library Committee, 1958, Page No. 39.

" Even with the best safeguard, the most human treatment possible and vigilance of a higher order, there will be some loss. The authorities of the library should be prepared for it. In British Libraries loss of 3 books for an issue of 1000 volumes is now considered tolerable ·····The fact is that loss due to miscreants will take place even in Libraries which have no open access."

IV Extract from the ' Model Public Libraries Bill ' circulated by the Ministry of Education. India with their letter no. F. 2/63-S W.I. dt. 25.6 63 Employees of Public Library System, Section 20(3)—

" *No Librarian shall be asked to furnish Security for his being in charge of Library Books nor shall a Librarian be required to pay for loss of or damage of Books unless negligence or dishonesty is proved against him.*

Reference may also be made to the chapter on ' Loss of Books ' in Library Manual by the Late Dr S R Ranganathan, formerly National Professor of Library Science.

We earnestly hope that you would be gracious in giving due consideration to the above arrangements and review the whole situation in a rational way in order that this obsolete practice is eliminated and the circular in question is withdrawn.

Yours sincerely,
Ramkrishna Saha
General Secretary.

॥ ভ্রম সংশোধন ॥

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৮৮ সংখ্যার গ্রন্থাগারে প্রকাশিত প্রবন্ধে রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার ... কুমার রায় স্থলে হবে অশোককুমার রায় এবং ৭১ পৃষ্ঠায় অশোককুমার রায় ॥ রাখালচন্দ্র ... রেফারিয়াল ইনস্টিটিউট এর স্থলে হবে ॥ অশোককুমার রায় ॥ গড়বালিয়া রাখালচন্দ্র মান্না ... ।

English Abstract of Granthagar

Compiled by :- Goutam Goswami

Vol. 31, No. 5, - August - September 1981

1. **Editorial :** *Library and Library Committee, P. 123—124*

Discusses the Library Development programme of the Left Front Govt. of W. B. and also the problems arising out of appointment of trained Librarians in these Libraries Stresses the need of mutual co-operation between the Librarian and the Library Committee for betterment of Library service. The committee should recognise the importance of profeasional qualified Librarian in organising Library service, where as the Librarian should also understand the importance of Library committee and pepoles participation.

2. **Necessity of Reference Service :** *a theoritical discussion, by*
Dipak Kumar Roy. P125 - 129.

Discusses the importance of reference service in modern Library Service. Quotes different definitions as suggested by Wyer, Hutchins, ALA, Dr. Ranganathan. Discusses different theories of reference service, such as, conservative, moderate and liberal. Finally describes the objectives of Library service and points out the types of materials and services to be provided.

3. **Debatable points of Library Science and Information Science,** *by*
Ramkrishna Saha. P. 130 — 138

Describes the relationship and differences of Library and Information Science. Quotes different definitions of Documents and Library Science & Information and Information Science. Also discusses sphere of activities, working procedures and nature of Documentation Centres in different Countries. Finally traces the basic principles of Library and Information Science.

4. Govt. Circular regarding qualifications for recruitment of Librarians and Asst. Librarians in Non - Got. Colleges. P. 139 - 140.

5. Association News, P. 141.
   a) Bengal Library Assn., West Dinajpur District Branch
   b) Bengal Library Asso., Malda District Branch.

6 Library News, P. 142 - 143.

(a) PallySree Pathagar, Hirapur (b) Sabuj Granthagar, Vill + P.O. Nij Baila (c) Sanskriti, Chakpota, Amta. (d) Jadavpur University (e) Pallymangal Library, Mandar (f) Dhruva Sanhati, Balsi (g) Balia Netaji Sangha. (h) Rabindra Maitra Smriti Pathagar, Cal-14 (i) Kabi Nabin Sen Smriti Pathagar, Dum Dum (j) Sasadhar Pathagar, Sukhchar.

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

শারদীয় উৎসব ইদুজ্জোহা উপলক্ষে রাজ্যের জনগণের কাছে আমার আবেদন, সংযম ও শৃঙ্খলার সঙ্গে উৎসব পালন করুন। কোন রকম আতিশয্যকে প্রশ্রয় দেবেন না। উৎসবের সময় চাঁদা আদায়ের নামে কোন ধরণের জুলুম যাতে কেউ না পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বিশেষ দায়িত্ব।

পথের ওপর উৎসবের এলাকাকে সম্প্রসারিত করবেন না - কারণ এর ফলে পথচারী ও যানবাহন চলাচলের পক্ষে সমস্যার সৃষ্টি হয়। মাইক্রোফোনের অত্যাচার থেকে জনজীবনকে মুক্ত রাখুন।

উৎসবের সময় বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন।

উৎসবের দিনগুলিতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অটুট রাখুন ও তা আরো সম্প্রসারিত করুন। কোন অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সে ব্যাপারে রাজ্যের জনগণের সকল অংশের সতর্ক ও দায়িত্বশীল আচরণ একান্তই প্রয়োজন।

জ্যোতি বসু

Annual Price Rs. 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC-[illegible]
Regd. NO. RN[illegible]74/57

Volume 31 : No. 5

Aug.-Sep[illegible]

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

19 NOV 1981

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press, 23, Dixon Lane, Calcutta—700014

Editor : Prabir Roychaudhury

If undelivered please return to
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩১, সংখ্যা ৮ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮

॥ সূচী ॥

পৃঃ

সম্পাদকীয় ২২৫

বই নির্বাচনে পুস্তক সমালোচনার ভূমিকা—আফিফা রহমান ২২৮

গ্রন্থাশ্রয়ী চিকিৎসা— সত্যানন্দ মণ্ডল ২৩১

শিক্ষানীতি, গ্রন্থাগার এবং আমাদের কর্তব্য— অজয় ঘোষ ২৩৪

পুস্তক সমালোচনা ২৩৭

সাকুলার ২৩৯

পরিষদ কথা ২৪৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিজ্ঞপ্তি ২৪৯

English Abstracts ২৫০

গ্রন্থাগার
কলীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৩১, সংখ্যা ৮ | সম্পাদক : প্রবীর রায়চৌধুরী | অগ্রহায়ণ, ১৩৮৮

সম্পাদকীয়

কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের সমস্যা

শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করে ভারতের একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ একদা মন্তব্য করেছিলেন যে একটি প্রাণীদেহে ফুসফুসের যেমন অসীম গুরুত্ব রয়েছে, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারেরও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের বিবেচ্য বিষয় হল শিক্ষার একটি বিশেষ স্তরে, অর্থাৎ কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে, সেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কিনা। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলির অবস্থার উন্নয়নের জন্য রাধাকৃষ্ণণ কমিশন, কোঠারী কমিশন, ইউ জি সি গ্রন্থাগার কমিটি (রঙ্গনাথন কমিটি) এবং পলিটেকনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয়োন্নয়ন কমিটি ও সেনাপতি কমিটির সুপারিশে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপিত করা হয়েছিল তার অধিকাংশই আজো বাস্তবে রূপায়িত হয়নি।

প্রসঙ্গত স্মরণ উঠতে পারে শিক্ষা নীতি নির্ধারক, শিক্ষা প্রশাসক এবং শিক্ষকমণ্ডলীর গ্রন্থাগার সম্পর্কে এই অনাগ্রহের কারণ কি? এর মূলে কারণ নিহিত রয়েছে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই। আমাদের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা কখনোই ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান বা তথ্য আহরণে অনুপ্রাণিত করেনা। শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই এই শিক্ষাব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন এ যেন তোতাপাখিকে শেখানোর বন্দোবস্ত। তোতাপাখির মতো কিছু নোট মুখস্ত করে পরীক্ষায় হুবহু উদ্গার করাই বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। বহু প্রকারের বাজারী নোট, কোচিং ক্লাশের রমরমা ব্যবসা ইত্যাদির মূলে বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী গ্রন্থাগার ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তাই বোধ করে না, অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, গ্রন্থাগার ব্যবহার করার কাজে ছাত্র সমাজকে শিক্ষকমণ্ডলী বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করতে পারেননি। একটি উন্নত ধরণের কালোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে আর্থ-সামাজিক প্রশ্নসহ যাবতীয় বিষয়ই বিবেচনা করতে হবে। তার মধ্যে যে একটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত তা হল গ্রন্থাগার আশ্রয়ী শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করা, যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞান ও তথ্য আহরণে অনুপ্রাণিত হবে।

গ্রন্থাগার আশ্রয়ী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে এই শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলির নিজস্ব কোন সমস্যা আছে কিনা? একদিকে যখন দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং অন্যদিকে এই সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের

মাধ্যমেই উন্নত ধরনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব হবে। কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা নিয়ে এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় একাধিক বার আলোচনা হয়েছে। সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের উদ্দেশ্যে বিষয়গুলি নিয়ে আবার আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই প্রসঙ্গে যে দুটি বিষয় নিয়ে সর্বাগ্রে আলোচনা করা দরকার তা হ'ল—সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনার আনুষঙ্গিক সর্তাবলী এবং কর্মীসংক্রান্ত সমস্যাবলী।

প্রথমেই আলোচনা করা যাক গ্রন্থাগার পরিচালনার আনুষঙ্গিক সর্তাবলী নিয়ে। এই প্রসঙ্গে যেসব বিষয়গুলি বিবেচনার মধ্যে আনা উচিৎ তা হলো :—

(ক) স্থানাভাব-অধিকাংশ কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য পাঠকক্ষ, গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজের জায়গা, গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা রাখার জায়গা—এসব প্রয়োজনে স্থানাভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে দেশ-বিদেশের বিশেষজ্ঞদের বিভিন্ন সুপারিশ এবং আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে একটি ন্যূনতম মান নির্ধারণ করা উচিৎ। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের ন্যূনতম শতকরা কিসভাগের জন্য পাঠকক্ষের বসে থাকা উচিত। (খ) গ্রন্থাগার (সেলফ), ক্যাটালগ কেবিনেট, আসবাব পত্র ও বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জামের সমস্যা—একটি গ্রন্থাগারকে সুসংগঠিত এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করতে হলে যে সব আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম অত্যাবশ্যকীয় তা অধিকাংশ কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারে নেই। এই অবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। (গ) গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার অভাব—অধিকাংশ কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সংগ্রহ খুবই দুর্বল। অথচ তাত্ত্বিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে—গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয় করা অন্যান্য কাগজ ছাত্র পাঠ্যপুস্তকে।

গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার ক্রয়ের জন্য ইউ জি সির অনুদান যেন বছরের বাঁধা থাকার পর আবার চালু হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। বে-সরকারী কলেজগুলিতে গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য রাজ্য সরকারের অনুদানের পরিমাণও খুব কম। রাধাকৃষ্ণন কমিশনের রিপোর্টে ছাত্র ও শিক্ষক পিছু গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ক্রয়ের জন্য কত টাকা ব্যয় করা উচিৎ সে সম্পর্কে কিছু সুপারিশ করা হয়েছিল। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজ সেই সুপারিশ অনেকটা অকেজো হয়ে গেছে। তাই গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র ও শিক্ষক পিছু গ্রন্থাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম অনুদানের নূতন মান নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থের কি পরিমাণ ইউ জি সি দেবে এবং কি পরিমাণে হবে রাজ্য সরকারের অনুদান তাও নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন (ঘ) গ্রন্থাগারের জন্য অনুকূল ব্যয়-কোঠারী কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছিল যে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬% ভাগ থেকে ১০ ভাগ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ শিক্ষায়তনে গ্রন্থাগারের জন্য বছরের পরিমাণ অনেক কম। এক্ষেত্রে একটি নীতি নির্ধারণ করা উচিৎ। (ঙ) অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার খোলা রাখার সময় সীমিত থাকার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠকক্ষ যথাযথ ব্যবহার করতে পারেনা। তাই কলেজ ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারগুলি পরিষেবার সময়-সীমা বর্ধিত করা একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য এই ব্যবস্থা চালু করার জন্য অতিরিক্ত কর্মীর সংস্থানও করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। দেশ বিদেশের বহু ক্ষেত্রে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি 'টেক্সট বুক' বিতরণ করছে। শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা মেটাতে পারছে না, এই

উপলব্ধি থেকেই বোধ হয় সাধারণ গ্রন্থাগারে এই বয়সের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রেও সঠিক পথ হল শিক্ষায়তন গ্রন্থাগারগুলিকে সমৃদ্ধশীল ও উন্নত করা, যাতে ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকমণ্ডলীর গ্রন্থ ও তথ্যের চাহিদাকে যথাযথভাবে পূরণ করা যায়।

এবার দ্বিতীয় বিষয়টি, অর্থাৎ কর্মী সংক্রান্ত সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করা যাক, এ প্রসঙ্গে যে দুটি বিষয়ের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন তা হল—কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা এবং কর্মী সরবরাহ সংক্রান্ত সমস্যাবলী। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে প্রায় দুই দশক পূর্বে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউ জি সি) গ্রন্থাগার কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির মানাবিধ সুপারিশের মধ্যে একটি হল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, উপগ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে সমতুল বেতনক্রম প্রবর্তন করা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তৎকালীন পরিচালক মণ্ডলী ঐ সুপারিশ গ্রহণ করেন এবং রাজ্য সরকার গুলি যাতে ঐ সুপারিশ কার্যকর করে তার জন্য নির্দেশনামা প্রচার করেন। কিন্তু ১৯৭৩ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউ জি সি পূর্বে গৃহীত এই নীতি থেকে সরে এসে শিক্ষকদের সুপারিশিত বেতনক্রমের তুলনায় কম এক বেতনক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে চালু করেন। এর বিরুদ্ধে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের অনেক সংস্থা এবং শিক্ষকদের সংস্থার পক্ষ থেকে একাধিক বার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। গ্রন্থাগারিকরা দীর্ঘদিন ধরে ইউ জি সি বেতনক্রম প্রবর্তনের দাবী করে আসছিলেন। বর্তমান রাজ্য সরকার ১৯৭৩ সালে ইউ জি সি সুপারিশিত বেতনক্রম প্রবর্তন করেছেন এবং ভবিষ্যত নিয়োগের যোগ্যতাবলীও প্রচার করেছেন। এই প্রসঙ্গে সরকারী উদ্যোগকে অভিনন্দন জানিয়েও যে সব সমস্যা এখনো অমীমাংসিত রয়েছে তা হল :

(ক) স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রী প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক, উপগ্রন্থাগারিক এবং সহগ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদ-মর্যাদা প্রদান ;

(খ) যেহেতু স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত বৃত্তিমূলক গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে (উপ ও সহ-গ্রন্থাগারিক সহ) শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম দেওয়ার কথা বলা হয়েছে সেহেতু সংশোধিত ইউ জি সি স্কেলের (৫১০—৯০০ টাকা) ক্ষেত্রে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির আবশ্যিক সর্তের অবসান।

(গ) শিক্ষার স্বার্থে গ্রন্থাগারিক, উপ-গ্রন্থাগারিক এবং সহ-গ্রন্থাগারিকদের টিচার্স কাউন্সিলের সদস্যপদে গ্রহণ।

(ঘ) গ্রন্থাগারের "টিচার্স ইনচার্জ" প্রথার অবসান এবং শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মীদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে, গ্রন্থাগারিককে আহ্বায়ক করে প্রতিটি শিক্ষায়তনে গ্রন্থাগার কমিটি গঠন ;

(চ) কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষকের উপযোগী (সত' অ-ধারী) ডেপুটেশন সহ ছুটির ব্যবস্থা করা ;

(ছ) সরকারী ও অন্যান্য কলেজের গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে আরোপিত সিকিউরিটি প্রথার অবসান ;

(জ) গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের অনুরূপ অবসর কালীন এবং অন্যান্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ;

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের নির্বাচনে গ্রন্থাগারিক বৃন্দের উপ এবং সহ গ্রন্থাগারিকদের অন্তর্ভুক্ত করা।

রাজ্য সরকার কলেজ গ্রন্থাগারের কর্মী কাঠামো সম্পর্কে সম্প্রতি একটি নির্দেশনামা প্রচার করেছেন। আগের তুলনায় কর্মী কাঠামো সংক্রান্ত এই প্রস্তাব কিছুটা উন্নত হলেও এতে যেন কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। কলেজ ও পলিটেকনিকের ছাত্র ও শিক্ষক সংখ্যা,

(২৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বই নির্বাচনে পুস্তক সমালোচনার ভূমিকা

আফিকা রহমান
সহকারী অধ্যাপিকা—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বই নির্বিচারে গ্রন্থাগারে স্থান পেতে পারে না। প্রতিটি বই নির্বাচনের পূর্বে মূল্যায়ন করে নিতে হয়। গ্রন্থাগারিকের নির্বাচন যেমন নির্ভর করে পাঠকের চাহিদা ও রুচির উপর তেমনি গ্রন্থাগারের প্রকৃতি এবং আর্থিক সংস্থানের উপর সমভাবে নির্ভরশীল। ডা এস, আর, রঙ্গনাথন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে পাঁচটি নীতির কথা বলেছেন সেগুলি অনুসরণ করে গ্রন্থাগারিক জনসাধারণে তার সংগ্রহ গড়ে তুলতে পারেন। "বই পড়ার জন্য", "প্রতিটি পাঠকের জন্য বই আছে" "প্রতিটি বইয়ের পাঠক আছে", "পাঠকের সময় বাঁচাতে হবে" এবং "গ্রন্থাগার একটি বাড়ন্ত প্রতিষ্ঠান"। গ্রন্থাগারে পাঠক বই পড়ার জন্যই আসে। অতএব পাঠক অনুযায়ী বই রাখতে হবে। বিভিন্ন বিষয় ভেদে বিভিন্ন বই রয়েছে, এবং তার পাঠকও রয়েছে—অর্থাৎ বই যেন সঠিক পাঠক পায়। পাঠকের সময় বাঁচাতে হলে অবশ্যই সুসংবদ্ধ বই রাখা উচিত। গ্রন্থাগারের সংগ্রহ প্রতিদিনই বৃদ্ধি লাভ করছে। এজন্য প্রয়োজন অপ্রচলিত বই ছাঁটাই করে গ্রন্থাগারের মূল্যবান স্থান সংকুলান করা। উপরোক্ত পাঁচটি নীতি গ্রন্থাগারের পাঠকদের জন্যে বই নির্বাচনে সহায়তা করে থাকে। চতুর্থ এবং পঞ্চম নীতি দুটি বাহ্যিক আবাত। মূলতঃ এখানে প্রয়োজন নয় মনে হতে পারে, কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে নীতি দুটির সার্থকতা প্রমাণিত হয়। বই নির্বাচন এমনি হয় যাতে পাঠক অল্প সময়ে তার কাঙ্খিত পুস্তকটি পায়। এখানে নির্বাচনের সাথে প্রাপ্তির সম্পর্ক যে পাঠক যেন তার প্রয়োজনীয় বইয়ের সন্ধান পায়। সর্বশেষ নীতিটি প্রসঙ্গে বলা যায় যে প্রতিটি গ্রন্থাগারের বৃদ্ধির একটি সীমারেখা আছে, যার পর গ্রন্থাগারের সংগ্রহ বৃদ্ধি অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য সাধনের চেষ্টা করা হয়। অবাঞ্ছিত প্রবাহির স্থলে কাঙ্খিত বইয়ের বিন্যাস সাধন করা হয়। পরিচালনের জন্য বই নির্বাচন করতে রঙ্গনাথনের পাঁচটি নীতির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সুষ্ঠু এবং সুচারু ভাবে সমাধা করতে সমালোচনার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

লেখক বই লেখেন—এবং তা যে কোন ধরণের বই হতে পারে। প্রকাশক বই ছাপেন। গ্রন্থাগারিক বই পাঠকের সামনে হাজির করেন। এটা আমরা অনায়াসেও বলতে পারি। পাঠক বই পড়েন, লেখক তাদের জন্যে লেখেন, প্রকাশকরা তা ছাপার অক্ষরে রূপ দেন, সর্বশেষে গ্রন্থাগারিক চাহিদা মত, রুচি মত বইকে পাঠকের সামনে হাজির করেন। পাঠকের রুচি এবং চাহিদা মত বই পরিবেশনার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে গ্রন্থাগারিকের। বই নির্বাচন গ্রন্থাগারিকের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। গ্রন্থাগারিক তার গ্রন্থাগারের সংগ্রহের মাধ্যমে পাঠকের রুচিরও পরিবর্তন করতে পারেন। কাজেই বই নির্বাচন এমন পরিকল্পিত উপায়ে করা উচিত যাতে পাঠকের রুচির ক্রমবিকাশ ঘটে—সে ক্রমেই বর্ধিষ্ণু ও উন্নততর গ্রন্থের সন্ধান করে। এক কথায় গ্রন্থাগারের সঙ্গে এমনি একটি শক্তিশালী মাধ্যম যার সাহায্যে গ্রন্থাগারিক পাঠকদের অজ্ঞাতে তাদের

রুচি জ্ঞান, চাহিদা এবং মানসিক উন্নতি বিধান করতে পারেন। বস্তুতঃ একটি উন্নতমানের গ্রন্থাগার পাঠকদের, সেই অঞ্চলের এবং সমগ্র জাতির পক্ষেও একটি অতি বাঞ্ছিত বস্তু। একটি উন্নত এবং সক্রিয় গ্রন্থাগারের কার্যক্ষমতা শুধুমাত্র দক্ষ কর্মী নির্ভর নয়, উন্নতমানের সংগ্রহ এর মূল উপাদান। উন্নত সংগ্রহ গড়ে তুলতে হলে পুস্তক সমালোচনার অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।

গ্রন্থাগার গ্রন্থ সংগ্রহ সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে হলে গ্রন্থাগারিকের প্রচুর পরিশ্রম, ধৈর্য এবং বই সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী হতে হয়। শুধু জ্ঞানী হলেই যথেষ্ট নয়—গ্রন্থাগারিকের নিজস্ব বুদ্ধি, বিবেচনাও সমভাবে প্রযোজ্য। একজন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে যাবতীয় প্রকাশিত বই পড়ে মতামত ব্যক্ত করা একরকম দুরূহ ব্যাপার। তাই গ্রন্থাগারিকের সাহায্যের, আর এই সাহায্য করতে রয়েছে নামী, দামী, স্বল্প পরিচিতি অসংখ্য সাহায্যকারী পুস্তকাদিকে। বই নির্বাচনে উন্নত মানের পুস্তক সমালোচনা একটি অপরিহার্য বস্তু। তাই পুস্তক সমালোচনার অসীম গুরুত্ব রয়েছে।

নিরপেক্ষ এবং সৎ পুস্তক সমালোচনা একটি বই সম্বন্ধে দোষ ত্রুটি ও গুণাগুণ বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করে থাকে। তাছাড়া নিত্য নূতন প্রকাশিত গ্রন্থ সম্বন্ধে জানতে হলেও পুস্তক সমালোচনার ভূমিকা অমূল্য। বইটি গ্রহণ বা অগ্রহণ যোগ্য বিবেচনায় পুস্তক সমালোচনা সাহায্য করে থাকে। একটি বইয়ের বিষয়বস্তু থেকে লেখক এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্বন্ধে দ্রুত ধারণা দিতে সমালোচনার জুড়ি নেই। তাছাড়া সদ্য প্রকাশিত পুস্তকাদি সম্বন্ধেও তাজাখবর সংবাদ পরিবেশন করে থাকে।

উন্নত মান সম্পন্ন পুস্তক সমালোচনা বলতে মূলতঃ একটি পুস্তকের অবীষ্ট বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং দোষ-গুণের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন বুঝায়। পুস্তকের আকৃতি, পৃষ্ঠা সংখ্যা, পাঠ্যবস্তু, চিত্রাদি (যদি থাকে), লেখকের অভিজ্ঞতা, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিষয় সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান, লেখার বিশিষ্টতা ছাড়াও বইটিতে নতুন তথ্য বা নূতন জ্ঞানের সংযোজন, একই বিষয়ের উপর অন্যান্য বইয়ের সাথে তার তুলনামূলক স্থান, সমালোচনা ইত্যাদি দেয়া থাকে। এছাড়া বইটি কোন শ্রেণীর পাঠকদের উপযোগী কোন ধরণের গ্রন্থাগারের জন্য গ্রহণযোগ্য ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আশা করা যায়।

বর্তমানে নানা ধরণের পুস্তক সমালোচনা হয়ে থাকে। অবশ্য সব ধরণের পুস্তক সমালোচনাই গ্রন্থাগারিক গ্রহণ করতে পারেন না। বর্তমানে পুস্তকের সমগ্র 'জ্যাকেটের' অভ্যন্তরে অতি আকর্ষণীয় ভাবে পুস্তক সম্বন্ধে এবং লেখকের মনমুগ্ধকর, চটকদার বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এটা বই-বিক্রি ত্বরান্বিত করার অতি উত্তম প্রয়াস বলা যায়। তবে বইটি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা জন্মাতে অনুসন্ধিৎসু গ্রন্থাগারিকের জন্য মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রন্থ বিষয়ক এবং উন্নত মানের সাময়িকীতে যে সমস্ত সমালোচনা এবং বইয়ের মূল্যায়ন করা হয় সেগুলি বিষয় সম্বন্ধে অবহিত বিশেষজ্ঞ দ্বারা লিখিত হয় বলে গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তাছাড়াও সাময়িক পত্র পত্রিকা, দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, পাক্ষিক এবং মাসিক ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে পুস্তক সমালোচনা দেখা যায়। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সাময়িকীগুলিতে গবেষণামূলক এবং বিষয় ভিত্তিক সমালোচনা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এছাড়া রয়েছে বিষয় ভিত্তিক সমালোচনা সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা।

পুস্তক সমালোচনা অবশ্যই তথ্য সমৃদ্ধ হতে হবে। বিষয় বস্তুর অহেতুক বিস্তৃত বিবরণের পরিবর্তে বিশদ, প্রাঞ্জল বিবরণ থাকা উচিত। গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা, বইটি সম্বন্ধে পক্ষপাতশূন্য এবং সুসংস্কার মুক্ত আলোচনা; দোষ এবং গুণের বলিষ্ঠ এবং সঠিক মূল্যায়ন, কোন ধরণের পাঠকদের নিকট বইটি সমাদৃত হবে, কোন ধরণের

গ্রন্থাগারের উপযোগী, কি গ্রন্থের সহায়িকা পুস্তকের সাহায্যে বইটি লেখা হয়েছে তার নির্ভরযোগ্যতা কতটা, জ্ঞানের কোন্ বইটির অবদান অথবা কোন্‌টি গ্রন্থের, বাঁধাই, ছাপা কাগজের মান, চিত্রাদির (যদি থাকে) সঠিকভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থাগারিক সমালোচনার মূল্যায়ন করবেন। সমালোচক অবশ্যই নিরপেক্ষ হবেন এবং দোষ ত্রুটি উদ্ঘাটনে কে নয়ন কার্পণ্যের পরিচয় দেবেন না—গ্রন্থাগারিকের এবিষয়টিও যাচাই করে দেখতে হবে। সর্বোপরি সমালোচনা পত্রিকাটির সুনাম অবশ্যই দেখতে হবে। সর্বশেষ সমালোচকের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং বিষয় সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে, তবেই তিনি সেই বিষয়ের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবেন।

গ্রন্থাগারিক বই নির্বাচনের পূর্বে অবশ্যই সমালোচনার সাহায্য নেবেন—তবে গ্রন্থাগার পরিচালনা করবেন গ্রন্থাগারিক, তাই সঠিকভাবে বই নির্বাচন করতে হলে গ্রন্থাগারিককেও বই মূল্যায়ন করতে হবে—নিজস্বভাবে এগুলোই নির্ভর করে সেই গ্রন্থাগারের সাফল্য। বস্তুতঃ বই শক্তির উৎস এবং সঠিক এবং নির্ভুলভাবে সেই শক্তিকে পরিচালনা করা গ্রন্থাগারিকের কাজ।

সম্পাদকীয় (২২৭ পৃষ্ঠার পর)

গ্রন্থাদির সংগ্রহ, বাৎসরিক গ্রন্থাদি সংগ্রহের পরিমাণ, শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও সংগ্রহের (উচ্চমাধ্যমিক/পাস/অনার্স/পোস্ট গ্রাজুয়েট/গবেষণামূলক শিক্ষা ইত্যাদি), গ্রন্থাগার খোলা রাখার সময় সীমা, পরিষেবার মান ও স্তর ইত্যাদি বিষয়গুলি বিবেচনা এবং বিজ্ঞান-সম্মত কর্মী কাঠামোর পরিকল্পনা তৈরী করা উচিৎ প্রয়োজনীয় কর্মীর সংস্থান না হলে পরিষেবার মান যথাযথ ভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

বর্তমান রাজ্য সরকার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে গ্রন্থাগারের প্রবর্তনের জন্য এক ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছেন, যা এই পত্রিকার একাধিক সংখ্যায় উল্লিখিত হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য অনেক কার্যকর ব্যবস্থাও নিয়েছেন বর্তমান রাজ্য সরকার। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের গণতন্ত্রীকরণ করে গ্রন্থাগারিকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ আসন সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের আবেদন অবিলম্বে ও পরিপূর্ণভাবে গ্রন্থাগারসংক্রান্ত এই সব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

গ্রন্থাশ্রয়ী চিকিৎসা

সত্যানন্দ মণ্ডল

দেশে দেশে মানুষ বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিবিদ্যার কিংবা সভ্যতার অন্যান্য ধারার অঙ্গনে থেকে অনেক বেশি আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের স্বপ্ন দেখছে। আর সত্য হলে আছে মানুষের অক্লান্ত গবেষণা,—যা বিংশ প্রথমে বাস্তবিকও ঘটেছে, তা হয়েছে এখন বলতে গেলে প্রায়। এমনকি এক একটি গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন দেশও দায়িত্ব গ্রহণ করছে। গবেষণার চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে। গবেষণা শুধু একটি বিষয়ে অনেক সময় আবদ্ধ থাকছে না। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক যাচাইয়ের জন্যও গবেষণা চলছে। ফলে কখনো কখনো নতুন এক একটি বিষয়ের উপস্থিতি আরো নতুন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার দরজা খুলে দিচ্ছে। এই বিংশ শতাব্দীতে এইরকম একটি বিষয় হিসাবে নাম করা যেতে পারে 'বায়ো - ইঞ্জিনীয়ারিং' (Bio - Engineering)র (Bio-Science এবং Engineering—এই দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনা করে একটি নতুন যৌথ বিষয় পাওয়া গেল)। বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তি-বিদ্যার সম্পর্ক যাচাইয়ের জন্য যেমন গবেষণা চলছে, তেমন বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান বা কলা বিদ্যার সম্পর্ক নিয়েও গবেষণা হচ্ছে।

দুঃখজনক বিজ্ঞান যখন পরিপূর্ণ একটি বিষয়রূপে এই বিংশ শতাব্দীতে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে, তখন তা সমাজবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের সহায়তায় একটি নতুন যৌথ বিষয়কেও উপস্থিত করেছে, ইংরেজীতে যার নাম 'বিবলিও-থেরাপি (Bibliotherapy)'। মূল শব্দটি গ্রীক। বিবলিও (Biblion)' কথাটির অর্থ বই আর 'থেরাপেইয়া (Oepatteied)' মানে চিকিৎসা।

১৯৬১ সালে 'ওয়েবস্টারের থার্ড নিউ ইন্টারন্যাশনাল ডিকশনারী (Webster's Third New International Dictionary)'-তে বিবলিও-থেরাপি' শব্দটি গৃহীত হয় এবং এর পরিচয় নির্দেশ করে বলা হয়ঃ "the use of selected reading materials as therapeutic adjustments in medicine and in psychiatry; also : guidance in the solution of personal problems through directed reading."

হাজার হাজার বছর আগে চিকিৎসাটা ছিল একেবারেই অন্যরকমের। রোগীর দেহ থেকে অপদেবতা তাড়াবার জন্য মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, গাছের শেকড় ও জীবজন্তুর হাড়ের ব্যবহার হত, চলত নানাবিধ ক্রিয়া। কিন্তু আদিমকালের কুসংস্কার থেকে চিকিৎসাটা চলে এল জীবাণুতত্ত্বে, যেদিন ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া নিয়ে অনেক তথ্যের সন্ধান দিলেন। অপদেবতার ভয়ে মানুষ অসুস্থ হয় না, মানুষ অসুখে পড়ে জীবাণুর আক্রমণে—এই চিন্তাকে সমর্থন করল জীবাণুতত্ত্ব। তবু সব অসুখের জন্য জীবাণুকে দায়ী করা যায় না। দর্শন থেকে বেরিয়ে এল মনস্তত্ত্ব, তুলে আর পাভলভ যাকে যুক্ত করেছে মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে। একদিকে এগোচ্ছে নতুন নতুন তত্ত্ব, অন্যদিকে সেইসব তত্ত্বকে নিয়ে উপস্থিত হচ্ছে প্রয়োগবিজ্ঞান। এল 'ফিজিওথেরাপি (Physio Therapy)', 'সাইকো

থেরাপি (Psyco-Therapy)', 'অকুপেশনাল থেরাপি (Occupational Therapy') প্রভৃতি একেবারেই হ'লে হারিয়ে হয়েছে 'বিবলিও থেরাপি'।

একদিন চিকিৎসাক্ষেত্রে ভূত তাড়াবার ওষুধই ছিল শুধু। আজ ওষুধিবিধা সরে গেছে। এসেছে ভেষজচিকিৎসা, শল্যচিকিৎসা। এসেছেন সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী এবং একেবারে হালে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীরাও।

বই দিয়ে চিকিৎসা করবেন গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীরা। শুনতে গিয়ে অবাক হলেও এ ধরণের চিকিৎসা শুরু হয়েছে পৃথিবীর উন্নত দেশে। সাধারণতঃ ডাক্তার ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীরা একসঙ্গে কাজ করেন এক্ষেত্রে। নির্বাচিত বই বা সমজাতীয় বস্তু ব্যবহার করে রোগীর বিভিন্ন সমস্যাকে দূর করার চেষ্টা করেন গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীরা। প্রক্ষোভজনিত দুর্বলতা বা অন্যান্য রোগের জন্য এই চিকিৎসা পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

আসলে 'বিবলিওথেরাপি' বা গ্রন্থাবলম্বী চিকিৎসা নবযুগেও ছিল। অবশ্য মধ্যযুগে গ্রন্থাবলম্বী চিকিৎসার সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তাটা যুক্ত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাগদাদে তৈরী হল নতুন হাসপাতাল (The Al-Mansur Hospital) আল মনসুরের নামে। এই হাসপাতালে ছিল ধর্মীয় গ্রন্থ আশ্রয় করে চিকিৎসা। রবার্ট বর্টনের (Robert Burton) 'অ্যানাটমি অব মেলানকলি (Anatomy of melancholy)' এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানী ও স্কটল্যাণ্ডে নির্বাচিত ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠের দ্বারা ভিন্নে রোগীকে শান্ত রাখার চেষ্টা লক্ষণীয়।

এই ধর্মীয় প্রভাব থেকে একদিন বেরিয়ে এল 'বিবলিওথেরাপি'। ১৮১০ সালে আমেরিকান চিকিৎসক বেনজামিন রাশ (Benjamin Rush) মানসিক রোগীদের হাসপাতালে নির্বাচিত বিষয় রোগীর পড়া ও লেখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

১৮৩৮ সালে 'বিবলিওথেরাপির' ওপর ডাক্তার গল্ট (John, Minson Galt, II) প্রথম লিখলেন (On reading, recreation and amusements for the insane), যে লেখা 'অ্যাসোসিয়েশন অব মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্টস অব আমেরিকান ইনষ্টিটিউশনস ফর দ্য ইনসেন' (পরবর্তীকালে 'আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশন') সভায় উপস্থাপিত করা হয় এবং যা প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে। ডাক্তার গল্ট বলতে চেয়েছেন 'বিবলিওথেরাপি' (১) রোগীর ভ্রান্তি ও বিষাদ দূর করে, (২) শিক্ষণীয় পরামর্শ দান করে, (৩) সময় কাটানোর ক্ষেত্রে আনন্দ উপভোগের সুযোগ দেয়, (৪) চিকিৎসাকেন্দ্রে থাকার অনিচ্ছাকে দূর করে এবং (৫) রোগীকে চিকিৎসার পক্ষে অনেক বেশী নিয়ন্ত্রণাধীন ও পরিচ্ছন্ন রাখে।

ডাক্তারদের সঙ্গে গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীরাও ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। 'ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের (The Massachusetts General Hospital)' অধীনে এল 'ম্যাকলীন হাসপাতাল (Mclean Hospital)'। এই 'ম্যাকলীন হাসপাতালে' মনোরোগ চিকিৎসাবিভাগে একটি বিশেষ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হল ১৯০৪ সালে। এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ই. ক্যাথলীন জোনস (E. Kathleen Jones)-র গ্রন্থনির্ভর চিকিৎসা সম্পর্কিত কিছু লেখার বিবলিওথেরাপি প্রথম গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের একটি অংশ বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

চিকিৎসাবিষয়ক অভিধানগুলোতে 'সাইকিয়াট্রি' (Psychiatry) 'বিবলিওথেরাপি' একসঙ্গে স্থান পায়। ১৯৩০ সালের মধ্যে 'গ্রন্থাগারিক, মনঃসমীক্ষক, সামাজিক চিকিৎসক, সমাজবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের কাছ থেকে গ্রন্থাগারী চিকিৎসার ওপর ৫০০-র বেশী লেখা বেরিয়ে যায়। ১৯৬১ সালে 'লাইব্রেরী ট্রেন্ড

(Library Trend) পত্রিকার একটা সংখ্যা শুধু বিবলিওথেরাপির ওপর নানা লেখা বেরোয়। ১৯৬৯ সালে আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক অনুমোদিত ও ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব মেন্টাল হেলথ কর্তৃক আর্থিক সাহায্য প্রদত্ত একটি বিবলিও-থেরাপি কর্মশালা (workshop)র উদ্বোধন হয়।

বর্তমানে বিবলিওথেরাপি হাসপাতালে, স্কুলে, অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ হচ্ছে কাজে লাগছে সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে। যদিও বিবলিওথেরাপির একদিকে আছেন গ্রন্থাগারবিজ্ঞানী, মূলতঃ বই নিয়ে যাঁদের কাজ; অন্যদিকে আছেন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ। এটা বলে রাখা ভাল যে, চিকিৎসাও আজ ডাক্তারদের হাতে নেই শুধু, অধিকতর ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য চিকিৎসাকে যুক্ত করা হচ্ছে পরিবেশবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি থেকে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে। বিবলিওথেরাপি বা বায়োইঞ্জিনিয়ারিং এসেছে এভাবেই। এবং চিকিৎসা পদ্ধতিকে উন্নত করতে গ্রন্থাগারী চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বহু ভিন্ন ভিন্ন ধরণের বিষয়ের পণ্ডিতদের আজ তাই এক অভিনব আলোচনা ও কর্মে নিযুক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। পৃথিবীর যেসব উন্নত দেশে এই নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, সেসব জায়গায় কিন্তু সুফলও ফলেছে ইতিমধ্যেই।

'এ যেন এলেম নতুন দেশে'

শীতের দার্জিলিঙ

গ্রীষ্মের বা শরতের দার্জিলিঙের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় বেশী। কিন্তু এসময়কার দার্জিলিঙ অভিনব। এখন আবহাওয়া চমৎকার। ঝকঝকে আকাশ, বৃষ্টি নেই-কুয়াশাও নেই বললেই চলে। মৌসুমী পরিবেশে বৃষ্টি চলে-অবাধে-বহুদূর। তারই মাঝে হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠবে কাঞ্চনজঙ্ঘার মহিমময়ী রূপ।

শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা কেন? দার্জিলিঙ থেকে এই সময় পৃথিবীর সেরা আরও কয়েকটি পর্বতশিখরও আপনি দেখতে পাবেন।

এখন লোকের ভীড়ও কম। শান্ত, নির্জন পরিবেশে মন হয়ে উঠবে স্নিগ্ধ প্রশান্ত।

মিরতাপ রোদ, হিমেল বাতাস। শীতের পোষাকে চলাফেরার কোন অসুবিধাই বোধ করবেন না।

দার্জিলিঙে আছে কয়েকটি ট্যুরিষ্ট লজ। উপরন্তু এসময়ে সেখানে শীতকালীন কনসেশনের ব্যবস্থা আছে।

পাহাড় এবং অন্যান্য বাঁধের বার বার হাতছানি দেয়, সেইসব প্রকৃতপ্রেমিকদের কাছে এসময়কার দার্জিলিঙ ভ্রমণ এক সুমধুর অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে অনেক, অনেক দিন।

আজই আসুন। শীতের কটা দিন দার্জিলিঙ ও কালিম্পঙে কাটিয়ে যান। দেখুন, ছুটির মজা কাকে কাকে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন:

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ইষ্ট) কলিকাতা—৭০০ ০০১

ফোন: ২৩-৮২৭১ গ্রাম: TRAVELVIPS অথবা দার্জিলিঙ

ফোন: ২০৫০ গ্রাম: DARTOUR

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিক্ষানীতি, গ্রন্থাগার এবং আমাদের কর্তব্য

অজয় কুমার ঘোষ
(ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট)

যে কোন মানুষের মান এবং দর্শনকে সুস্থ এবং উন্নত করতে, ব্যাপকতর অর্থে তার জীবনের উন্নয়নে শিক্ষা এক অত্যাবশ্যক, অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। আজকের জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার যুগে তাই প্রতিটি দেশেই রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে জনসাধারণের শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘোষণায় সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেওয়া হয়।

আমরা জানি, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণই শাসন পরিচালনার নিয়ন্ত্রাশক্তি এবং নিজেদের অতীত সম্পর্কে সম্যক ধারণার ভিত্তিতে বর্তমানের যথার্থ মূল্যায়নে সক্ষম জনসমষ্টিই একমাত্র পারে তার ভবিষ্যতের জন্য সুষ্ঠু নীতি নির্ধারণ করতে অর্থাৎ, যেহেতু ভারতবর্ষ একটি 'যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র', আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সার্থকতার প্রাথমিক শর্ত হলো সচেতন জনসাধারণ; আর যেহেতু শিক্ষা আনে চেতনা, সার্বজনীন, সর্বব্যাপী শিক্ষা ভারতবাসীর মৌলিক এবং অনিবার্য প্রয়োজন।

তার এই প্রয়োজনের কথাই রূপ পেয়েছে ১৯৫০ সালে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানের রাষ্ট্রীয় নির্দেশাত্মক নীতিতে, যেখানে ঘোষিত হয়েছে : শিক্ষায় সকলের অধিকার, শিক্ষা সকলের দায়িত্ব, শিক্ষা আর কারুর পণ্য থাকবে না।

কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কি? ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হবার তিন দশক পরেও আমার দেশের শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা মোটামুটি পঁচাত্তর তিরিশ জন। আর এঁদের মধ্যে যথার্থভাবে পড়তে লিখতে জানেন খুবই নগণ্য এক অংশ। অর্থাৎ, শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ তার স্বাধীনতার পর চার দশকে পরার্পণ করেও অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে অনেক পিছনে রয়ে গেছে। কারণ কি?

আসলে শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া; এবং অন্যান্য অনেক দিকের মতো শিক্ষাকেও সমাজ-নিরপেক্ষভাবে দেখা ভুল। অর্থাৎ, শিক্ষা সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত।

তাই, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল, তা তাদের ঔপনিবেশিক শাসন এবং শোষণ নীতির সহায়ক এবং সঙ্গতিপূর্ণ-ভাবেই রচিত হয়েছিল। তারা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সাদা চামড়ার মানুষ আমদানীর বিকল্প হিসাবে সুলভে কিছু 'দোভাষী' শাসন সহায়ক সুবিধাভোগী, রাজভক্ত এবং সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন এক দেশী বাহিনী তৈরী করবার জন্যই তাদের শিক্ষানীতি চালিয়েছিল। এবং আমরা জানি, তার ফলশ্রুতি হিসাবে এদেশে একটি 'বাবু' শ্রেণীর জন্ম হয়েছিল, যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলশ্রুতি হিসাবে গড়ে ওঠা ভূস্বামীদের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের কট্টর সমর্থক হিসাবে বিদেশী শাসনের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল।

১৯৪৭-এ স্বাধীনতালাভের পরের শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিফলন অনিবার্য-ভাবেই লক্ষ্য করা পড়ে। বহু চেঁচামেচি সত্ত্বেও, শিক্ষা

সম্পর্কে বহু কমিশন এবং তার প্রতিবেদন সত্ত্বেও, শিক্ষাকে বিবিধ সামাজিক—অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে সার্বজনীন, 'সর্বগ্রাসী' করার চেষ্টা হয়নি। কারণ সামন্ততন্ত্র এবং ধনতান্ত্রিক শক্তি নিয়ন্ত্রিত শাসকরা তাদের নিজেদের স্বার্থেই শিক্ষাকে ব্যাপকতর জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছে—আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আজও কিছু কেরানী বা আমলা তৈরীর কারখানা হিসাবেই কাজ করে চলেছে—যেখানে দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের ঘরের সাধারণ একটি ছেলের জন্য তোলা আছে নানা প্রতিবন্ধকতার প্রাচীর; তাই শিক্ষা আজও অধিকাংশ দেশে 'আলোকপ্রাপ্ত' সুবিধাভোগী শ্রেণীর সন্ততিদের মধ্যেই সাধারণভাবে সীমাবদ্ধ।

গ্রন্থাগার শিক্ষার ক্ষেত্রে এক অপরিহার্য এবং পরিপূরক অঙ্গ; এবং গ্রন্থাগার সংক্রান্ত নীতি অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই দেশের শিক্ষানীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীসম্পর্কযুক্ত। তাই ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো, সরকারী উদ্যোগে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য বিশেষ কিছু করা হয়নি। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের বিবিধ প্রয়োজন অনুসারে যেন কিছু গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছে, কয়েকটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলবার কিছু প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার খাতে চিন্তা বা ব্যয়ের যা চিত্র তা' অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক। এবং একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগই মূলতঃ প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসও একথাই বলে যে অতিসাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ অত্যন্ত অপ্রতুল ছিল, জনসাধারণের শিক্ষার এই দিকটি সম্পর্কে সরকারী পর্যায়ে যথেষ্ট চিন্তা, পরিকল্পনা বা উদ্যোগের বিশেষ পরিচয় মেলে না। তবে কোন প্রয়াসই যে গৃহীত হয়নি এটা সত্য নয়—অবিন্যস্ত পরিকল্পনা এবং ভাসা-ভাসা ব্যবস্থার পরিচয়সহ কিছু গ্রন্থাগার (১৯৫৬ সালের জাতীয় গ্রন্থাগার) নীতির ফলশ্রুতি পিরামিডাকৃতি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কিছু প্রতিষ্ঠান, যেমন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগারসমূহ ইত্যাদি এবং অত্যন্ত অপরিকল্পিত কিছু লেনদেন গ্রন্থাগার গঠন করা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলির কার্যকারিতার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মানুষ কিন্তু কোনদিন শিক্ষার এই দিকটি সম্পর্কে উদাসীন থাকেন নি। বৃটিশ আমলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রচার এবং সংগঠনের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে বিভিন্ন পাড়াতে ব্যায়ামের আখড়া বা ক্লাবের পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল গ্রন্থাগার এবং রাজনৈতিক দূরদর্শী কিছু নেতা এগুলিকে সংগঠিত করার চিন্তা করেছিলেন। ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন যে আজও তার প্রাথমিক অস্তিত্ব বজায় রেখেছে তার মূলেও আছে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক অবহিতি এবং সুষ্ঠু চিন্তা। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম নেতা কুমার মনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় ত্রিশের দশকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, কিন্তু বৃটিশ শাসকের অনিচ্ছায় তা রূপায়িত হয়নি।

স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল দাবী ছিল সকলের জন্য আইনভিত্তিক অবাধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। কিন্তু সে দাবী ১৯৭৭ পর্যন্ত কোন সরকারী সমর্থনে রূপায়িত হয়নি। অর্থাৎ, ঐ সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মৌলিক প্রয়োজন সম্বন্ধে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তির মনোভাব ছিল উদাসীন।

কিন্তু সচেতন জনমতের স্বীকৃতি এই সময়েই পাওয়া গেল। বামফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচীতে জনগণের শিক্ষা সম্পর্কে সুস্পষ্ট রূপরেখার পরিচয় পাওয়া গেল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে গ্রন্থাগার আইনের দাবীও অঙ্গীকারবদ্ধ হ'লো।

পরবর্তী ইতিহাস আমাদের জানা। আজ পশ্চিমবঙ্গের জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে। শুধু তাই নয় এই সরকার শিক্ষাকে সার্বজনীন ও সর্বত্রগামী করার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন—দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করে সংবিধানের নির্দেশ, যা দীর্ঘ প্রায় চার দশক ধরে অবজ্ঞার অন্ধকারে নির্বাসিত, পালনের চেষ্টা করছেন। শিক্ষার একদম প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার প্রচলনের মাধ্যমে শিক্ষা এবং গণিত সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ঘরের দরিদ্র ছাত্রের ঘরোকার এক প্রতিবন্ধককে দূর করেছেন বা নাকি বিভিন্ন মনীষী এবং বিবিধ শিক্ষাকমিশনের বিরুদ্ধ মতামত নিয়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করে বিদেশী ভাষার দাপট থেকে আত্মরক্ষা করছিল।

একথা মনে না রাখলে ভুল করা হবে যে, গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নীতি বা কার্যক্রম অত্যাবশ্যকীয় ভাবে সামগ্রিক শিক্ষাচিন্তার অনুসারী। আজকের পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে গ্রন্থাগার খাতে অদৃষ্টপূর্ব অঙ্কের আর্থিক সংস্থানকে এই ব্যাপক জনশিক্ষা কর্মসূচীর সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে। আর তাই, পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারগুলির গুরুত্ব এবং সুষ্ঠু কার্যকারিতা সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদেরকে হতে হবে অত্যন্ত সচেতন এবং সক্রিয়। মনে রাখা দরকার, দীর্ঘদিন ধরে জনিবার্য দাবীতে যখন আমরা সফল হয়েছি, তখন সাথে সাথেই তার সার্থক কার্যকারিতার দায়িত্ব ও আমাদেরই কাঁধে বর্তেছে; এবং পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং যোগ্যতার অগ্নিপরীক্ষার দিন আমাদের সামনে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ডাইরেক্টরী উপসমিতি

পশ্চিমবঙ্গ লাইব্রেরি ডাইরেক্টরী সঙ্কলনের কাজ সমাপ্ত প্রায়। পরিষদ ও কর্মী সমিতির জেলা শাখার কাছে আবেদন সরকারী, সরকার পোষিত এবং বে-সরকারী গ্রন্থাগারের পূর্ণ তালিকা এবং সম্ভব হলে নিম্নলিখিত তথ্য পাঠান: (ক) গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা (খ) প্রতিষ্ঠা বছর (গ) গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সংখ্যা (ঘ) সদস্য সংখ্যা এবং কি ধরণের গ্রন্থাগার (সরকারী, সরকার পোষিত বা বে-সরকারী)

গৌতম গোস্বামী
সম্পাদক। ডাইরেক্টরী উপসমিতি

পুস্তক আলোচনা

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী, ১৯৭৩। বদিউর রহমান, সৈয়দ শহিদুল করিম ও মোহাম্মদ আবুল হাসেম সম্পাদিত। ঢাকা, বাংলাদেশ বুকস্ এণ্ড পাব্লিকেশন অফিস, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৭৫। ১৬৪ পৃঃ।

বেশ কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের নিজস্ব গ্রন্থস্বত্ব আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করে থাকে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও তার ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীন বাংলা দেশের গ্রন্থস্বত্ব আইন (Copyright Ordinance, 1962) আরোপিত হয় ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে। বর্তমানে সেই আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা, যেগুলি বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা পড়ে, যথাযথ সেগুলি জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। পাঠ্য-পুস্তকের অভিধান বা বোধিনী, জাতীয় সংসদের বার্ষিক বিবরণী, বিজ্ঞপ্তি জাতীয় প্রকাশনা, মানচিত্র এবং প্রথম সংখ্যা ব্যতীত কোন সাময়িকী ও সংবাদ পত্র তালিকাভুক্ত করা হয় না। এটা খুবই স্পষ্ট যে, ভারতের মতো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশেও প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা জাতীয় গ্রন্থাগারে জমা পড়ে না। সুতরাং মূল্যবান গ্রন্থাদি-ও বাদ পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য গ্রন্থপঞ্জীতে প্রায় পৌনে সাতশ'র মতো বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা নথি-ভুক্ত করা হয়েছে। এর থেকে আমরা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পের অগ্রগতি এবং শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতে পারি।

গ্রন্থপঞ্জীটি দু'অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে রয়েছে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাদির তালিকা ও বিবরণী এবং দ্বিতীয় অংশে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা ও বিবরণী। প্রত্যেক অংশকে আবার দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা হয়েছে। —প্রথম পরিচ্ছেদে আছে বিষয়ানুগ তালিকা এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রন্থসমূহের গ্রন্থকার, শিরোনাম ও বিষয়ের নাম ভিত্তিক বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট। প্রথম পরিচ্ছেদে (বিষয়ক্রমিক পরিচ্ছেদ) তথ্যগুলি বর্গীয়ক্রমিকভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। যথা—গ্রন্থকারের নাম (সম্ভব হলে, জন্ম-মৃত্যু সন), গ্রন্থের শিরোনাম, সংস্করণ, প্রকাশনার স্থান, প্রকাশকের নাম, প্রকাশনার তারিখ, গ্রন্থের মূল্য, পৃষ্ঠা সংখ্যা ইত্যাদি সহ জাতীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থ নথিভুক্তকরণের ক্রমিক সংখ্যা। বর্ণনা-ক্রমিক নির্ঘণ্টে গ্রন্থসমূহের তথ্য সংক্ষেপে দেওয়া আছে। গ্রন্থী প্রণয়নে মিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি (১৬শ সংস্করণ হালনাগাদ) এবং অ্যাংলো-আমেরিকান (গ্রন্থ) সূচীকরণ বিধিসমূহ (হালনাগাদ) অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলা ও ইংরাজী উভয় অংশের শেষে একটি পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাদির প্রকাশকদের ঠিকানাসহ একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা আছে। এর ফলে, গ্রন্থাগার কিংবা উৎসুক পাঠক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সহজে সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন।

পরিশেষে, সুবিন্যস্তভাবে সুসম্পাদনার জন্যে সম্পাদকদের ধন্যবাদ জানাই। এবং আশা করব, গ্রন্থপঞ্জীটি যাতে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে প্রকাশিত হয়, তারজন্যে তাঁরা সচেষ্ট হবেন।

—প্রদীপ চৌধুরী
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গীয় সাহিত্য কোষ ঃ সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী (একাদশ খণ্ড)

সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী (১৩৮৭)

সম্পাদক – অশোক কুণ্ডু

পৃথিবীর বিভিন্ন সমৃদ্ধশালী ভাষায় বিরাট সংখ্যক বিষয়ানুগ এবং আকর গ্রন্থ (রেফারেন্স বই) নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলা ভাষা পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধশালী ভাষা হওয়া সত্ত্বেও এই ভাষায় বিষয়ানুগ ও আকর গ্রন্থের সংখ্যা অপকাঞ্চিত কম। আকর গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণে এই ধরনের গ্রন্থ গ্রন্থাগার, গবেষক, পাঠক ও ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট সহায়তা করে। বাংলা ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি গবেষণা সংস্থার পক্ষে পুস্তক বিপণি কর্তৃক প্রকাশিত উপরোক্ত দুটি আকর গ্রন্থ নিঃসন্দেহে সেই অভাব কিছুটা পরিমাণে পূরণ করবে।

প্রথম গ্রন্থে আছে বাঙ্গালী সাহিত্য সাধকদের (জীবিত ও মৃত) জীবনী, ১৩৮৫ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকার তালিকা, সাহিত্যিক পুরস্কারের তালিকা, ১৩৮৫ সালে পরলোকগত সাহিত্যিকদের তালিকা, প্রতিষ্ঠান পরিচিতি। দ্বিতীয় গ্রন্থে আছে ১৩৮৬ সালে প্রয়াত সাহিত্যিকদের জীবনী এবং উক্ত বছরে প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা এবং সাহিত্যিক পুরস্কারের তালিকা।

গ্রন্থ দুটি নানাবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ হলেও তথ্য পরিবেশনায় সুপরিকল্পনার অভাব আছে। যেমন, বাঙ্গালী সাহিত্য সাধক (ঊনবিংশ শতাব্দী) বাঙ্গালী সাহিত্য সাধক (জীবিত সাহিত্যিক ১৯৫০ পর্যন্ত জন্ম) এবং লেখক পরিচিতি (সংযোজন) তিনটি পৃথক তালিকা। গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার তালিকা প্রণয়নে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত ছিল। আশা করা যায় সম্পাদক পরবর্তী সংস্করণে বিষয়গুলির দিকে নজর দেবেন।

সম্পাদক ভূমিকায় এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রচেষ্টাকে "নিদারুণ দুঃসাহস" বলে বর্ণনা করেছেন এবং আক্ষেপ করে এই বইয়ের ভাগ্যে কী জুটবে বলেছেন "কাটতি হবে পোকার কিন্তু আলমারী কি মিলবে কেই"। সত্যি তাহলে আশ্চর্য লাগে এই ধরনের তথ্যপূর্ণ আকর গ্রন্থ কেন সমাদৃত হচ্ছে না। বিনা দ্বিধায় এই দুটি গ্রন্থ যে কোন গ্রন্থাগারে রাখার সুপারিশ করা যায়।

—সমালোচক

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
EDUCATION DEPARTMENT / SOCIAL EDUCATION BRANCH

No. 679-Edn(SE) Dated Calcutta, the 3rd November, 1981.

N O T I C A T I O N

In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 23 of the West Bengal Public Libraries Act, 1979 (West Bengal Act XXXIX of 1979), the Governor is pleased hereby to make the following rules :—

R U L E S

1. **Short title**—These rules may be called the Public Library Management Rules, 1981.

2. **Definitions**—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject of content—

(i) " the Act " means the West Bengal Public Libraries Act, 1979 (West Bengal Act XXXIX of 1979) ;

(ii) " the Council " means the State Library Council constituted under the Act ;

(iii) " Committee " means the Managing Committee ;

(iv) " Authority " means Local Library Authority constituted under the Act ;

(v) Other expressions have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Membership**—The members of a Public Library shall consist of the following categories ;

(a) **Children member**—Any person not exceeding fourteen years of age may become a member under this category ;

(b) **General member**—Any person on completion of fourteen years of age may become a member under this category.

Note : All existing members of the library shall continue either as a children member or as a general member as the case may be.

4. **Fees** :

(a) There shall be no membership fee or deposit fees for a member under the category of children member ;

(b) The Director shall, from time to time, determine the maximum limit of annual membership fee for a member under the category of general member ;

(c) No amount shall be realised from members as admission fees ;

5. **Right and facilities of members** :—

(a) A member whose membership fee is not in arrear for more than sixty (60) days shall be a valid member and be eligible to enjoy all the facilities regarding use of the library ;

(b) A general member whose membership is at least sixty (60) days old and who is a valid member on the date of

submission of nomination paper, as specified in election notice, is eligible to participate in the election of the Committee of the library ;

(c) A general member is eligible to participate in the deliberations of the General Body meeting if his membership fee is not in arrear for more than sixty (60) days on the date of such meeting ;

(d) The membership of a person shall cease in case of insanity, conviction for any criminal offence involving moral terpitude by a Court or wilful refusal to abide by library rules.

6. **Committee** : Every public library shall have a Committee to be constituted in the manner and for the purposes hereinafter appearing ;

(1) **Composition of the Committee** : Every Committee shall be composed of—

(a) One person to be nominated by the Authority ;

(b) One person to be nominated—

(i) by the Corporation/Municipality/Notified Area Authority in case of a public library situated in urban area ;

(ii) by the Panchayat Samiti in case of a public Library situated in rural area ;

(c) Librarian of the public library ;

(d) Following number of persons are to be elected basing on the strength of general members as on the date of issuing election notice ;

(i) upto 500 members—6 persons to be elected from general members ;

(ii) more than 500 but not exceeding 1000 members—8 persons to be elected from general members ;

(iii) more than 1000—10 persons to be elected from general members.

(2) The first meeting of the newly constituted Committee shall be convened by the Librarian or in his absence by the nominee of the Authority, within ten days of the completion of the election. In case of the absence of the above mentioned persons this meeting may be convened by the District Library Officer.

(3) In the first meeting of the Committee, the President and the Secretary of the Committee shall be elected from amongst its members.

The Librarian shall be the Joint Secretary of the Committee. Where, however, the Librarian is elected as the Secretary of the Committee, a Joint Secretary shall be elected from amongst the members of the Committee.

4) No act of the Committee shall be invalid by reason only of the existence of any vacancy, initial or subsequent.

(5) If a nominated or elected member ceases to hold the position by virtue of which he was so nominated or elected, he shall automatically cease to be a member of the Committee ;

(6) Any vacancy among the elected members, occurring by reason of death, resignation or otherwise shall be filled in within sixty (60) days by election.

7. **Powers and functions of the Committee** :

(a) The Committee shall be respon

sible for overall management and administration of the library and for proper utilization of the library fund ;

(b) The Committee shall act under the general supervision, control and guidance of the Council, Authority and the Government.

(c) The Committee shall prepare plans and programmes for development and improvement of library services and shall forward these plans and programmes for consideration of the Authority ;

(d) The Committee may purchase, acquire, construct, sell and dispose property, movable and immovable, with prior permission of the Authority or the Government ;

(e) The Committee may take up such other programmes which are in conformity with the West Bengal Public Libraries Act, 1979 and programmes undertaken by the Directorate of Library Service, Government of West Bengal ;

(f) The Committee shall furnish periodic reports and returns, as per direction of the Authority or the Government.

(g) The Committee shall have the right to take proper steps against loss or damage of documents ;

(h) The Committee may constitute sub committees for better and effective functioning of the library.

8. **Term of the Committee :**

(a) The term of the Committee shall be for a period of two years from the date of its first meeting ;

(b) The existing Committee shall hand over the charge of the office to the newly elected Committee within fifteen days from the date of election ;

9. **Powers and functions of the President and the Secretary :**

(a) The President shall preside over all meetings of the Committee, and the the General Body meeting. In his absence the Committee or the General Body shall elect a member of the Committee or a general member of the General Body, as the case may be to preside over such meetings. The President shall exercise his casting vote in case of equality of votes ;

(b) Subject to the general supervision of the Authority the Secretary of the Committee shall be responsible to the Committee for proper administration and management of the library. He shall convene meetings, keep all records of the committee and the library, records of accounts of the library, records of all correspondences and other papers of the library. He shall maintain a register of members ;

(c) The Joint Secretary shall assist the Secretary in the discharge of his duties. In the absence of the Secretary, the Joint Secretary shall perform his duties.

10. **Meetings :**

(a) In all meetings of the Committee one third of its total members and in all meetings of the General Body one-sixth of its total members shall form a quorum ;

(b) The Secretary shall convene all meetings of the Committee and General Body meeting ;

(c) One-third of the members of the Committee and one-sixth members of the General Body may requisition a meeting of the Committee and of the General Body respectively and the Secretary shall convene such meeting within seven and fifteen days

of receipt of the notices of such meetings respectively. The requisition meeting shall be held only to discuss the specific agenda of the requisition ;

(d) The Committee on its own motion or on the direction of the Authority may convene a General Body meeting to discuss and resolve certain important items of business ;

(e) The President may direct the Secretary to convene a meeting of the committee to discuss certain items of business and the Secretary shall such meeting within seven days of receiving such direction ;

(f) If the Secretary fails to convene meetings as directed by the President or as requisitioned by the members within the stipulated date, the President shall have the right to convene such meetings ;

(g) A meeting of the Committee shall be held with clear seven days notice and a meeting of the General Body (including requisitioned meeting) shall be convened by clear fifteen days notice ;

(h) An urgent meeting of the Committee may be convened with twenty four hours' notice to discuss some specific important and urgent item of business ;

(i) Decisions of the meetings of the Committee and the General Body which require the approval of the Authority shall have to be communicated by the Secretary to such Authority within seven days of such meetings ;

(j) A meeting of the Committee shall be held at least once in two months.

11. **Annual Report, Annual Statement of Accounts and Annual meeting of the General Body :**

(a) The Committee shall prepare an annual report of the activities of the library and an annual statement of audited accounts for every financial year ;

(b) The annual report and the annual audited statement of accounts shall be placed in the annual meeting of the General Body, to be held in between the months of April to June every year, for its consideration and adoption ;

(c) The annual report and the annual audited statement of accounts, along with the observations and resolutions, if any, of the General Body shall be forwarded to the Government and to the Authority within fifteen days of holding such meetings ;

(d) If for some extraordinary reason the annual general meeting cannot be held in between the months of April—June, the same shall be held, after giving proper reasons to the Authority for the delay, and after obtaining its permission to hold the meeting, within the next three months.

12. **Election**

(a) Election of the Committee shall be held after every two years along with the annual general meeting on a specified date and time during the months of April-June ;

(b) The Committee shall specify in the notice for the election, among others, followings things :—

(i) the posts for which election will be held ;

(ii) the last date and time of submission of the nomination papers;

(iii) to whom the nomination papers are to be submitted ;

(iv) conditions for being eligible to elect and to be elected ;

(v) the date of scrutiny of nomination papers and the last date

and time of withdrawal of nomination papers ;

(vi) the date and time of election.

(c) The Committee shall prepare a list of eligible voters for the election, which any general member shall be entitled to consult ;

(d) The Committee shall invite nomination papers in writing from the eligible members which may include, among others the following things :—

(i) The post for which the election is sought ;

(ii) name and full address of the member ;

(iii) category of member ;

(iv) signature of the member ;

(v) name, full address and signature of a proposer, who must be a vaild and eligible member ;

(e) Election shall be held by secret ballots ;

(f) The General body meeting convened for election purpose shall appoint three eligible members from amongst themselves to act as Presiding Officers. They shall conduct the election, count the votes and announce the results on the same day after the election is over. Presiding Officers shall not be candidates to the election.

(g) The Annual General Body meeting and election of the Committee are to be held preferably in the library hall or in some other nearest available premises ;

(h) Results of election along with the proceeding of the General Body meetings shall be communicated to the Authority within fifteen days of the meeting ;

(i) If for some extraordinary reason, the election can not be held in between the months of April-June, the same shall be held after giving proper reasons to the Authority for this delay and after obtaining its permission to hold such election, within the next three months, failing which the Authority shall appoint in place of the Committee an administrator who shall conduct the election within one year from the date of his appointment.

13. **Financial year of Public Library**

Financial year of a public Library shall be from the 1st day of April to 31st day of March

14. **Working hours**

(a) The library shall be kept open at least 38½ hours a week ;

(b) There should be one weekly holiday and one half-holiday which shall be Wednesday and Thursday respectively throughout the State ;

(c) The Schedule of working hours shall be decided by the Committee, with the approval of the Authority ;

(d) List of holidays of the library shall be as made by the Authority or the Government.

15. **Fund of the Library**

Library Fund consist of the following :

(a) All grants (capital, recurring, ad-hoc, received from the State Government, Central Government, other bodies and agencies ;

(b) Subscription realised from members, if any ;

(c) Donation, gift, contribution received by the library ;

(d) Amount realised from members for loss or damage of documents or realised as fine ;

(e) Bank interest ;

(f) Amount acquired through sale of properties, movable or immovable, with the previous permission of the Authority.

16. **Operation of fund and Financial transaction :**

(a) The entire fund of the library shall be deposited in a Nationalised Bank or in a Post Office and shall be jointly operated by the Secretary and Joint Secretary of the Committee. In absence of any one of the above members, President shall operate the Fund jointly with the other members ;

(b) The Secretary may keep the following amount in cash for contingent and petty expenditure ;

(i) Rs. 100.00 in case of a public library situated in urban area ;

(ii) Rs. 50.00 in case of a public library situated in rural area.

(c) In every meeting of the Committee, the Secretary shall furnish a detailed report of the financial position of the library ;

(d) All payments and financial transactions shall be made under the joint signatures of the Secretary and the Joint Secretary. In absence of any one of the above members, President shall make payment jointly with other member.

17. **Library Staff :**

In case of whole-time staff appointed in a public library established or maintained out of the Government grant ;

Procedures of appointment—permanent or temporary—posting, suspension, termination, promotion, punishment, transfer, training and education, scale of pay, allowances and other benefits, service conditions of the library staff may be as determined by the Government from time to time.

18. **General control and supersession of the Library :**

(a) Subject to the provisions of the Act and these rules the Committee shall implement all decisions of the Council, Authority and the Government ;

(b) In case of mal-functioning and/or mal administration and/or misuse of fund and/or property and assets of the library and in case of violation or non-compliance of the directives and/or orders of Authority and the Council or the Government and in case of violation of the rules regarding constitution of the Committee and in the interest of library service, the District Library Officer or any other authority appointed by the Government shall have the right to supersede the Committee and to appoint an Administrator or Ad-hoc Committee in its place on the recommendation of the Authority for a period not exceeding one year within which the Committee shall be re-constituted under the rules. During the period of supersession, the Administrator or Ad-hoc committee shall assume all powers and functions of the Committee and the Secretary ;

(c) The Director shall have the right to proceed against any or all members of the Committee for defalcation of funds and misuse of properties ;

(d) The Authority shall have the right to inspect any library of any document or record of the library for inspection, verification, checking and investigation.

By order of the Governor
Sd/- B. N. Chatterjee,
Spl. Secretary to the
Government of West Bengal.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষার ফলাফল—১৯৮১

প্রথম শ্রেণী (বর্ণানুসারে)

পরীক্ষার রোল নং	নাম
১৫৪	বীণা ঘোষ
৪৩	বিমলকুমার খাটুয়া
১৪	অরুণকুমার পাঠক
১৩০	প্রবীর প্রামাণিক
১২	অনির্বাণ ভবানী
১৩৭	পল্লব মুখার্জী
১৮২	সিদ্ধার্থ ঘোষ
২১৫	তারকনাথ ভট্টাচার্য
৪৬	মলয়েন্দু চ্যাটার্জী
২২৫ এন	মনীষা সেন
১১৪	শুক্লা কুণ্ডু
১০৮	মানসী মুখার্জী
২৪	অরুন্ধতী চ্যাটার্জী
১০	কল্পনী চৌধুরী
১৪২	রাণাপ্রতাপ চ্যাটার্জী
১১২	মিলি দেবনাথ
১১	কল্পুরী গুহ
১২৮	পলি সরকার
১৮৭	দোলালী রায়
৪	অজিত কুমার মণ্ডল
৬৭	হরিপদ চক্রবর্তী
১০৬	মানসী দত্ত

পরীক্ষার রোল নং	নাম
২৮	অসীমকুমার পলমল
৪০	কিরণ দে
৩৭	বংশীধর দত্ত
১৭৪	সত্যজিৎ বসু
৮০	কল্পনা মিত্র
১৪৯	রবীন্দ্র দাস
১৯	অপূর্বকুমার ভট্টাচার্য
৪৪	বিশ্বরূপ রায়
৫২	দেবাশীষ ব্যানার্জী
৩৪	আজিজা আখতার
৫৬	বীরেনকুমার ব্যানার্জী
৮২	কাজলী সরকার
১৯৩	সুকান্তকুমার পাইক
১১	অপিমা মিত্র
২২০	উত্তীয় দত্ত
৪৮	চন্দনা দাসগুপ্ত
২০৬	স্বপনকুমার মুখার্জী
২৫	অরুন্ধতী রায়
৫১	দীপ্তি ভট্টাচার্য
১৫৬	সীতা দে
১৯	লক্ষ্মীকান্ত দে
১৪১	রামকিঙ্কর সিদ্ধান্ত

পরীক্ষার্থীর রোল নং	নাম
১৬৮	সৌমেন রায়
১৯১	শুভেন্দুবিকাশ কর
১২১	নিখিলচন্দ্র ঘোষালী
১৬৫	সমর রায়চৌধুরী
৮৪	কল্যাণকুমার দাস
২০০	স্বপন ব্যানার্জী
১৩	অনীতা শীল
১৯৬	প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত
৫১	দেবব্রত ঘোষালী
৬	অলোক সরকার
১০	অমলকুমার মাহাতো
২৩২	অমলকুমার মাইতি
৮৬	কমলকুমার গোস্বামী
১০০	লতা পাল
৩১	অসিত চ্যাটার্জী
৩৩	অতুলচন্দ্র জানা
৭৩	অশ্রী দাস
১৭৫	সুরেন্দ্রনাথ কুন্ডু
৭৪	অরবিন্দ পাল
১৭০	শঙ্কর বিশ্বাস
১৮	অপরেশ রায়
১৩৫	পূর্ণিমা দাশগুপ্ত
৯	[illegible] চৌধুরী
৮১	কাবেরী গাঙ্গুলী
১০৫	মমতা চৌধুরী
৩২	অসিতবরণ পাল
১৮৩	শিশিরকুমার সরোজ
৩	অচিন্ত্য চক্রবর্তী
৭৭	অনিল সেনগুপ্ত
৮৭	কল্পাবতী দত্ত
১৮০	সনৎকুমার চক্রবর্তী
১৬৩	সমীর ব্যানার্জী

পরীক্ষার্থীর রোল নং	নাম
১৮৩	শুভিরঞ্জন বেরা
১৮৩	সোনালী দাস
৮	অমিতা ভট্টাচার্য
১২৫	নিতাই দাস
১৫৫	গীতা কর (নাগ)
১৬	কৃষ্ণা সরকার (রায়চৌধুরী)
১৭	অনুভোষ সেনগুপ্ত
২০২	স্বপনকুমার ভুঁইঞা
২৫৩	তি কল্যাণী
৭২	অরুণকুমার বেরা
৮৮	কার্তিকচন্দ্র গিরি
১৭১	শঙ্কর চক্রবর্তী
৪৯	চিত্রা দেব
১১৩	বীনা ব্যানার্জী
৫	আকবর আলি
৫৩	দেবী ব্যানার্জী (চক্রবর্তী)
৮৩	কল্যাণকুমার সামন্ত
১২৬	পঙ্কজকুমার বর
৫০	দেবব্রত বিশ্বাস
১৫৮	সাবিত্রী বসুমল্লিক
৬৪	গৌতম চ্যাটার্জী
১৫০	প্রতিকান্ত চক্রবর্তী
১৮০	শ্যামলিকা ব্যানার্জী
১০২	লীনা সিকদার
১০৯	মনুভোষ চক্রবর্তী
১৪৫	রঞ্জিৎকুমার দাস
২২৮ এন	শঙ্কর প্রসাদ মাহাতো
২২৯ এন	শিবানী চৌধুরী
১৪০	রমেন্দ্রনাথ পাত্রাদি
২০	অরবিন্দ ভাণ্ডারী
২৭	আশীষকুমার মুখার্জী
৪০	ধুলালচন্দ্র দাস

পরীক্ষার রোল নং	নাম
২৬	অরুণকুমার সাহা
৭৬	জ্ঞানেশঙ্কর ঘোষ
১০১	লিলি সেন
১২৭	পার্থপ্রতিম সরকার
৮১	অরুণা কুণ্ডু
২৩০ এম	সোনালী ভট্টাচার্য
১৩৩	প্রশান্তকুমার দে
১১৬	সুব্রতাভ ঠাকুর
১০২	প্রসাদকুমার চ্যাটার্জী
১২১	প্রণবকুমার দত্ত
১৬১	নন্দন ব্যানার্জী
৬৮	অসময় ভট্টাচার্য
৩১	বাসুদেব চ্যাটার্জী
১৪৪	রঞ্জিত কাপরি
২০১	শ্যামলকুমার জানা

পরীক্ষার রোল নং	নাম
১৪৬	রঞ্জিতকুমার দাস
১১১	সুশান্ত গুঁই
১২০	নীহারেন্দু হালদার
২১৬	তরুণকান্তি বসু
২৩	অরুণাভ ভট্টাচার্য
১৬৭	সমীররঞ্জন ভট্টাচার্য
২০৪	স্বপনকুমার দে
১৫৯	জগাপ্রসাদ দত্ত
২১০	তন্দ্রা মুখার্জী
৬৫	গোপা ঘাসগুপ্ত
১৫১	প্রভাবতী দত্ত
১৬২	শক্তিপদ নায়েক
১০৩	মহাদেব দত্ত
২০৩	তপনকুমার রায়

দ্বিতীয় শ্রেণী (পরীক্ষার রোল নং ৯ তারে)

পরীক্ষার রোল নং	নাম
১	অবনীকুমার কারক
১৩	অনুপকুমার দাঁ
১৬	অনুপম সেনগুপ্ত
২১	আরতি বড়াল
২২	অর্চনা কুণ্ডু
২৯	অসীমকুমার পাণ্ডে
৩০	অমিতরঞ্জন চক্রবর্তী
৩৬	কল্পনা ভট্টাচার্য
৩৮	বাসুদেব চ্যাটার্জী
৪১	বিজন মুখার্জী
৪২	বিমলকান্তি চক্রবর্তী
৪৭	চঞ্চল বাসগুপ্ত
৫৩	ধীমান সাহা

পরীক্ষার রোল নং	নাম
৫৭	দীপককুমার নন্দী
৫৮	দীপেন্দ্র নাথ
৬১	দুলালচন্দ্র পাত্র
৬২	দুলু দাস
৬৬	গৌরগোপাল অধিকারী
৭০	জনার্দন ঘোষ
৭১	জান এ আলম
৭৫	ঝুনু মুখার্জী
৭৮	অমেয় নন্দী
৭৯	জ্যোতির্ময় সিনহা
৮০	জ্যোতিষ চক্রবর্তী
৯২	কাজী ইমামউদ্দীন
৯৩	কেয়া পনট

পরীক্ষার রোল নং	নাম
১৫	কৃষ্ণগোপাল ঘোষ
১৭	কৃষ্ণেন্দু কুণ্ডু
১০৪	মালতী ভট্টাচার্য
১০৭	মানসী মিত্র
১১০	মহম্মদ আবদুল রজ্জাক আখুনজী
১১৬	মুন্নী মিত্র
১১৭	মুন্না রায়
১১৮	নন্দা ভৌমিক
১১৯	নিতাইচন্দ্র ঘোষ
১২২	নির্মল সিকদার
১২৩	নির্মলা রায়
১২৪	নিরঞ্জনকুমার মণ্ডল
১৩১	প্রণবকুমার সাউ
১৩৪	প্রতীক মাইতি
১৪০	প্রদ্যোৎ চক্রবর্তী
১৪৭	প্রদীপকুমার সরকার
১৪৮	প্রমিতা ঘটক
১৫২	প্রেরা সেনগুপ্ত
১৫৩	বীণা বোস
১৫৭	বীথা গুহ
১৬১	শক্তিপদ ঘটক
১৬৩	শক্তিপদ জানা
১৬৪	সলিল চাকলাদার
১৬৮	সন্ধীপা বোস
১৭০	সরোজকুমার বিশ্বাস
১৭৬	শিবানী নীল
১৭৭	শোভনেন্দু মুখার্জী

পরীক্ষার রোল নং	নাম
১৭৮	শ্যামলকুমার সাহা
১৮১	শিবশঙ্কর সামন্ত
১৮৯	সুভাষ ঘোষ
১৯০	সুভাষেশ্বর গুপ্ত
১৯২	সুব্রতা বোস
১৯৬	সুমিতা চ্যাটার্জী (ভট্টাচার্য)
১৯৭	সুপ্রিয়া চক্রবর্তী
১৯৮	সুপ্রিয়কুমার চক্রবর্তী
২০১	স্বপনকুমার আলাজী
২০৫	স্বপনকুমার মণ্ডল
২০৮	শ্যামলকুমার ঘোষ
২১১	তপন চক্রবর্তী
২১২	তপনকুমার চ্যাটার্জী
২১৪	তপনকুমার রায়
২১৭	তরুণকান্তি বিশ্বাস
২১৮	তরুণকান্তি দত্ত
২১৯	উত্তমকুমার সেনগুপ্ত
২২১ এন	অর্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী
২২২ এন	অরুণকুমার দে
২২৩ এন	অলোকা সিকদার
২২৪ এন	কিনর মুখার্জী
২২৬ এন	রমেন ভাদুড়ী
২২৭ এন	সমীরকুমার বিশ্বাস
২৩১ এন	স্বপনকুমার দাস
২৩৪	শশাঙ্কশেখর মাইতি
২৩৫	শ্যামাপদ মাইতো ।

P8434

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতি

বিজ্ঞপ্তি

সম্পাদক,

জেলা সাখা ——————————

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ / পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি।

প্রিয় বন্ধু,

আপনারা বহুদিন অবগত আছেন রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সংযোগিতায় এই রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরণের সাহায্য করে থাকেন। বিগত কয়েক বছরে ফাউণ্ডেশনের এই অনুদান সম্পর্কিত কিছু অসুবিধা দেখা দেয়। এই সম্পর্কিত সমস্যা-গুলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে ফাউণ্ডেশন ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের একটি সভা ২০ শে জানুয়ারী, ১৯৮২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার কয়েকটি অংশ আপনাদের গোচরে আনার প্রয়োজন রয়েছে।

ক) ১৯৭৮-৭৯ সালের ফাউণ্ডেশনের এক অনুদান বণ্টনের সূত্রে স্থির হয়েছিল ১৯৭৮ সন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত সব 'পনসড' গ্রন্থাগারগুলিকে ৫০ টাকা করে বাঁধাই অনুদান প্রদান করা হবে। যে ৭৫৬ টি 'পনসড' গ্রন্থাগারে এই অনুদান বণ্টনের কথা ছিল তার মধ্যে—বীরভূম, হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলার ২১৫ টি গ্রন্থাগারের আবেদন পত্র জমা পড়েছে। বাকী গ্রন্থাগারগুলিকে এই বিষয়ে উদ্যোগী করে তোলা দরকার।

খ) ১৯৭৮-৭৯ সনের আর এক অনুদানে স্থির হয়েছিল নন 'পনসড' গ্রন্থাগারগুলিকে পুস্তক সরবরাহ করা হবে। এ ক্ষেত্রেও মাত্র পাঁচটি জেলা (হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া বর্দ্ধমান ও বীরভূম) গ্রন্থাগারের নাম ও পুস্তক তালিকা প্রেরণ করেছে। অন্য সব জেলা এ পর্যন্ত সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন।

গ) ১৯৭৯-৮০ সনের এক অনুদান (প্রায় ছয় লক্ষ টাকা) বর্তমানে বণ্টনের জন্য বিবেচনাধীন। সুপারিশ করা হচ্ছে—প্রতি 'পনসড' গ্রন্থাগারে –আনুমানিক ৪০০ / ৫০০ টাকা মূল্যের বুক সেলেক্ট করে সরবরাহ করার।

এই সব কারণে আপনাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে— (১) সংশ্লিষ্ট জেলা সমাজ শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের বিষয়গুলি উপস্থাপিত করুন এবং উপরে উল্লিখিত বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন।

(২) আপনাদের জেলার সমস্ত 'পনসড' গ্রন্থাগারের (পুর্বতন এবং নতুন) একটি তালিকা অবিলম্বে আমাদের কাছে পাঠান।

অন্যান্য বক্তব্য, যদি কিছু থাকে, জানিয়ে—তালিকাসহ আপনাদের উত্তর আমাদী ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২ মধ্যে আশা করছি।

২১ শে জানুয়ারী, ৮২।

অভিনন্দন সহ—

অমলাংশু সেনগুপ্ত।

সম্পাদক,

সাধারণ গ্রন্থাগার উপসমিতি,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

Granthagar : English Abstracts

V. 31, No. 8, November-December, 1981

Compiled by GOUTAM GOSWAMI

1. **Problems of College and Polytehcic Libraries Editorial). P. 225—227**

Discusses the importance of academic libraries ; quotes different recommendations regarding college and polytechnic libraries. Stresses that the lack of proper attitude for introduction of library-oriented education system in the main cause for this problem. Discusses different essential conditions needed for better library service. Points out different problems of pay and status of library staff of college and polytechnic libraries and suggests solutions for these problems.

2. **The role of book review for the selection of books, by Afifa Rahaman. P. 228—230**

Discusses the role of book review for selection of books in a library to develope a balanced collection of the Library. Describes the importance of Five Laws of Library Science in book selection work.

3. **Bibliotherapy, by Satyananda Mondal. P. 231—233**

Discusses the development of the term Bibliotherapy. Suggests different definitions. Suggests the importance of bibliotherapy in the treatment of mentally disbalanced persons.

4. **Education Policy, Library and our duty, by Ajoy Kumar Ghosh. P. 234—236**

Discusses the importance of adopting proper education policy for a country. Discusses the education policy in India after 1947. Traces the education policy of Left Front Govt. and its library development programme. Suggests the role of librarians in implementing library programme of the Govt.

5. **Book review. P. 237—238**

   a) National Bibliography of Bangladesh, 1973—Reviewed by Pradip Chowdhury.

   b) Encyclopaedia of Bengali literature and Bengali authors—Reviewed by Samalochak.

6. **Govt. orders regarding rules for management of Public libraries. P. 233—244.**

7. **Association News. P. 245—248**

Result of the certificate course in Library Science Examination, 1981 of Bengal Library Association.

রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগার উদ্বোধন অনুষ্ঠান

রায়গঞ্জ :—গত ১৫ই জানুয়ারী '৮২ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হল। জেলা শাসক সুখবিলাস বর্মা গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। ৩০০ বই নিয়ে এই গ্রন্থাগারটি দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর স্থাপিত হলো। প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন পৌরপতি শংকর চক্রবর্ত্তী এবং এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি ননী রায়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা দীর্ঘদিন ধরে এই মহকুমা গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন, অবশেষে জেলা শাসক, মহকুমা শাসক এবং স্থানীয় রায়গঞ্জ করনেশন স্কুল কর্তৃপক্ষের সহানুভূতির ফলে এবং জেলা সমাজ শিক্ষা আধিকারিক তাঁর ভূমিকা পালনে এই গ্রন্থাগার স্থাপিত হল। সুজিতভূষণ রায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অতিদ্রুত এই গ্রন্থাগারটি চালু হয়েছে। গ্রন্থাগারিক রূপে নির্বাচিত হয়েছেন প্রদীপকুমার নন্দী। উক্ত গ্রন্থাগারটি আপাততঃ ভাড়া বাড়ীতেই রয়েছে। জেলা শাসক মহাশয়ের সঙ্গীত পরিবেশন সকলকে আনন্দ দেয়।

বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক
বি. এল. এ. জেলা শাখা পশ্চিম দিনাজপুর জেলা

রায়গঞ্জ :—সম্প্রতি রায়গঞ্জ শহরের মোহনবাটীতে নেতাজী পাঠাগারের ফ্রি রিডিং রুম আনুষ্ঠানিক ভাবে সর্ব্বসাধারণের জন্য খোলা হয়। এই রিডিং রুমে আপাততঃ দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক নানা ধরনের পত্র-পত্রিকা রাখা হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখা তাঁদের এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য উক্ত পাঠাগারের সভ্যদের ধন্যবাদ জানান।

বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী
সম্পাদক—
পশ্চিম দিনাজপুর বি. এল. এ. জেলা শাখা

Annual Price Rs. 24·00
Single Issue Rs. 2·00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE NO. WB/CC-CL—2
Postal Regd. NO. WB/CC—145
Regd. NO. RN/2674/57

Volume [illegible] No. [illegible]

Nov.-Dec. 1981

GRANTHAGAR

(The monthly organ of the Bengal Library Association devoted to the advancement of Library Science & Library Movement in West Bengal)

All payments should be sent to :

The Secretary,
Bengal Library Association
Central Library,
Calcutta University,
Calcutta-700 073

All correspondence and for publication should be addressed to :

The Editor, Granthagar
Bengal Library Association
P-134, CIT Scheme No. 52
Calcutta—700014
Phone 44-8566

If undelivered please return to
Bengal Library Association
P-134, C. I. T. Scheme No. 52
Calcutta-700 014.

Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Cal—73

Printed by : Sourendramohan Gangopadhyay at the Mondal Press
23, Dixon Lane, Calcutta—700014

Editor : Prabir Roychaudhury